

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মৃত্যু এবং তার প্রস্তুতি, জানাযা, কাফন-দাফন, কবর ও কবরের প্রশ্নোত্তর, মৃত্যুর আগে-পরে করণীয়-বর্জনীয় সুন্নাত ও বেদ'আত সহ ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

মরণের আগে ও পরে (করণীয়-বর্জনীয়)

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস : জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মেট্রো হাউজিং, বহিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে মৃত্যু এবং তার প্রস্তুতি, জানাযা, কাফন-দাফন, কবর ও কবরের প্রশ্নোত্তর, মৃত্যুর আগে-পরে করণীয়-বর্জনীয় সুন্নাত ও বেদ'আত সহ ইসলামের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

প্রশ্নোত্তরে

মরণের আগে ও পরে (করণীয়-বর্জনীয়)

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়:

মুফতী মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ

মুফতী মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ

শিক্ষক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়:

আল-হাদীদ পাবলিকেশন্স

(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

<http://furqanmedia.wordpress.com>

<http://khutbatuljumua.wordpress.com>

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১২ ইং

বিঃদ্রঃ কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে মারকাজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

মূল্য : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র।

MORONER AGE O PORE

SHAIKH MUFTI JASHIMUDDIN RAHMANI

AL-HADID PUBLICATIONS

PRICE : 80.00 TK. US.\$ 3.00

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা কেবলমাত্র তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তার কাছেই হেদায়েত চাই। আমরা আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলগাছ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা:) আলগাছের বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।

আমি ঘোষণা করছি যে, সর্বাধিক সত্যকথা, আলগাছের কালাম (আলগাছের কথা)। আর সর্বাধিক উত্তম আদর্শ, মুহাম্মাদ (সা:) এর আদর্শ। সর্বাধিক উত্তম কাজ, কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত কাজ। আর সর্বাধিক মন্দ কাজ, কুরআন-সুন্নাহে বিবর্জিত বেদ'আত কাজ। এবং সকল বেদ'আত গোমরাহী আর সকল গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আলগাছকে ভয় কর, যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। এবং অবশ্যই তোমরা সত্যিকার মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”^১

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রব কে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আলগাছকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আলগাছ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।”^২

^১ সূরা আল-ইমরান ৩:১০২।

^২ সূরা আন-নিসা ৪:১।

“হে মুমিনগণ! আলগাছকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আলগাছ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।”^৩

প্রতিটি প্রাণী মরণশীল। আমরা কেউ এই পৃথিবিতে থাকতে পারব না। আমাদের মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন আসবে যার গুরুত্ব আছে, শেষ নেই। যেখানে ‘মৃত’ কেও মৃত্যু দেওয়া হবে। সেই চিরস্থায়ী জীবনে যারা সাফল্য অর্জন করবে তারাই প্রকৃত সফল। পবিত্র কুরআনে আলগাছ (সুব:) বলেন,

“প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।”^৪

সত্যিই তো! সেখানে একজন সাধারণ জান্নাতীকেও এই পৃথিবির দশগুণ বা তার চেয়েও বেশী জায়গা দান করা হবে। অবাক হলেন? হওয়ার কথা- ই তো। কেননা শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে তখন সে মনে করে, এই জায়গাটি অনেক বড়। সেখানেই সে হেসে-খেলে কিছুকাল পার করে। ঐ সময় তাকে যদি বলা হতো, এরপর তোমাকে পৃথিবী নামক স্থানে যেতে হবে, যেখানে তোমাকে এই বর্তমান জায়গার চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ জায়গা দেওয়া হবে। সে নিশ্চয় অবাক হতো। কিন্তু বাস্তবে যখন এই পৃথিবিতে এসে বড় হলো তখন কি শুধু তার মায়ের পেটের দশগুণ পরিমাণ জায়গা পায়, নাকি আরো বেশী পায়? বেশীই পায়। কিন্তু তাতেও সে খুশি নয়। বরং আরো কিভাবে বেশী জায়গা জমি দখল করতে পারবে সারাক্ষণ সেই চিন্তাই করে।

আমরা বর্তমানে পৃথিবী নামক আরেকটি পেটের ভিতরে কিছুকাল অবস্থান করছি। এখান থেকেও আমাদেরকে পরকালে যেতে হবে। এখন যদি আমাদেরকে বলা হয়, সেখানে তোমাদেরকে এই পৃথিবির দশগুণ বা তার

^৩ সূরা আল-আহযাব ৩৩:৭০-৭১।

^৪ সূরা আলে ইমরান ৩:১৮৫।

চেয়েও বেশী জায়গা দেওয়া হবে, তাহলে আমরাও ঐ শিশুর মতই অবাক হয়ে যাই। কিন্তু বাস্তবে যখন আমরা সেখানে যাব এবং সবকিছু স্বচক্ষে দেখবো, তখন আফসোস করব কিন্তু সেই আফসোস কোন কাজে আসবে না। এ কারনেই আলগাচাহ (সুব:) বলেছেন, “যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে”।

পরকালীন জীবনে কিভাবে আমরা সেই মহান সফলতা অর্জন করতে পারি, কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি, সেই সবকিছু নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই বইটি লেখার পিছনে একটি বিশেষ কারন রয়েছে। ঢাকাতে আমি বর্তমানে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত যার বাড়ীতে বসবাস করছি, যাকে আমি নিজের বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি। আর তিনিও আমাকে তার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। তিনি হলেন ১১০/৩ পূর্ব রায়ের বাজার, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-র স্থায়ী বাসিন্দা, ‘ফাস্ট গ্রুপ বাংলাদেশ’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিশিষ্ট শিল্পপতি, জনাব হাফিজ আহমাদ ভাই।

কিছুদিন পূর্বে তার শ্বশুর, বিশিষ্ট শিল্পপতি, জনাব আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে যেভাবে আমাদের সমাজে কুরআনখানী, কুলখানী, চেহলাম, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বেদ’আত ও কুসংস্কার মূলক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে সেভাবে তার আত্মীয়-স্বজনরাও করতে চাইলেন বা করলেন। কিন্তু তিনি যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সংশ্রবে আছেন, কুরআন-সুন্নাহর কিছুটা জ্ঞান রাখেন এবং সঠিক পথে চলার চেষ্টা করেন, সেহেতু তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাজীদেব ঐ সকল প্রচলিত বেদ’আত ও কুসংস্কার মূলক কাজ থেকে সাবধান করত: সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আমাকে একটি বক্তব্য প্রদান করার অনুরোধ জানান।

আমি তার এই অনুরোধ রক্ষা না করে পারলাম না। কিন্তু শুধু একটি বক্তব্য দিলে কতটুকু লাভ হবে? মানুষ এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিবে। তাই প্রথমে ভাবলাম বক্তব্যের সাথে একটি ‘লেকচার শীট’ বিতরণ করব। সেই শীট লিখতে গিয়েই এই কিতাব।

পাঠুলিপির সামান্য অংশ যখন তার সামনে উপস্থাপন করা হল তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। এবং এই কিতাব প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন। সঙ্গে ছিলেন তার ছোট ভাই, বর্তমানে বিশিষ্ট শিল্পপতি, জনাব মেজর নাহির আহমেদ, পি.এস.সি, জি (অব:)। তিনিও এই ব্যতিক্রমধর্মী দ্বীনি কাজে তার বড় ভাইয়ের সাথে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন। আলগাচাহ (সুব:) এই কিতাবখানা কে তাদের উভয়ের এবং তাদের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও শ্বশুর-শ্বশুরী সহ সকলের পক্ষ থেকে সাদাক্ষ্যে জারিয়া হিসেবে কবুল করলেন। আমীন।

এই কিতাব লেখার কাজে যারা আমাকে সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষভাবে আমার প্রিয় ছাত্র ও আমাদের মারকাজের শিক্ষক, হাফেজ, মুফতী মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ ও মুফতী মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ এবং আমাদের মারকাজের ফাতওয়া বিভাগের ছাত্র, হাফেজ মাহমুদ সহ মারকাজের সকল শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যেহেতু আমি নিজে কোন বাংলা সাহিত্যিক নই এবং আমার সঙ্গে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগীতা করছে তারাও কেউ বাংলা ভাষায় পারদর্শী নয়, তাই ভাষাগত ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। অতএব ভাষার দিকে না তাকিয়ে বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ রইল। আলগাচাহ (সুব:) আমাদের সকলকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করলেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পিতা: মৃত নূর মুহাম্মদ হাওলাদার

গ্রাম+পোষ্ট: হেউলিবুনিয়া, থানা+জেলা: বরগুনা

পরিচালক: মারকাজুল উলুম আল ইসলামিয়া

বহিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩

এই কিতাব যেভাবে সাজানো হয়েছে :

এই কিতাবে ... টি অধ্যায় ও ... টি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়:

প্রথম অধ্যায়: মৃত্যু ও তার জন্য প্রস্তুতি

প্রশ্ন: মৃত্যু কি জিনিস?

উত্তর: মৃত্যু হল মানুষের ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি। মানুষ প্রথমে রূহ জগতে অবস্থান করে তারপর মায়ের পেটে অবস্থান করে। তারপর পৃথিবীতে আসে। পৃথিবীর জীবন শেষ করে আবার আখেরাতের জীবন শুরু করে। আখেরাতের জীবনে চলে যাওয়ার পরে আর কারো মৃত্যু হবে না। বরং ভাল লোক হলে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে আর খারাপ লোক হলে হয়তো শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে নতুবা চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। মৃত্যু হবে না। কেননা মৃত্যু নামক বস্তুটিকেও মৃত্যু দেওয়া হবে। হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْأَهْلُ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ جَاءَ بِِ الْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَنْبَحُ ثُمَّ يَنْدِي مَذَابِ يَأْ هَلِ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَأْ هَلِ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا لِي فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا لِي حُزْنِهِمْ

অর্থ: “ইবনে উমর (রাযি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের মাঠে বিচার ফায়সালা শেষে যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবেন, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ‘মৃত্যু’-কে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের সামনে তাকে জবাই করা হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে, ওহে জান্নাতবাসী! আর কোন মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামবাসী! আর কোন মৃত্যু নেই। এ ঘোষণায় জান্নাতবাসীগণ আরো বেশী আনন্দিত হবেন আর জাহান্নামীগণ আরো বেশী দুঃখিতাগ্রস্ত হবে।”^৬

এটাই হল আলগাছার নেজাম। তিনি মৃত্যু-কে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ [المك: ২]

^৬ সহীহ বুখারী ৬৫৪৮, সহীহ মুসলিম ৭৩৬৩।

অর্থ: “যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।”^৭

প্রশ্ন: মৃত্যুর পরে কি আবার আমাদেরকে জীবিত করা হবে?

উত্তর: হ্যাঁ! মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করে কেয়ামতের মাঠে হিসাব নিকাশের জন্য আলগাছার (সুব:) সামনে উপস্থিত করা হবে। তিনি সকলের আমলনামা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের পুরস্কার দিয়ে জান্নাত দান করবেন। আর অবাধ্যদেরকে শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মৃত্যুর কবল থেকে কারও পালানোর সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيهِ رُوحٍ مُشِيدَةٍ [النساء: ৭৮]

অর্থ: “তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।”^৮

অন্যত্র আলগাছার (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَنْبَغِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الجمعة: ৮]

অর্থ: “বল, যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছো তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিভ্রাত আলগাছার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।”^৯

সে দিন এত ভয়াবহ হবে যে, মানুষ কেউ কারো পরিচয় দিবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ • وَأُمِّوَأَبِيهِ • وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ • لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: ৩৪-৩৭]

অর্থ: “সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সম্প্রদান-সম্প্রদিত থেকে। সেদিন তাদের

^৭ সূরা মূলক ৬৭:২।

^৮ সূরা নিসা ৪:৭৮।

^৯ সূরা জুমুআ’ ৮।

প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।^৯

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর আবার কিভাবে জীবিত হবে অথচ কারো মৃত্যু হয় পানিতে ডুবে, কেউ চলে যায় বাঘের পেটে, কেউ মাছের পেটে, কেউ কুমিরের পেটে, এভাবে বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একত্র করে কিভাবে জীবিত করা সম্ভব?

উত্তর: এই প্রশ্নই ছিল তৎকালীন সময়ে মক্কার কাফেরদের মুখে। তারা বলতো জীবনতো একটাই যা মৃত্যুর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। আল্‌গাহ (সুব:) তাদের বক্তব্যকে পবিত্র কুরআনে এভাবে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
[الجاثية: ২৪]

অর্থ: “আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কালের চক্র-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।”^{১০}

বর্তমানেও তাদেরই উত্তরসূরী একদল নাস্তিক, মুরতাদ বলে থাকে:

‘দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও, ফুটি কর,
আগামী কাল বাঁচবে কিনা বলতে পারো?’

আবার কেউ কেউ আরেকটু ভিন্নভাবে বলে:

‘নগদ যা পাও হাত পেতে নাও,
বাকির খাতায় গুণ্য থাক।
দূরের বাদ্য কি লাভ শুনে
মাঝখানে যার বেজায় ফাঁক।’

তাদের কথায় আখেরাত হলো বাকির খাতা। তাই আখেরাতের জন্য দুনিয়াতে কষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। এ জাতীয় লোকেরাই উপরোক্ত প্রশ্ন ও সংশয়গুলো তৈরী করে থাকে। এ রকমই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি রাসূলুলগাহ (সা:) এর নিকটে একটি বহু বছরের পুরাতন হাড়ি এনে একপাশ দিয়ে ফু দিয়ে আরেকপাশ দিয়ে বের করে দিল, এর মাধ্যমে সে

^৯ সূরা আবাসা ৩৪-৩৭।

^{১০} সূরা ইউনুস ৪৫:

প্রমাণ করলো যে, এটি একটি অসার হাড়ি, যাতে কোন প্রণের অস্তিত্ব নেই। তারপর ওটাকে পাউডার করে আরেকটি ফু দিয়ে উড়িয়ে দিল তারপর বললো: “বলো, হে মুহাম্মদ! কিভাবে তোমার রব এই বিক্ষিপ্ত পাউডার একত্র করে পূর্ণজীবিত করবেন?”

রাসূলুলগাহ (সা:) কে প্রশ্ন করা মানেই হচ্ছে আল্‌গাহকে প্রশ্ন করা। তাই আল্‌গাহ (সুব:) অহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল (সা:) কে এর উত্তর জানিয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ • قُلْ يُخْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ { [يس: ৭৮, ৭৯]

অর্থ: “আর সে আমার উদ্দেশ্যে উপমা পেশ করে, অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, ‘হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে?’ বল, ‘যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই সেগুলো পুনরায় জীবিত করবেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাতা।”^{১১}

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্‌গাহ (সুব:) পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদের পূর্ণবার সৃষ্টি করবেন। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, কোন জিনিস প্রথমবার সৃষ্টি করা যত কঠিন পরের বার সৃষ্টি করা তার চেয়ে অনেক সহজ। কেননা এই পাউডারকৃত হাড়ির অংশগুলো এখানেই আশ-পাশে ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। অথচ এই হাড়ি প্রথমবারে সৃষ্টি করতে কত উপাদান কত জায়াগার থেকে জড়ো করা হয়েছে। মনে করুন কল্পবাজারের লবন, উত্তরবঙ্গের চাল, ডাল, আলু, অস্ট্রেলিয়ার আপেল, ইন্ডিয়ার গরু-ছাগল, সৌদি আরবের দুধা-খাসি, ভেঁড়া এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকার তরমুজ, খরবুজ, আঙ্গুর, বেদানা, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আম, জাম, লেচু, কাঠাল আরো কত কিছুর উপাদান একত্র করে এই হাড়ি তৈরী করা হয়েছে। তাহলে এগুলো প্রথমবারে সৃষ্টি করা সহজ ছিল নাকি এখন সহজ? এ বিষয়টিকেই গবেষণা করার জন্য আল্‌গাহ সুব: পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

^{১১} সূরা ইয়াসীন ৩৬: ৭৮, ৭৯।

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ • إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا • ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا • فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا • وَعَبَّأْوَ قَضَبًا • وَزَيَّنَّاوْنَا وَنَحْلًا • وَخَدَّاقَ غَلَبًا
• وَفَاكِهَوًّا بَا • مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآئِعَامِكُمْ [عبس: ২৪-৩২]

অর্থ: “কাজেই মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। নিশ্চয় আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। তারপর জমিনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আগুর ও শাক-সবজি, যায়তুন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা আর ফল ও তৃণগুল্ম। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণস্বরূপ।”^{১২}

আখেরাতের প্রথম ঘাটি কবর

প্রশ্ন: কবর বলতে কি বুঝায়? যারা মাছের পেটে বা বাঘের পেটে চলে গেছে অথবা কোন হাসপাতালে কঙ্কাল হয়ে দাড়িয়ে আছে তাদের কবর কোথায়?

উত্তর: কবর বলতে মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের মাঠে পুনরুত্থান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময় কে বুঝায়। চাই তাকে মাটির গর্তে দাফন করা হোক অথবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে থাকুক। অথবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম করে দেওয়া হোক। অথবা কঙ্কাল বানিয়ে হাসপাতালে রাখা হোক। অথবা সুটকি বানিয়ে জাদুঘর বা মিউজিয়ামে রাখা হোক। প্রত্যেকটি মানুষের উপর দিয়ে চারটি জীবন অতিক্রম করে। প্রথম জীবন: রুহ জগত। দ্বিতীয় জীবন: মায়ের পেট। তৃতীয় জীবন: কবর বা বারজাখ অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের ময়দানে উঠার পূর্ব পর্যন্ত। চতুর্থ জীবন: আখেরাতের জীবন, কিয়ামতের মাঠ থেকে শুরু করে জান্নাতে অথবা জাহান্নামের চিরস্থায়ী জীবন। সুতরাং কবর বলতে শুধু মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু বেশীর ভাগ মানুষকে মাটির গর্তেই কবর দেওয়া হয় সেহেতু মানুষের পরিভাষায় ঐ বিশেষ গর্তটি কবর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কবর জীবনে মূলত: মানুষের রুহ ইলিফ্যান্টীয়ন অথবা সিঞ্জীন নামক জায়গায় রাখা হয়। নেককার হলে ইলিফ্যান্টীয়ন নামক জায়গায় আর বদকার হলে সিঞ্জীন নামক জায়গায় রাখা হয়। কবরের প্রশ্ন মূলত: ঐ রুহকেই করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ স্বপ্ন দেখে। কখনো আরাম-আয়েশ ও আনন্দময়

স্বপ্ন দেখে খুশিতে মত্ত হয়ে যায়। আবার কখনো ভীতিকর স্বপ্ন দেখে ডরে-ভয়ে কাঁপতে থাকে। অথচ দেহের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। এমনকি তার পাশে যে লোকটি শুয়ে আছে সেও কিছু টের পায় না। অবশ্য মাঝে মাঝে ভীতিকর বা আনন্দময় স্বপ্নের প্রভাব দেহের উপরও পরিলক্ষিত হয়। ঠিক তেমনিভাবে কবর জীবনের প্রশ্ন-উত্তর, আনন্দ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট ও কবরের আযাব ইত্যাদির সম্পর্ক সরাসরি রুহের সাথে সম্পৃক্ত। অবশ্য কখনো তার প্রভাব দেহের উপরও পরিলক্ষিত হয়। নেককার দীনদার মানুষের লাশ অক্ষত থাকে, কারো কবর থেকে সুগন্ধি ছড়ায়। আবার কারো কবর থেকে ঘোঁয়া দেখা যায়। সাপ-বিছুর দেখা যায়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এগুলো দেখতে পাই না। কেননা কবর জীবনের সবকিছুর সম্পর্ক সরাসরি রুহের সাথে, দেহের সাথে নয়।

প্রশ্ন: মৃত্যুর পরে কবরে কয়টি প্রশ্ন করা হবে? এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর: মৃত্যুর পরে আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। যারা আল্লাহর নেক বান্দা তারা সঠিকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে। আর যারা পাপী ও গুনাহগার তারা পারবে না। প্রথম ঘাঁটিতে যারা সহজে পার পেয়ে যাবে আশা করা যায় তারা পরবর্তী ঘাঁটিগুলোকেও সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। প্রশ্ন তিনটি হলো:

(এক) مَنْ رَبُّكَ তোমার রব কে ?

(দুই) وَمَا يَنْفَعُكَ তোমার দীন কি ?

(তিন) وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ তোমাদের মাঝে যাকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে ?

প্রশ্ন: উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা মুখস্ত করে যাই তাহলে সেটা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কী?

উত্তর: না! বরং উপরোক্ত বিষয়গুলোর মর্ম বুঝে তার প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে তারপরে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবে আমল করলেই সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে। এ জন্য কোন উত্তর মুখস্ত করার প্রয়োজন নেই। আর যদি হাজারো বার মুখস্ত করা হয় কিন্তু তদানুযায়ী আমল না করা হয়। তাহলে কোনই উত্তর দিতে পারবে না। সব ভুলে যাবে।

^{১২} সূরা আবাসা ২৪-৩২।

প্রশ্ন: প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত ‘مَنْ رَبُّكَ’ ‘মান রাব্বুকা’ তোমার রব কে? এ কথার মর্ম কি?

উত্তর: এ কথার মর্ম হলো। প্রতিটি সৃষ্টিরই কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর যখন যার যা প্রয়োজন তখন তিনি তার জন্য তা ব্যবস্থা করে দেন। যিনি পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও আইন বিধানদাতা। সৃষ্টির সকল কিছুর উপরে যার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন আমাদের ‘রব’। তার প্রতি ঈমান এনে আন্তরিকভাবে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে মৌখিকভাবে এ কথার ঘোষণা করা এবং আমলের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে রবের প্রতি ঈমান আনার মর্মকথা।

রবের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই আলগ্‌তাহ (সুব:) আমাদেরকে পৃথিবীতে নিয়ম-তান্ত্রিকভাবে পাঠানোর পূর্বেই আরাফাতের ময়দানের ‘না’মান’ নামক জায়গায় একত্রিত করে রবের প্রতি ঈমানের বিষয়ে আমাদের সকলের থেকে স্বীকৃতি আদায় করলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَلَدَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ثَرْيَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ وَالْوَابِلَىٰ شَهِدْنَا

অর্থ: “আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদম আ. এর পিঠের থেকে তার সন্তানদের রহু গুলোকে বের করলেন। আবার সেই সন্তানদের পিঠের থেকে তাদের সন্তানদের এইভাবে সকলের রহু গুলোকে বের করলেন। এরপর তাদের উপরে তাদের নিজেদেরকে সাক্ষ্য বানালেন। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি তোমাদের রব নই কী? তখন সকলে সম্মুখে ঘোষণা করলো, অবশ্যই অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।”^{১০}

দুনিয়াতে আসার পরেও যাতে কেউ ভুলে না যায় সেজন্য প্রতিটি সালাতের প্রতিটি ওয়াক্তে, প্রতি রাকাআতে দাঁড়িয়ে বলা হয় الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ “সকল প্রশংসা কেবল মাত্র আলগ্‌তাহর জন্য যিনি গোটা জগত সমূহের রব”। এরপরে রহুতে গিয়ে বলতে হয় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (সুবহানা

রাব্বিয়াল আযীম) ‘মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি’ এরপরে রহু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হামদ) ‘হে রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য’ আবার সেজদায় গিয়ে বলতে হয় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ’লা) অর্থ তার মানে দাড়ানো অবস্থায় রব, রহুতে গিয়ে রব, রহু থেকে সোজা হয়ে রব, সেজদায় গিয়ে রব। তারপর সবশেষে কবরে গিয়েও প্রশ্ন কে তোমার রব, রবের পরিচয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, রবের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কত বেশী। তাই রবের পরিচয় সম্পর্কে জানা প্রতিটি ঈমানদারের প্রথম দায়িত্ব।

আমরা রবের পরিচয় জানতে পারি পবিত্র কুরআনের সুরায়ে ত্বা’হা-র ৪৩ নাম্বার আয়াত থেকে ৫০ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত গবেষণা করার মাধ্যমে। এ আয়াতগুলোতে মুসা (আ:) তার সময়ের মিথ্যা রব দাবীদার ফেরআউনকে প্রকৃত রবের পরিচয় তুলে ধরে যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তার আলোচনা রয়েছে।

আলগ্‌তাহ (সুব:) মুসা আ: ও তার ভাই হারুন আ: কে হুকুম দিয়ে বললেন:

اٰتٰهُمَا لِيْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى.

অর্থ: “তোমরা যাও ফিরআউনের কাছে, কেননা সে (নিজে রব দাবী করে) সীমালংঘন করেছে।”^{১৪}

মূসা (আ:) ও হারুন (আ:) যখন ফিরআউনের কাছে গিয়ে তাকে রবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন তখন ফিরআউন, মূসা (আ:) ও হারুন (আ:) কে জিজ্ঞেস করলো,

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰٓا مُّوسٰى.

অর্থ: “তোমাদের রব কে? (কি তার পরিচয়?)”^{১৫}

ফেরআউন এই প্রশ্ন করার কারণ এই যে, রবের একটা অর্থ হলো: প্রতিপালক, লালন-পালনকারী। সেটা ফিরআউনও বুঝতো। আর মূসা আ. যেহেতু ফিরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাই ফিরআউন জানতে চাইলো যে, সে ছাড়া আবার মুসার রব কে? অর্থাৎ ফিরআউন

^{১৪} সূরা ত্বা’হা ২০:৪৩।

^{১৫} সূরা ত্বা’হা ২০:৪৯।

^{১০} সূরা আরাফ :১৭২।

এটাই বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার রব তো আমিই। তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছে?

মুসা (আ:) তখন যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা হচ্ছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

অর্থ: “মুসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করেন।”^{১৬}

অর্থাৎ যিনি সকল সৃষ্টির জীবন-যাপনের পদ্ধতি শিক্ষাদান করেন, জীবনের ধাপে ধাপে যা কিছু প্রয়োজন সেগুলো পূরণ করেন তিনিই হচ্ছেন ‘রব’। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, মানুষ যখন তার মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করে তখন মহান আল্লাহ কিভাবে এক ফোঁটা পানি থেকে তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে তৈরী করেন। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

অর্থ: “তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে।”^{১৭}

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ نَسَّاهُ خُلُقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيْنٌ. ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبَعٌ وَنَ.

অর্থ: “আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি ‘আলাকায়’ (রক্তপি) পরিণত করি। তারপর ‘আলাকাকে গোশ্তপিতে পরিণত করি। তারপর গোশ্তপিকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!

^{১৬} সূরা ত্বাহ ২০:৫০।

^{১৭} সূরা আর রাহমান ৫৫:১৪।

এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।”^{১৮}

অন্য আয়াতে আরো ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ظُلُمًا ثُمَّ لِيَتَبَيَّنُوا أَشَدُّكُمْ ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَتَبَيَّنُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَكُمْ فِيهَا مَعْلَمَاتٌ مُبِينَاتٌ.

অর্থ: “তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর ‘আলাকা’ (রক্তপি) থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।”^{১৯}

এভাবে পর্যায়ক্রমে মানুষ মায়ের পেটে তৈরী হলো, পাঁচ মাস সময় চলে গেছে। বডি তৈরী হয়েছে। রুহ চলে এসেছে। ক্ষুধা লেগে গেছে। এবার মায়ের পেটে ক্ষুধা লাগলে খাওয়াবে কে? বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করবে কে? এটি তো এমন এক স্থান যেখানে কোনো আন্দোলন করার সুযোগ নেই। এমনকি বাচ্চার জন্য কান্না-কাটি করাও সম্ভব নয়। সেখানে কে খাবার দিবে?

আল্লাহ আকবার! দেখুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে মায়ের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ করে দিয়ে শিশুর নাতীর সাথে মায়ের নাতী সংযুক্ত করে দিয়ে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে করে বাচ্চার কান্না-কাটি না করতে হয়। যেন বাচ্চার কষ্ট না হয়। যিনি এমনটি করেছেন তিনিই হলেন রব। সুবহানাল্লাহ। ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.

^{১৮} সূরা মুমিন ২৩:১২-১৬।

^{১৯} সূরা গাফির ৪০:৬৭।

অর্থ: “মূসা আ. বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছু যিনি ব্যবস্থা করে দেন।”^{২০}

মায়ের পেটে সন্তান ধীরে ধীরে বড় হলো। সন্তানের বয়স বাড়লো ৯ মাস পূর্ণ হলো ১০ দিন পেরিয়ে গেলো। এবার সে দুনিয়াতে আসলো। এখন তার খাবারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে এসে কি খাবে? মানুষের তৈরী খাবার খেতে পারবে না। কারণ ঠান্ডা হলে সর্দি লাগবে, গরম হলে মুখ পুড়ে যাবে, শক্ত হলে গলায় আটকে যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ-জীবানুর আক্রমণ হতে পারে। তাই তার এখন একই সাথে প্রয়োজন খাদ্য, পানি ও ঔষধের। মহান আল্লাহ রাসূলু আলামীন নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে তার মায়ের বুকের ভিতরে এমন এক দুধ তৈরী করলেন যা একদিকে খাবারের কাজ করে অপরদিকে পানির কাজ করে অপরদিকে সকল প্রকার রোগ-জীবানু থেকে বাঁচার জন্য প্রতিষেধক ঔষধের কাজও করে।

মায়ের দুধের মধ্যে প্রথম যেই শালদুধ বের হয় তা অন্য দুধ থেকে একটু গাঢ় হয়। হলুদ বা হালকা হলুদ রঙের। ঘন দুধ। আগে গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েরা বলতো যে, এই শালদুধ ফেলে দিতে হবে। কারণ এটি খেলে নাকি ধনুষ্টংকর হয়। আল্লাহ কি এই দুধ ফেলে দেয়ার জন্য বা ধনুষ্টংকার হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন? কখনো নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, জন্মগ্রহণের পর শিশুর জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য খাবার হচ্ছে মায়ের শালদুধ। যা একদিকে খাবার ও পানির কাজ করে অপর দিকে পৃথিবীতে আসার পর যত প্রকার রোগ জীবানুর আক্রমণ হতে পারে। সমস্ত রোগ জীবানু থেকে বাঁচার জন্য প্রতিশোধক ঔষধ হিসেবে এই শালদুধ তৈরী করেছেন (সুবহানাল্লাহ)!।

তাই আজকাল যে কোন হাসপাতালে দেখবেন লেখা রয়েছে, “জন্মের পরই শিশুকে মায়ের শালদুধ পান করান”।

এবার বাচ্চা দুধ পান করে করে বড় হচ্ছে। প্রায় ২ বছর বয়স হয়ে গেলো। এখন তার খিচুরী খেতে হবে। মুরগীর বাচ্চা খেতে হবে। এবার

মহান আল্লাহ সেই বাচ্চার মুখে দাঁত গজিয়ে দিলেন। বাচ্চা সেই দাঁত দিয়ে খিচুরী খেতে লাগলো। মুরগী-কবুতরের বাচ্চা খেতে লাগলো। খেতে খেতে বড় হতে লাগলো। এভাবে বড় হতে হতে তার বয়স ৭/৮ বছর হয়ে গেলো। এবার শুধু বাচ্চা মুরগীতেই কাজ হবে না। তার এখন গরুর ও খাসীর হাড়ি খেতে হবে। তাই মহান আল্লাহ এবার তার কচি মুখের সেই ছোট দাঁত গুলো পর্যায়ক্রমে ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে শক্ত ও সুঁচালো দাঁত গজিয়ে দিলেন। মুখটাও একটু একটু করে বড় হতে লাগলো দাঁতের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। সুবহানাল্লাহ! কি সুন্দর পদ্ধতি! যিনি কোন দরখাস্ত বা আবেদন ছাড়াই নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে এই সকল ব্যবস্থা করেছেন তিনিই হলেন সেই মহিমাম্বিত রব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: বলছেন:

وَالَّذِي هُوَ يُطَهِّرُنِي وَيَسْقِينِي. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشفِينِي.

অর্থ: “(তিনিই আমার রব) যিনি আমাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন, যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনি আমাকে সুস্থ করেন।”^{২১}

এভাবে যদি প্রতিটি মানুষ একটু চিন্তা করে তাহলেই রবের পরিচয় জানতে পারবে। এজন্য তাকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি সে নিজের মধ্যেই চিন্তা-গবেষণা করে তাহলেও রবের পরিচয় পেয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন: **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** অর্থ: “আর তোমাদের মধ্যেও (ভালোভাবে লক্ষ্য করো) আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?”^{২২}

এভাবে আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে গবেষণা করে বুঝতে হবে যে, এই সব কিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি এক ও একক। তার কোন শরীক নেই। তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনে। তিনি এ সব কিছুকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেন নাই। বরং বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

^{২১} সূরা শুআরা ২৬: ৭৯-৮০।

^{২২} সূরা যারিয়াত ৫১: ২১।

^{২০} সূরা ত্বাহ ২০: ৫০।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
[আল عمران: ১৯১]

অর্থ: “যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাঁত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর।”^{২৩}

এ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে এর সৃষ্টিকর্তাকে চিনে তার ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তবে এই সৃষ্টির কোন ইবাদত করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব: বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت: ৩৭]

অর্থ: “আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর।”^{২৪}

আর এটাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থ: “আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে।”^{২৫}

প্রশ্ন: দ্বিতীয় প্রশ্ন وَمَا لِيُذَكِّرَ তোমার দ্বীন কি? এ কথার মর্ম কি?

উত্তর: আল্লাহ (সুব:) মানব জাতিকে সুনির্দিষ্ট একটি জীবন-ব্যবস্থা দান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত সেই জীবন ব্যবস্থাই হলো ইসলাম।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন: عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।”^{২৬}

^{২৩} সূরা আলে ইমরান ৩:১৯১।

^{২৪} সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৭।

^{২৫} সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬।

^{২৬} সূরা আল ইমরান ৩:১৯।

মৃত্যুর পরে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে। তুমি সেই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছো? নাকি মানব রচিত কোন জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছো? যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণ করেছে তারা উত্তর দিবে يٰيٰنَبِيَّ الْإِسْلَامُ ‘আমার দ্বীন হলো ইসলাম’ আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে নাই তারা বলবে هَا هَا لَا اُذْرِي ‘হায় হায়! আমি তো কিছুই জানি না’।

প্রশ্ন: ইসলাম শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয়: জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক কথায় রান্নাঘর থেকে শুরু করে সংসদ ভবন পর্যন্ত আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার নাম ইসলাম। আল্লাহ সুব: ইবরাহীম আ: কে নির্দেশ দিলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তার উত্তরের মাধ্যমেই ইসলাম শব্দের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: “স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: অনুগত হও। সে বলল: বিশ্ব রবের অনুগত হলাম।”^{২৭}

এখানে এ আয়াতে ইবরাহীম (আ:) বুঝতে পারলেন যে আল্লাহ (সুব:) তাকে অনুগত হওয়ার জন্য আদেশ করছেন তাই তিনি উত্তর দিলেন। আমি রাব্বুল আলামীনের অনুগত হলাম।

প্রশ্ন: আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে ইসলাম অর্থ শান্তি। এটি কি ভুল? যদি ভুল হয় তাহলে এই অর্থ কেন করা হয়?

উত্তর: ইসলাম কায়ম হলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একথা সত্য। তবে ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি নয়। সালাম শব্দের অর্থ শান্তি। ইসলাম অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। অনেক মুসলিমগণ অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম অর্থ শান্তি করে থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা

^{২৭} সূরা বাকারা ২:১৩১।

জিহাদ এবং বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শাস্তি করে থাকে। অথচ ‘হানসভে’ নামে একজন খ্রিষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধান: A Dictionary of Modern Written Arabic তে ইসলামের অর্থ করেছে- Submission, resignation to the will of God. অর্থাৎ ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে নিজের বশ্যতা স্বীকার করা ও আত্মসমর্পণ করা।

প্রশ্ন: যারা ইসলাম পালন করে তাদেরকে কি বলা হয়?

উত্তর: যারা ইসলাম পালন করে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

مِلَّةَ بَرِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ: “এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।”^{২৮}

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُوَ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام: ১৬৩, ১৬২]

অর্থ: “বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।”^{২৯}

প্রশ্ন: মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামের সকল বিধান মানা কি জরুরী?

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই, কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة: ২০৮]

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”^{৩০}

^{২৮} সূরা হজ্জ ২২:৭৮।

^{২৯} সূরা আনআম ৬:১৬২-১৬৩।

^{৩০} সূরা বাক্বারা ২:২০৮।

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) এর ঘোষণা হলো, ইসলাম গ্রহণ করতে হলে পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন: যারা ইসলামের কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ মানে না তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা কি?

উত্তর: ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ করে অন্য কিছু অংশ ত্যাগ করলে ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة: ৮৫]

অর্থ: “তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।”^{৩১}

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) বলছেন, আমার আনুগত্য করতে হলে সব ক্ষেত্রেই আমাকে ‘মনিব’ হিসেবে মেনে নিতে হবে। যেখানেই তোমরা ইসলামকে বাদ দিবে সেখানেই তোমরা শয়তানের অনুসারী হবে।

এজন্যই কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে মানে কিন্তু রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মনিরপেক্ষ হয় বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী হয় তাহলে সে ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি। বরং সে কুরআনের পরিভাষায় ‘মুজাবজাব’ বা ‘দোদুল্যমান ব্যক্তি’ বলে গণ্য হবে। যেটা মুমিনদের স্বভাব নয় বরং মুনাফিকদের চরিত্র। ইরশাদ হচ্ছে:

مُتَّبِعِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ لَهُ سَبِيلًا

^{৩১} সূরা বাক্বারা ২:৮৫।

অর্থ: “তারা এই (দ্বীনের) ব্যাপারে দোদুল্যমান, না এদের (মুমিনদের) দিকে আর না ওদের (কাফিরদের) দিকে। আর আলগাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না।”^{৩২}

এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আলগাহ (সুব:) আরও বলেছেন:

يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِرَبِّ غَضٍّ وَنُكْفِرُ بِرَبِّ غَضٍّ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ وَلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَوَّاغُنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থ: “তারা বলে ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তাড়াই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।”^{৩৩}

এটা একটা সাধারণ বিষয় যে, আপনার বাড়িতে যদি কোন মেহমান এসে দরজার ভিতরে অর্ধেক প্রবেশ করে আর অর্ধেক বাহিরে থাকে। তাহলে আপনি তাকে কী বলবেন? আপনি বলবেন, হয়তো ঘরের ভিতরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করুন, নতুবা সম্পূর্ণ বাহিরে থাকুন। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেও পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামকে মানবে। আর জীবনের বিশাল অংশে মানব রচিত আইন মেনে চলবে তা হতে পারে না। আমাদের দেশের মানুষ শতকরা ৯০% মুসলিম দাবী করলেও এখানে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয় না। বরং দ্বীনে বাতিল যতটুকু অনুমতি দেয় এদেশে দ্বীনে হকের ততটুকু কোনরকম চালু আছে। আর ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

প্রশ্ন: ‘ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা’ এর প্রমাণ কি?

উত্তর: পবিত্র কুরআনে আলগাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

^{৩২} সূরা নিসা ৪:১৪৩।

^{৩৩} সূরা নিসা ৪:১৫০, ১৫১।

অর্থ: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআ’মত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।”^{৩৪}

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেটাকে আলগাহ সুব. মানুষের জন্য নিয়ামত স্বরূপ নাজীল করেছেন।

প্রশ্ন: ইসলাম ছাড়া অন্যকোন ধর্ম অনুসরণ করলে পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে কি?

উত্তর: না! মোটেই না!! আলগাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমরা আলগাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর খরবদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না।”^{৩৫}

এ আয়াতে আলগাহ (সুব:) ইসলাম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে বলেছেন। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দ্বীন আলগাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আলগাহ সুব. ইরশাদ করেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: “নিশ্চয় আলগাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।”^{৩৬}

এ আয়াতে আলগাহ (সুব:) জানিয়ে দিলেন যে, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যা আলগাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এর পরে অন্য আয়াতে আলগাহ সুব. জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্যকোন ধর্ম পালন করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ بِيْنْدَلًا لَّنْ يَقْبَلْ مِنْهُ

অর্থ: “কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।”^{৩৭}

^{৩৪} সূরা মায়িদা ৫:৩।

^{৩৫} সূরা আল ইমরান ৩:১০২।

^{৩৬} আল ইমরান ৩:১৯।

^{৩৭} আল ইমরান ৩:৮৫।

এছাড়া আলগ্‌তাহ (সুব:) অন্য আয়াতে মানব জাতিকে তিরস্কার করে বলেছেন:

أَفَغَيْرَ بَيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ [আল عمران: ৮৩]

অর্থ: “তারা (মানুষেরা) কি আলগ্‌তাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারা সকলেই এক আলগ্‌তাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে গেছে।”^{৩৬}

সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যু না হলে কেউ পরকালে মুক্তি পাবে না। মৃত্যুর পরে আখেরাতের প্রথম ঘাটি হলো কবর আর কবরে রাখার পরেই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তখন যদি আমার দ্বীন ইসলাম একথা ছাড়া অন্য কোন উত্তর দেয় তাহলে মালায়েকরা মুণ্ডরপেটা শুরূ করবে তখন কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

প্রশ্ন: অনেক অমুসলিমরাও অনেক ভাল কাজ করে সেজন্য তারা পরকালে নাজাত পাবে কি?

(বর্তমানে কিছু আধুনিক শিক্ষিত এবং তথাকথিত পীরদেরকে বলতে শুনা যায় যে, “পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরী নয়” যেমন ‘আলগ্‌তাহ কোন পথে?’ নামক বইয়ের ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬ এবং ‘মাইজভান্সীরী জীবনী ও কেরামত’ নামক বইয়ের পঞ্চদশ প্রকাশ : জুলাই -২০০২, পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫২ তে বলা হয়েছে “পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আবশ্যিকতা আছে বলে মনে করি না। বরং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে।” এ কথা কতটুকু সত্য?)

উত্তর: না! মোটেই না!! ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তির কোন উপায় নাই। কেননা আলগ্‌তাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

^{৩৬} আল ইমরান ৩:৮৩।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ قِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَقَاهُ جَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ • أَوْ
كَظُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَأَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ

অর্থঃ “যারা কাফের, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সমতুল্য, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। কিন্তু সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আলগ্‌তাহকে, অতঃপর আলগ্‌তাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আলগ্‌তাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অথবা (তাদের আমলসমূহ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আলগ্‌তাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।”^{৩৭}

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল মরীচিকা এবং সাগরের অন্ধকার মানুষের যেমন কোন উপকারে আসে না। তেমনি কাফেরদের আমলও তাদের কোন উপকারে আসবে না।

ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না এর জ্বলন্ত প্রমাণ আবু তালেব। আলগ্‌তাহর রাসূল সালগ্‌তালগ্‌তাহ আলাইহি ওয়া সালগ্‌তাম এর আপন চাচা। আলী (রা:) এর আব্বাজান। যিনি সারা জীবন রাসূল সালগ্‌তালগ্‌তাহ আলাইহি ওয়া সালগ্‌তাম কে ভাতিজা হিসাবে দেখা-শুনা করেছেন, সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। এমনকি তিন বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করার কারণে জাহান্নামী হলেন। আলগ্‌তাহর রাসূল সালগ্‌তালগ্‌তাহ আলাইহি ওয়া সালগ্‌তাম মৃত্যুর পরেও তার জন্য দোয়া করতেন যার ফলে আলগ্‌তাহ তা’আলা আয়াত নাযিল করে দিলেন:

مَا كَانَ لِنَبِيٍِّّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي
قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

^{৩৭} সূরা আন-নূর ২৪:৩৯-৪০।

অর্থঃ “নবী ও মুমিনের উচিত নয় যে তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করবে, যদিও তারা তাদের আল্লাহী হোক না কেন। একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা নিশ্চিত জাহান্নামী।”^{৪০}

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তার সারা জীবনে সত্য কাজ গুলো ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত কোন বিকল্প নেই এ বিষয়টি হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ صَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتَابِ فَقَرَأَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ، فَقَالَ: "أَمْتَهُوْكَونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جُنْتُكُمْ بِهَا بِبِضَاعٍ قَبِيَّةٍ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يُنَبِّئَ عَنِّي.

অর্থঃ “জাবের (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ওমর (রাযি:) আহলে কিতাবদের কিতাবের কিছু অংশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলেন এবং তা পাঠ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হলেন। বললেন, হে ওমর! তোমরা কি (ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের মতো বিভ্রান্তির মধ্যে আছ? ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, নিশ্চয়ই আমি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার একটি দীন নিয়ে এসেছি। ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, যদি মুসা (আ:) জীবিত থাকতেন তাহলে তারও আমার অনুসরণ করা ব্যতীত কোন উপায় থাকতো না।”^{৪১}

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

^{৪০} তাওবা ৯:১১৩।

^{৪১} মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৭২; মুসনাদে আহমদ ১৫১৯৫; ইমাম আলবানী রা. তার কিতাব ‘ইরওয়াউল গালীল’ নামক কিতাবে লিখেন এই হাদীসটি যদিও দুর্বল কিন্তু এর অনেক সমার্থবোধক হাদীস থাকার কারণে এটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَةِ. فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تَكِلْتُكَ النَّوَكِلَ أَمَا تَرَى مَا يَرَى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ فِي نَظَرِ عُمَرَ لِي وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ رَضِيَ اللَّهُ رَبِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رِجَاءً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّيْدٌ يَدِيهِ لَوْ يَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبِعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَّيْتُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَذْرَكَ نَبُوءَتِي لَا تَبْعَنِي.

অর্থঃ “জাবের (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি:) রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাওরাত লিখিত একখন্ড কাগজ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। ওমর রা. তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল।”^{৪২}

আবু বকর (রাযি:) বললেনঃ হে ওমর! তুমি যদি মরে যেতে!, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছেনা? ওমর (রাযি:) রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতঃপরঃ রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আ:) কে পেতে অতঃপরঃ তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক পথ বা দীন থেকে দূরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আ:) ও জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমারই অনুসরণ করতো।”^{৪৩}

^{৪২} দারামী ৪৬৫।

^{৪৩} সুনানে দারমী ৪৪৩; মেশকাভুল মাছাবীহ ১৯৪; হাদীসটি হাসান পর্যায়ে।

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই।

প্রশ্ন: সকল নবী-রাসূলদের দ্বীন ছিল ইসলাম এবং তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম তার প্রমাণ কি?

উত্তর: পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলোই তার স্পষ্ট প্রমাণ। আলগ্‌তাহ (সুব:) বলেন:

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ • أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ يَا أَبَانَاكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهِهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: ১৩৩, ১৩৬]

অর্থ: “আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (যে) ‘হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয় আলগ্‌তাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। নাকি তোমরা সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, ‘আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে?’ তারা বলল, ‘আমরা ইবাদাত করব আপনার ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত।”^{৪৪}

ঈসা (আ:) ও তাঁর হাওয়ারীগণ (খাস সাগরেদগণ) মুসলিম ছিলেন।

পবিত্র কুরআনে আলগ্‌তাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاسْتَشْهَدْنَا نَحْنُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونُ [آل عمران: ৫২]

অর্থ: “অতঃপর যখন ঈসা তাদের (লোকদের) পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, ‘কে আলগ্‌তাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারীগণ (খাস সাখীগণ) বলল, ‘আমরা আলগ্‌তাহর সাহায্যকারী। আমরা আলগ্‌তাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।”^{৪৫}

^{৪৪} সূরা বাকারা ২:১৩২-১৩৩।

^{৪৫} সূরা আল ইমরান ৩:৫২।

এ আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল যে, পূর্বের যুগের নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ সকলেই মুসলিম ছিলেন। ইয়াহুদী-নাসারা বা খৃষ্টান এসব নামে কোন ধর্ম ছিল না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [آل عمران: ৬৭]

অর্থ: “ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”^{৪৬}

প্রশ্ন: ইসলামের মূল ভিত্তি কি?

উত্তর: ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ। অর্থাৎ এক আলগ্‌তাহর সার্বভৌমত্ব, এক আলগ্‌তাহর বিধান মেনে নেওয়া। আলগ্‌তাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে, গুনাবলীর ক্ষেত্রে কাউকে আলগ্‌তাহর শরীক না বানানো। তাওহীদই ছিল সকল নবীর দাওয়াতের মূল ভিত্তি। তারা সকলেই তাদের উম্মতদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: “আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।”^{৪৭}

তাদের মধ্য থেকে নয়জনের ভাষণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নুহ (আঃ) এর ভাষণ:

لَقَدْ أَنَا نُوْحًا لِّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الأعراف: ৫৯]

অর্থ: “নিশ্চয় আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আলগ্‌তাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তি আশঙ্কা করি।”^{৪৮}

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

^{৪৬} সূরা আল ইমরান ৩:৬৭।

^{৪৭} সূরা আখিয়া ২১:২৫।

^{৪৮} সূরা আ'রাফ ৭:৫৯।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ تَالْتَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

অর্থ: “তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।”^{৪৯}

হুদ (আঃ) এর ভাষণ:

وَأِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: “আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আলংঘ্য হওয়ার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই।”^{৫০}

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ تَالْتَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَتَالِظُوكَ مِنَ الْكَافِرِينَ

অর্থ: “তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।”^{৫১}

সালেহ (আঃ) এর ভাষণ:

وَأِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُوهَا تَكُنْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الأعراف: ৭৩]

অর্থ: “সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আলংঘ্য হওয়ার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আলংঘ্য হওয়ার উষ্টী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আলংঘ্য হওয়ার ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎ ভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যশ্জাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।”^{৫২}

জবাবে তার সম্প্রদায় বলল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّهِ الَّذِي آمَنُكُمْ بِهِ كَافِرُونَ

^{৪৯} সূরা আ'রাফ ৭:৬০।

^{৫০} সূরা আ'রাফ ৭:৬৫।

^{৫১} সূরা আ'রাফ, ৭:৬৬।

^{৫২} সূরা আ'রাফ ৭:৭৩।

অর্থ: “দাষ্টিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অবিশ্বাসী।”^{৫৩}

ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাষণ:

وَأَنكَرَ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

অর্থ: “আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী।”^{৫৪}

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ إِلَّا إِلَهَتِي يَالِإِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

অর্থ: “পিতা বলল: যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্জ্জাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।”^{৫৫}

শুয়াইব (আঃ) এর ভাষণ:

وَأِلَىٰ مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا تِلْكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأعراف: ৮৫]

অর্থ: “আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আলংঘ্য হওয়ার এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ো না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।”^{৫৬}

জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ

^{৫৩} সূরা আ'রাফ ৭:৭৬।

^{৫৪} সূরা মারইয়াম ১৯:৪১।

^{৫৫} সূরা মারইয়াম ১৯:৪৬।

^{৫৬} সূরা আ'রাফ ৭:৮৫।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُولُنَّ فِي مَدِينَا قَالَ أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْأَعْرَافِ: ٢٨

অর্থ: “তার সম্প্রদায়ের দাঙ্কিক সর্দাররা বলল: হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল: আমরা অপছন্দ করলেও কি?”^{৫৭}

ইয়াকুব (আঃ) এর ভাষণ:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: ১৩৩]

অর্থ: “তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সম্প্রদায়ের বলল: আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুত্র ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের আল্লাহর এবাদত করব। তিনি একক আল্লাহ।”^{৫৮}

ইউসুফ (আঃ) এর ভাষণ:

يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [يوسف: ৩৯]

অর্থ: “হে কারাগারের সঙ্গীদয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?”^{৫৯}

ঈসা (আঃ) এর ভাষণ:

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ [مريم: ৩৬]

অর্থ: “তিনি (ঈসা আঃ) আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ।”^{৬০}

মুহাম্মদ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম এর ভাষণ:

^{৫৭} সূরা আরাফ ৭:৮৮।

^{৫৮} সূরা বাক্বারা ২:১৩৩।

^{৫৯} সূরা ইউসুফ ১২:৩৯।

^{৬০} সূরা মারইয়াম ১৯:৩৬।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম তিনি ও এ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, বরং মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত শুধু তাওহীদের দাওয়াতই দিয়েছেন। কারণ মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত সালাত, সওম, হজ্জ, যাকাত এর বিধান নাযিল হয়নি। অপর দিকে আলগাহ আছেন, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বৃষ্টিদাতা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, এর পরিচালক এ সকল বিষয়গুলোকে মক্কার কাফেরগণ পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতো, সুতরাং রাসূল সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম এসে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন, তিনি ঘোষণা করলেন:

وَالِلَّهِمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [البقرة: ১৬৩]

অর্থ: “আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করণাময় দয়ালু কেউ নেই।”^{৬১} তিনি আরো বলেন:

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [الأنبياء: ১০৮]

অর্থ: “বলুন: আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের আলগাহ একমাত্র আলগাহ। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে?”^{৬২}

তিনি আরো বলেন:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَنَّوْا لِلَّذِينَ اتَّخَفْتُمْ وَلَهُمْ إِلَهُكُمْ وَهُوَ إِلَهُكُمْ وَاحِدًا يَّايَا فَارُهْيُونَ

অর্থ: “আলগাহ বললেন: তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। ইলাহ তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর।”^{৬৩}

রাসূল সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন বলেই মক্কার কাফেরগণ উত্তর দিয়েছিলো:

أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهُهَا وَاجِدًا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ

অর্থ: “সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।”^{৬৪}

তারা আরো বলল, আমরা কি আমাদের বহু ইলাহ-বহু রব ত্যাগ করে এক আলগাহর উপর ঈমান আনবো? পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

^{৬১} সূরা বাক্বারা ২:১৬৩।

^{৬২} সূরা আখিরা ২১:১০৮।

^{৬৩} সূরা নাহল ১৬:৫১।

^{৬৪} সূরা সাদ ৩৮:৫।

[وَيَقُولُونَ نَحْنُ لَتَارِكُوا إِلَهَهُنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ : الصافات : ৩৬]

অর্থ: “আর তারা বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাহদের ছেড়ে দেব?’”^{৬৫}

কালিমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এর মর্মকথা

প্রশ্ন: তাওহীদের মূল কালিমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এর অর্থ কি?

উত্তর: আমরা জানি ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। এই কালেমাকে স্মীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়াঃ

- আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিক-দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ তা’আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা। এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহই আমাদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে না থাকা। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।

- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে বেশী প্রিয় না জানা এবং তাঁকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুণার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা।
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- নবী, ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, সাধু-স্বজন কে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা। তবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবেন।
- কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা। এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক -তার কোন শরীক নেই।
- কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব বা অবতারণা স্বীকার না করা। যেমন- হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে। পীর, ফকীর ও সুফীগণ নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়ার দাবী করে।

^{৬৫} সূরা আস্ সাফাত ৩৭:৩৬।

- আলগা হ প্রতি মুহুর্তে জীবন্মু, জাখত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা। ছোট বড় সকল কাজই আলগা হর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।
- নিজেকে কোন বন্ডুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা। এমনকি স্ত্রীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আলগা হর নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বন্ডু মনে করা।

মোদ্দা কথা: ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সকলক্ষেত্রে এক আলগা হর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর কমান্ড মেনে নেওয়া ও তা বাস্তবে প্রয়োগ করাই হচ্ছে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এর মর্ম কথা।

প্রশ্ন: তাওহীদের রস্কন কয়টি ও কি কি?

রস্কন (মৌলিক উপাদান) হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রস্কন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। যেহেতু রস্কন কোন জিনিসের আভ্যন্ডুরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রস্কন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রস্কন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আলগা হ সুব. আপনার উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও রস্কন রয়েছে। সালাত যেমন তার রস্কন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রস্কু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না এবং কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের কোনো রস্কন বাদ দেয় তাহলে তার সালাত যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রস্কন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আলগা হর একত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কালেমা ‘লা-ইলাহা ইলগা হ’ তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের দুটি রস্কন (মৌলিক উপাদান) :

তাওহীদের প্রথম রস্কন “কুফর বিত্বা-গুত (**كُفْرٌ بِالطَّاغُوتِ**) বা তাগুতকে অস্বীকার করা”।

আর দ্বিতীয় রস্কন হচ্ছে “ঈমান বিলগা হ (**إِيمَانٌ بِاللَّهِ**) বা এক আলগা হর প্রতি ঈমান আনা”। এর দলীল হচ্ছে, আলগা হ তায়ালার নিম্নোক্ত বানী:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ২৫৬]

অর্থ: “যে ত্বা-গুত (আলগা হ বিরোধী সব কিছুকে) অস্বীকার ও অমান্য করে এবং আলগা হর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক সুদৃঢ় ও মজবুত অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে, যা ভাঙ্গার নয়।”^{৬৬}

উপরোক্ত আয়াতের **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** (তাগুতকে অস্বীকার করা) হচ্ছে প্রথম রোকন, **وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ** (আলগা হর প্রতি ঈমান আনা) হচ্ছে দ্বিতীয় রোকন এবং **الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى** (শক্ত রজ্জু) বলতে কালেমা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলত: তাওহীদের কালেমা।

তা ছাড়া অন্য জায়গায় আলগা হ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا نَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى

অর্থ: “যারা ত্বগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকে এবং আলগা হ অভিমুখী হয় তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ।”^{৬৭}

আলগা হর সব নবীই ত্বগুতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দিয়েছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আলগা হর ইবাদত কর এবং ত্বগুত থেকে দূরে থাক।”^{৬৮}

মোট কথা: কালেমার বা তাওহীদের দুই রোকন। এক: ত্বগুতকে বর্জন করা। দুই: আলগা হকে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন: তাওহীদের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর: তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি। নিচে তার বর্ণনা দেওয়া হলো:

^{৬৬} বাকারা ২:২৫১।

^{৬৭} যুমার ৩৯:১৭।

^{৬৮} নাহল ১৬:৩৬।

প্রথম : العلم আল ইল্ম বা জানা- নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক থেকে তার অর্থ জানা। আলগাছ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد: ১৯]

অর্থ: “তুমি জেনে রাখো, আলগাছ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”^{৬৯}

এটা এ জন্য যে, আলগাছ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার’- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অসুবিধা রায়। এ কারণেই (তাওহীদের) ইলম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূল সালগালালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْظُمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “ওসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূললগাছ সালগালালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম ইরশাদ করেছেন, ‘আলগাছ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।”^{৭০}

এই হাদীসে ‘আলগাছ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ এই কথা জানতে বলা হয়েছে।

আলগামা আবুল মুজাফফর ‘ইফছাহ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন, লা ইলাহা ইলগালালগাছর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই ‘লা ইলাহা ইলগালালগাছ’ (আলগাছ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন: “আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে لَا শব্দের পরে আলগাছ শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়াত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আলগাছর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আলগাছ সুব. ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়াতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেন: এখানে সারকথা হচ্ছে, ‘তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আলগাছর প্রতি

^{৬৯} মুহাম্মদ ৪৭:১৯।

^{৭০} সহীহ মুসলিম ১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৪৯৮।

ঈমান পোষণ করা’ উভয় বিষয়ই যে এ কালেমার অসুবিধাক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া।”^{৭১}

শাইখ আব্দুলগাছ বিন আবদুর রহমান আব্বা বাতিন (র:) বলেন, আলগাছ তাআলা বলেছেন:

هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْشُرُوا بِهِ وَيُعْظُمُوا نَمًا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيُنْكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: “বস্তুতঃ সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।”^{৭২}

উপরোক্ত আয়াতে وَلِيُعْظُمُوا نَمًا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে (যাতে তারা জানে)। কেননা ঈমান কবুল হওয়ার জন্য ঈমানের মূল কথার জ্ঞান থাকা জরুরী বলা বা না বলা তার পরের হিসাব। আলগাছ (সুব:) আরো বলেছেন:

مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْظُمُونَ

অর্থ: “যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে।”^{৭৩}

অর্থাৎ তারা অসুবিধার যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসূল সালগালালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম বলেছেন, “আলগাছ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই” এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে।

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আলগাছকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে “অর্থ সহ লা-ইলাহা-ইলগালালগাছর জ্ঞান অর্জন” আর সবচেয়ে বড় মূর্থতা হচ্ছে “অর্থসহ লা-ইলাহা ইলগালালগাছর জ্ঞান না থাকা”। অতএব অর্থসহ

^{৭১} আদ দার’ সুন্নাহ।

^{৭২} ইবরাহীম ১৪:৫২।

^{৭৩} সুরা যুখরফ ৪৩:৮৬।

কালেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালেমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

শাইখ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (রহ:) বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু) এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাদিক স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না। একারণেই আলগতাহ সুব. মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষর প্রদানকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরনের “তাগিদ” (emphasis) ব্যবহার করেছেন। যেমন আলগতাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

إِنَّا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ [المنافقون: ১০]

অর্থ: “আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলে: আমরা স্বাক্ষর দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আলগতাহর রাসূল। আলগতাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আলগতাহর রাসূল। আর আলগতাহ স্বাক্ষর দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”^{৭৪}

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষরকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে তিনটি (ثَلَاثٌ) (নিশ্চয়ই) (لَا مُشْكُوكَ فِيهِ) (অবশ্যই) এবং (جَمْلَةً) (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছে। আলগতাহ তায়ালাও তাদের স্বাক্ষরকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ (emphasis) দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্দ্রিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলগতাহর স্বাক্ষর দিলো আবার গাইরলগতাহর (আলগতাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ স্বাক্ষরের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। কারণ তার ঈমানের মূল শর্তই পূরণ হয় নি।

^{৭৪} মুনাফিকুন ৬৩:১।

দ্বিতীয়: اليقين “আল ইয়াক্বীন” বা দৃঢ় বিশ্বাস।

তাওহীদ অর্থাৎ আলগতাহর একাত্ববাদ জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলগতাহর অর্থ জানার পর এই কালেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। সাথে সাথে সব ধরনের ইবাদত একমাত্র আলগতাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ ব্যাপারে তার অন্ডরে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আলগতাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا [الحجرات: ১৫]

অর্থ: “প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আলগতাহ ও তার রাসূলের সালগতালগতাহু আলাইহি ওয়া সালগতাম প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি।”^{৭৫}

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا لَخْلَ الْجَنَّةِ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগতাহ সালগতালগতাহু আলাইহি ওয়া সালগতাম ইরশাদ করেছেন: ‘যে বান্দা স্বাক্ষর দেয়, ‘আলগতাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সা:) আলগতাহর রাসূল’ আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ না করা অবস্থায় আলগতাহর সাথে সাক্ষাত করে (মৃত্যু বরণ করে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’”^{৭৬}

তৃতীয়: القبول আল কবুল বা গ্রহণ করা।

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আলগতাহর অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদকে কবুল করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আলগতাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

^{৭৫} হুজুরাত ৪৯:১৫।

^{৭৬} সহীহ মুসলিম ১৪৭।

অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সালগালগাহু আলাইহি ওয়া সালগাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অল্দ্গুরে স্বাক্ষ্য দিবে যে আলগাহু ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ (সঃ) আলগাহুর বান্দা ও রাসূল, আলগাহু তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।”^{৮১}

যে ব্যক্তি এ কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অল্দ্গুরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আলগাহুর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারেনি। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَانِبُونَ [المنافقون: ১]

অর্থ: “আলগাহুও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আলগাহু সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”^{৮২}

এমনি ভাবে আলগাহু তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ يَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ}

[البقرة : ৪]

অর্থ: “আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আলগাহু ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।”^{৮৩}

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান কবুল হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন। অন্তরের সত্যতা ছাড়া কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না।

^{৮১} সহীহ মুসলিম ১৫৭।

^{৮২} মুনাফিকুন ৬৩:১।

^{৮৩} সূরা বাক্বারা ২:৮।

তৃতীয় শর্ত, চতুর্থ শর্ত ও পঞ্চম শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মধ্যে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে আর পঞ্চম শর্ত (সত্যতা) হচ্ছে অন্তরের মধ্যে।

ষষ্ঠ : الاخلاص আল ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।

লা-ইলাহা ইলগালগাহুর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অল্দ্গুর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমার ব্যাপারে মুখলেস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে, বান্দার ইবাদত একমাত্র আলগাহুর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরলগাহুর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত না হওয়া। আলগাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا مَرَوْا بِاللَّهِ يُعْبَدُونَ إِلَّا الْإِلَهِاتُ} [البينة : ১৫]

অর্থ: “তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা ঋটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আলগাহুর ইবাদত করবে।”^{৮৪}

ইখলাসের মধ্যে এটিও অল্দ্গুরুক্ত যে, বান্দা এ কালেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না।

সুতরাং ইখলাসও ঈমান তথা তাওহীদ কবুল হওয়া জন্য একটি শর্ত।

সপ্তম : المحبة আল মুহাব্বাহ বা ভালবাসা।

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইলগালগাহু এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অল্দ্গুর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কালেমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অল্দ্গুর দিয়ে কালেমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কালেমার প্রতি মুহাব্বতকে প্রকাশ করতে হবে।

আলগাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

{مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَتَّخِذُ أَشْدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} [البقرة : ১৬৫]

^{৮৪} সূরা বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫।

অর্থ: “আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা আলগা হ ব্যতীত অন্যন্য ইলাহদের আলগাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিত একমাত্র আলগাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আলগাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আলগাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আলগাহ অত্যাশ্চর্য্য করে।”^{৮৫}

কালেমার এই সাতটি শর্তের ব্যাপারে শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (র:) বলেন: “একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এবং এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কালেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (রহ:) এর উল্লেখকৃত, ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ঈমান ভঙ্গের দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এগুলোই হচ্ছে কালেমার মূল।”^{৮৬}

আলগামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেন: অধিকাংশ লোকই লা-ইলাহা ইলগাহর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কালেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই এই সাতটি বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ সাতটি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফরী ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে সাতটি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অশুদ্ধ ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব একজন মুসলিমের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুখতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে

^{৮৫} সূরা বাক্বারা ২:১৬৫।

^{৮৬} আদ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহীদ।

সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কালেমা উচ্চারণ করবে এবং তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণ করার মানসিকতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহণ করেনি। একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব। কালেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা-ইলাহা ইলগাহর তাৎপর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন: তৃতীয় প্রশ্ন ‘যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল তার পরিচয় কী’ এর মর্মকথা কী?

উত্তর: এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আলগাহর অনেক রাসূল রয়েছে যাদেরকে তিনি তাঁর রিসালাত প্রচার করার জন্য নির্বাচন করেছেন। যারা তাঁদের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত (সঠিক পথ) পাবে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবেনা তারা পথ ভ্রষ্ট হবে। আলগাহ তাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করেছেন। তারা অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, এবং স্বীয় উম্মাতকে কল্যাণের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা আলগাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন।

যা সহ প্রেরিত হয়েছেন তার কোন অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও গোপন না করে স্বজাতির উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) কায়েম করেছেন। আলগাহ যে সকল রাসূলদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন, আর যাদের নাম উল্লেখ করেন নাই তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান আনবো। প্রত্যেক রাসূলই তাঁর পূর্ববর্তী রাসূল আগমনের সুসংবাদ দিতেন, এবং পরবর্তী রাসূল পূর্ববর্তী রাসূলের সত্যায়ন করতেন।

আলগাহ তা‘আলা বলেনঃ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ لَنَا وَمَا أُنْزِلَ لِي إِِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
[البقرة/136]

অর্থঃ “তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আলগ্‌তাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তদীয় বংশ ধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাঁদের পালন কর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।”^{৮৭}

প্রশ্ন: নবুওয়াতের হাকীকাত কি?

উত্তরঃ- নবুওয়াত হলোঃ স্রষ্টা (আলগ্‌তাহ) ও সৃষ্টি জীবের (বান্দার) মাঝে তাঁর শরিয়াত প্রচারের মাধ্যম। আলগ্‌তাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুওয়াতের জন্য মনোনীত করেন এবং নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেন। নবুওয়াত (আলগ্‌তাহ কর্তৃক) প্রদত্ত, কারো অর্জিত নয়। অধিক ইবাদাত বা আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। কোন নাবীর ইচ্ছায় বা তাঁর চাওয়ার মাধ্যমে ও আসেনা। ইহা শুধু মাত্র মহান আলগ্‌তাহর নির্বাচন ও মনোনয়ন। আলগ্‌তাহ তা‘আলা বলেনঃ

الَّذِي صُطِّفَ فِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
[الحج/75]

অর্থ: “আলগ্‌তাহ ফিরিশ্তা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, নিশ্চয় আলগ্‌তাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”^{৮৮}

প্রশ্ন: নাবী-রাসূলদের কেন পাঠানো হয়েছে?

উত্তরঃ- রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) প্রেরণের হিক্মাত বা রহস্য নিম্নরূপঃ

^{৮৭} সূরা আল-বাক্বারা ২:১৩৬।

^{৮৮} সূরা আল-হাজ্জ আয়াত-৭৫।

প্রথমতঃ বান্দাদেরকে বান্দার ইবাদাত করা হতে মুক্ত করে বান্দার প্রতিপালকের (আলগ্‌তাহর) ইবাদাতে নিয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টিজীবের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বীয় প্রতিপালকের (আলগ্‌তাহর) স্বাধীন ইবাদাতের পথ দেখানো। আলগ্‌তাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [الأنبياء/107]

বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।”^{৮৯}

দ্বিতীয়তঃ যে উদ্দেশ্যে আলগ্‌তাহ সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্যের সাথে (মানুষকে) পরিচয় করা। সে উদ্দেশ্য হলো তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস ও ইবাদাত করা। ইহা এক মাত্র রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। আলগ্‌তাহ তা‘আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
[النحل/36]

অর্থ: “আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আলগ্‌তাহর ইবাদাত কর এবং তাগুত (আলগ্‌তাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত) থেকে নিরাপদ থাক।”^{৯০}

তৃতীয়তঃ রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের উপর হুজ্জাত (পক্ষ-বিপক্ষের দলীল) প্রতিষ্ঠিত করা। কেউ যেন আলগ্‌তাহর কাছে এই দাবী করতে না পারে যে, ‘আমি এটা জানতাম না, জানলে আপনার হুকুমের আনুগত্য করতাম’। আলগ্‌তাহ তা‘আলা বলেনঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء/165]

অর্থ: “সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আলগ্‌তাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে, আলগ্‌তাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।”^{৯১}

চতুর্থতঃ কিছু অদৃশ্যের বিষয় বর্ণনা করা, যা মানুষ তাদের জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারে না। যেমন-আলগ্‌তাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুনসমূহ এবং ফিরিশ্তাদের ও শেষ দিবস সম্পর্কে জানা ইত্যাদি।

^{৮৯} সূরা আল-আম্বিয়া ২১:১০৭।

^{৯০} সূরা আন-নহল আয়াত ১৬:৩৬।

^{৯১} সূরা আন-নিসা আয়াত ৪:১৬৫।

পঞ্চমতঃ যাতে তাঁরা (রাসূলরা) অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ হয় কেননা আলগা হত তাঁদেরকে উত্তম চরিত্রে পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁদেরকে সংশয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে মুক্ত রেখেছেন। আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَكَرَّ اللَّهُ كَثِيرًا [الأحزاب/21]

অর্থ: “তোমাদের জন্য রাসূল (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ-রয়েছে।”^{৯২}

ষষ্ঠতঃ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র করণ এবং আত্ম বিনষ্টকারী হতে সতর্ক ও সাবধান করা। আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [الجمعة/2]

অর্থ: “তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিক্মাত।”^{৯৩}

প্রশ্ন: রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) দায়িত্ব সমূহ কি কি?

উত্তরঃ- রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে, তা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

● শরীয়াত প্রচার করাঃ- মানুষকে এক আলগা হত ইবাদাত করতে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদাত হতে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা। আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

الَّذِينَ يَبُلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

অর্থ: “তাঁরা (নাবীগণ) আলগা হত রিসালাত প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আলগা হত ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্য আলগা হত যথেষ্ট।”^{৯৪}

● দ্বীনের অবতীর্ণ বিধান বর্ণনা করাঃ- আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

^{৯২} সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১।

^{৯৩} সূরা আল-জুমু'আহ ৬২:২।

^{৯৪} সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৯।

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ [النحل/44]

অর্থ: “আপনার কাছে আমি উপদেশ ভান্ডার (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যে গুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।”^{৯৫}

● উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন ও অকল্যাণ হতে সতর্ক সাবধান করা, এবং তাদেরকে পুণ্যের সুসংবাদ ও তাদেরকে শাস্তি-প্রদর্শন করা। আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ [النساء/165]

অর্থ: “সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি।”^{৯৬}

● মানুষকে কথায় ও কাজে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শবান করে তুলনা। আলগা হত (সুব:) বলেন:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَكَرَّ اللَّهُ كَثِيرًا} [الأحزاب : ২১]

অর্থ: “অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আলাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আলাহকে অধিক স্মরণ করে।”^{৯৭}

● আলগা হত শরীয়াত বান্দাদের মাঝে প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা। রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) স্বীয় উম্মাতের বিপক্ষে শেষ দিবসে এ স্বাক্ষর দেওয়া যে তাঁরা তাদের নিকট স্পষ্ট ভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন।

প্রশ্ন: রাসূল (সাঃ) এর নবুওয়াতের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে?

উত্তরঃ- তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা-ঈমানের মূলনীতি সমূহের একটি অন্যতম মূলনীতি। এর উপর ঈমান আনা ছাড়া কারোও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। আলগা হত তা'আলা বলেনঃ

^{৯৫} সূরা আন-নাহাল ১৬:৪৪।

^{৯৬} সূরা আন-নিসা ৪:১৬৫।

^{৯৭} সূরা আহযাব ৩৩:২১।

وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا عُتْدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا [الفتح/13]
অর্থঃ “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেসব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।”^{৯৮}

নিম্নে বর্ণিত বিষয়ের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) এর প্রতি ঈমান আনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমতঃ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) এর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ইব্রাহীম আল-খালীল এর বংশধর, তাঁর ও আমাদের নাবীর উপর সর্ব উত্তম দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক। তাঁর তেষ্টি বছর বয়স হয়েছিল। নবুয়াতের পূর্বে চলিগশ বৎসর, নাবী ও রাসূল হওয়ার পরে তেইশ বৎসর।

দ্বিতীয়তঃ নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা, যে বিষয় তিনি আদেশ করেছেন, তার অনুসরণ করা। যে বিষয় হতে তিনি নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা হতে বিরত থাকা। তিনি যে বিধান দান করেছেন সে অনুযায়ী আলগাহর ইবাদাত করা।

তৃতীয়তঃ তিনি জ্বিন ইনসান সকলের নিকট প্রেরিত আলগাহর রাসূল এ কথার বিশ্বাস রাখা। সবাইকে তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) অনুসরণ করতে হবে। আলগাহ তা’আলা বলেনঃ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف/158]

অর্থঃ “আপনি বলুন হে মানব সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আলগাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।”^{৯৯}

চতুর্থতঃ তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নাবী। তিনি আলগাহর খালীল ও আদম সল্লুনের সর্দার বা নেতা। তিনি মহান শাফায়াতের মালিক, এবং জান্নাতে সুউচ্চ ‘অয়াসীলা’ নামক স্থান তাঁরই জন্য। তিনি হাউজে কাউসারের মালিক। তাঁর উম্মাত সর্বশ্রেষ্ঠ বা উত্তম।

^{৯৮} সূরা আল-ফাতহা ৪৮:১৩।

^{৯৯} সূরা আল-আ’রাফ ৭:১৫৮।

অধিকাংশ জান্নাতবাসী হবে তাঁরই উম্মত এবং তাঁর রিসালাত পূর্ববর্তী সকল রিসালাতের রহিত কারী।

পঞ্চমতঃ আলগাহ তাঁকে মহান মু’জিয়াহ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। তা হল মহাথব্ব আল-কুরআন আলগাহর বাণী যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে সংরক্ষীত। আলগাহ (সুব:) ইরশাদ করেন;

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكُتُوبَ إِنَّا لَنَحْفَظُهَا [الحجر: 9]

অর্থ:- “নিশ্চয় আমি কুরআন^{১০০} নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।”^{১০১} তিনি আরো বলেন:

إِنَّا تَبَيَّنَّا الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [فصلت: ৪২]

অর্থ: “বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।”^{১০২}

ষষ্ঠতঃ নিশ্চয় রাসূল (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) রিসালাত প্রচার করেছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। সকল প্রকার কল্যাণের সন্ধান দিয়েছেন, ও তার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। সকল প্রকার অকল্যাণ হতে তাঁর উম্মাতকে নিষেধ করেছেন। ও তা হতে তাদেরকে সাবধান করেছেন। জিহাদ করেছেন, জিহাদে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সপ্তমতঃ তাঁকে (নাবী সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) ভালবাসা, ও তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জানের ও সকল সৃষ্টিজীবের ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া। তাঁকে সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, ইহতেরাম করা, ও তাঁর আনুগত্য করা। নিশ্চয় ইহা সে হক বা অধিকার যা আলগাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নাবী (সা:) এর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তাঁর ভালবাসা প্রকৃত পক্ষে আলগাহর ভালবাসা, এবং তাঁর আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আলগাহর আনুগত্য। নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) বলেনঃ

^{১০০} الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন।

^{১০১} সূরা আল হিজর ১৫:৯।

^{১০২} সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১:৪২।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ
وَوَلَدِهِ

অর্থ: “তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত মু‘মিন হতে পারেনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট তাদের ছেলে সন্তান, পিতামাতা, ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম না হবো।”^{১০৩}

অষ্টমতঃ নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ ও সালাম বেশী বেশী পাঠ করা। কারণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নাম উল্লেখ্য হওয়ার পরও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করেনা। আলগাছ তা‘আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب/56]

অর্থ: “নিশ্চয় আলাহ (উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে) নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দো‘আ করে”^{১০৪}। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর উপর দরুদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।”^{১০৫}

নবমতঃ নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকল নাবী (আলাইহিমুস সালাম) তাঁদের রবের নিকট জীবিত। তবে তাঁদের কবরের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মত নয়। তা এমন জীবন যার বিবরণ সম্পর্কে আমরা জানিনা, সে জীবন তাঁদের হতে মৃত্যুর নামও দূর করেনা।

দশমতঃ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে উচু আওয়াজ না করা, অনুরূপ তাঁর কবরে তাঁর উপর সালাম দেওয়ার সময় উচু আওয়াজ না করা নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহতেরামের অন্ডুর্ভুক্ত। দাফনের পর তাঁকে (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মান করা,

^{১০৩} বুখারী ১৩, ১৫ ও মুসলিম।

^{১০৪} ইমাম বুখারী আবুল ‘আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, ‘রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আলাহর সালাত’ বলতে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাদের কাছে নবীর প্রশংসা এবং ফেরেশতাদের সালাত হলো দো‘আ। আর ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সওরী থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে আলাহর সালাত বলতে রহমত এবং ফেরেশতাদের সালাত বলতে ইশ্তেফাফার বুঝানো হয়েছে (তাফসীর ইবন কাসীর)।

^{১০৫} সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৬।

তাঁর জীবিত অবস্থায় সম্মান করার ন্যায়। অতঃপর তাঁকে আমরা সম্মান করবো যে ভাবে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন।

আলগাছ তা‘আলা ইরশাদ করেন;

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ }
[الحجرات: 2]

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।”^{১০৬}

একাদশতমঃ তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে, পরিবার-পরিজনকে ও স্ত্রীদেরকে ভালবাসা ও তাঁদের সকলের সাথে বন্ধুত্ব রাখা। তাঁদের মর্যাদাহানী হতে বা তাঁদেরকে গালী দেওয়া হতে ও তাঁদের চরিত্রে কোন প্রকার আঘাত হানা হতে সাবধান থাকা। কারণ আলগাছ তাঁদের প্রতি রাজি হয়েছেন, ও তাঁদেরকে তাঁর নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহচর হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছেন। এই উম্মাতের উপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

দ্বাদশতমঃ তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা হতে বিরত থাকা। কারণ অতিরঞ্জিত করা তাঁকে (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড় কষ্ট দেওয়ার অন্ডুর্ভুক্ত। নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمُبَيَّرِ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ
مَرْيَمَ إِنَّمَا نَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

অর্থ: “তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করনা যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করেছিল।”^{১০৭}

^{১০৬} সূরা হুজুরাত ৪৯:২।

^{১০৭} সহীহ বুখারী ৩৪৪৫।

রাসূল (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) এর সম্মানের ব্যাপারে বেশী-কমে সীমালংঘন না করা ওয়াজিব। তাই তাঁকে উলুহীয়াতের (মা'বুদের) গুনে গুনাশিত করা যাবেনা। তাঁর মর্যাদা সম্মান ও ভালবাসার অধিকার কমানোও যাবেনা, যার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তার শরীয়াতের অনুসরণ করা, তার নীতির উপর চলা ও তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) অনুকরণ করা।

ত্রয়োদশতমঃ নাবী (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) এর প্রতি ঈমান আনা পূর্ণাঙ্গ হবে তাঁকে সত্যায়িত ও তিনি যে শরীয়াত নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করার মাধ্যমে, এটা তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) আনুগত্য করার অর্থ। তাঁর আনুগত্য বন্দুত আলগাহরই আনুগত্য, আর তাঁর (সালগালগাছ আলাইহি ওয়াসালগাম) নাফারমানী বন্দুত আলগাহরই নাফারমানী। আর তাঁকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনা হয়ে থাকে। আলগাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {آل عمران : ৩১}

অর্থ: “বল, ‘যদি তোমরা আলগাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আলগাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আলগাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।”^{১০৮}

প্রশ্ন: এমন কি আমল আছে যা মৃত্যুর পরও চালু থাকে?

উত্তর: এরকম তিন প্রকার আমল রয়েছে যা মৃত্যুর পরও জারী থাকে।

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ نُقِطَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

অর্থ: “আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুলগাহ (সা:) বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন প্রকার আমল ব্যতীত। তা মৃত্যুর পরও চালু থাকে। (এক) সদকায়ে

জারিয়া। (দুই) এমন কোন ইলম রেখে যাওয়া যার দ্বারা উপকার হয়। (তিন) এমন কোন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দুআ করবে।”^{১০৯} অপর হাদীসে আরও বলা হয়েছে

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه . ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته . يلحقه من بعد موت

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগাহ (সা:) বলেছেন, ‘মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে যেসকল আমল ও নেক কাজ তার আমলনামায় যুক্ত হয় তা হলো, কোন ইলম শিক্ষা দেওয়া, ইলম প্রকাশ ও প্রচার করা, নেক সন্তান রেখে যাওয়া, মুসহাফ বা কুরআনের মালিক বানিয়ে যাওয়া, মসজিদ তৈরী করা, মুসাফিরখানা তৈরী করা, পানীয় পানির ব্যবস্থা করা, জীবিত ও সুস্থ-সবল অবস্থায় নিজের মাল থেকে দান-সাদাকা করে যাওয়া। এ সবকিছু মৃত ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হয়।’”^{১১০}

ছাদক্বার মধ্যে ঐ ছাদাকা উত্তম যা স্থায়ী নেকী দান করে। যেমন:

(ক) মসজিদ, ইয়াতীমখানা, মাদরাসা ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি।

(খ) ঐ ইলম উত্তম যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্যে উচ্চতর গবেষণা খাতে সহযোগিতা প্রদান, প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা।

(গ) বই ছাপানো ও বিতরণ এবং

(ঘ) অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা ইত্যাদি।

(ঙ) অত:পর নেককার সন্তানের সকল নেক আমলের সওয়াব তার পিতা-মাতা পাবেন, যদি তারা কাফের-মুশরিক না হয়ে থাকেন।

^{১০৯} সহীহ মুসলিম ৪৩১০, ‘মৃত্যুর পর যেই সমস্ত নেকী মানুষের নিকট পৌছবে’ অধ্যায়।

^{১১০} ইবনে মাজাহ ২৪২, বায়হাকী ঈমান অধ্যায়।

(চ) মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হল তার মাগফেরাতের জন্য দোআ করা, তার জন্য ছাদাকা করা ও তার পক্ষ হতে হজ্জ করা। তবে এজন্য উত্তরাধিকারীকে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে।”^{১১১}

নেক সন্তান যদি রেখে যাওয়া যায় তাহলে তারা তাদের পিতা-মাতার জন্য এসব নেক আমল করবে এবং দোআ করবে:

{ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } [الإسراء : 24]

অর্থ: “ তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। ”^{১১২}

পক্ষান্তরে সন্তান যদি নেক ও সৎ না হয়ে বদ ও অসৎ হয় তাহলে সে দুনিয়াতেও পিতা-মাতার জন্য অমঙ্গল হয় এবং মৃত্যুর পরেও আলগতাহর কাছে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [فصلت : 29]

অর্থ: “আর কাফিররা বলবে, ‘হে আমাদের রব, জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ”^{১১৩}

প্রতিটি পিতা-মাতা চিন্তা করে তার মৃত্যুর পরে সন্তান কি খাবে? এ জন্য সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিজে সারা জীবন কষ্ট করে। হালাল-হারাম বাছাই না করে পয়সা উপার্জন করে। সন্তানকেও পার্থিব জীবনে উন্নতি করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই শিক্ষা দেয়। কিন্তু এটা চিন্তা করে না যে, সন্তানের মৃত্যুর পরে কি হবে? সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে? পিতা-মাতার জন্য মুজির কারণ হবে না ধ্বংসের কারণ হবে। তাই প্রতিটি পিতা-মাতার চিন্তা করা উচিত সে তার সন্তানকে নেক সন্তান হিসাবে তৈরী করেছে নাকি বদ সন্তান হিসাবে?

^{১১১} ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৮।

^{১১২} সূরা বনী ইসরাইল ১৭:২৪।

^{১১৩} সূরা ফুসসিলাত ৪১:২৯।

হাদীসে সাদাকায়ে জারিয়া মূলক বিভিন্ন কাজের কথা বলা হয়েছে। এর বাইরে অনেক সাদাকায়ে জারিয়া মূলক কাজ রয়েছে যা মানুষের মৃত্যুর পরে আমলনামায় জারি থাকবে। যেমন গাছ লাগানোকেও সাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম রয়েছে “বৃক্ষ রোপন অধ্যায়”। সেখানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

{ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَرَسَ عَرْسًا أَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ }

অর্থ: “আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুলগতাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটি বৃক্ষের চারা রোপন করলো (অতঃপর তা গাছ হলো) এবং তার থেকে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী খেল বা উপকৃত হলো এটা তার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। ”^{১১৪}

তাই আসুন! মৃত্যুর আগেই এসকল কাজের মাধ্যমে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখি। আর সবসময় চিন্তা করি আমরা আখেরাতের জন্য কতটুকু পাথেয় সংগ্রহ করেছি। এ বিষয়ে চিন্তা করার জন্য স্বয়ং আলগতাহ (সুব:) নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [الحشر : 18]

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আলগতাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আলগতাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আলগতাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। ”^{১১৫}

প্রশ্ন: এমন কোন গুনাহ আছে কি যা মানুষের মৃত্যুর পরও চালু থাকে?

উত্তর: হা! অবশ্যই সাদাকায়ে জারিয়া যেভাবে মৃত্যুর পরও চালু থাকে ঠিক তেমনিভাবে গুনাহে জারিয়াও মৃত্যুর পর চালু থাকে। যেমন: অসৎ সন্তান

^{১১৪} সহীহ বুখারী ৬০১২; ‘মানুষ এবং পশুপাখির উপর দয়া করা’ অধ্যায়।

^{১১৫} সূরা হাশর ৫৯:১৮।

রেখে যাওয়া। সিনেমা হল তৈরী করা। বেশ্যাপাড়া বা পতিতা পলন্টা প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া। অসিয়্যাতের মাধ্যমে কাউকে ক্ষত্রিগ্ৰস্থ করা। যেমন: মেয়েদের অধিকার নষ্ট করে ছেলেদেরকে সকল সম্পত্তি অসিয়্যাত করে যাওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

রোগীর করণীয় ما يجب علي المريض

প্রশ্ন: মৃত্যু পথের যাত্রী রোগী ব্যক্তির কি করা উচিত?

উত্তর: (১) যে ব্যক্তি জীবনের আশা ত্যাগ করে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গেছে বেঁচে থাকার আর কোন আশা করা যায় না, তার উচিত আল্‌তাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। আল্‌তাহর তরফ থেকে লেখা তাকুদীরের উপর ঈমান রাখা। আল্‌তাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা। এটাই তার জন্য উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেন:

عَجَبًا لِمَرِّ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمَرَهُ كَلَاهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ تَاكُلًا حَدًّا لِأَلِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا ۝

অর্থ: “মুমিনের অবস্থাটা আশ্চর্যজনক তার সকল কাজই ভাল, এটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো বেলায় দেখা যায় না। তার যদি খুশির মূহুর্ত আসে তবে সে আল্‌তাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে এটা তার জন্য মঙ্গল। আর যদি কোন বিপদ আসে তাহলে সবার করে এটাও তার জন্য মঙ্গল”।

তিনি আরও বলেন:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ

অর্থ: “কোন ব্যক্তি যেন আল্‌তাহর ব্যপারে সুধারণা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে”।^{১১৬}

(২) মৃত্যুর সময় একদিকে আল্‌তাহর রহমতের আশা করা, অপরদিকে নিজের গোনাহের কারণে শাস্তির ভয় করা, উভয়টাই থাকা উচিত। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

وعن أنس قال : دخل النبي على شاب وهو في الموت فقال : كيف تجدك ؟ " قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول

^{১১৬} মুসলিম ৭৪১০, বাইহাকী ৬৮০৬, আহমদ ১৪১২৫, ১৪৫৩২।

الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف

অর্থ: “আনাস (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন যুবকের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (সা:) তার কাছে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্‌তাহর কসম, আমি আল্‌তাহর রহমতের আশা করি এবং আমার গোনাহ সমূহের ব্যপারে ভয় করি। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন; এরকম সময়ে যার মধ্যে এই দুইটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে অবশ্যই আল্‌তাহর (সুব:) তাকে সে যা আশা করে তা দান করবেন আর যা থেকে ভয় পায় তার থেকে নিরাপত্তা দিবেন”।^{১১৭}

(৩) যতই কষ্ট হোক মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِلَّا مَا مُحْسِنًا لِدَعْوَةِ يَزِيدُ وَإِلَّا مَا مُسِيئًا لِدَعْوَةِ يَسْتَعْتِبُ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন; কোন ব্যক্তি যেন কখনো মৃত্যু কামনা না করে। কেননা যদি সে সৎ লোক হয় তাহলে হয়ত তার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে। আর যদি অসৎ লোক হয় তাহলে হয়ত সে তওবা করবে”।^{১১৮}

অপর হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَدَّبَّرْتُ صَلَاتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرٍّ صَابَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَعَلَا فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যত বড় বিপদই আসুক না কেন কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি একান্তই করতে হয় তাহলে যেন এভাবে বলে, ‘হে আল্‌তাহর! তুমি আমাকে ততদিন পর্যন্ত জীবিত রাখ যতদিন পর্যন্ত জীবিত

^{১১৭} তিরমিযী ৯৮৩, হাসান সনদে বর্ণিত।

^{১১৮} সহীহ বুখারী ৭২৩৫।

থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যখন আমার জন্য বেঁচে থাকা অমঙ্গলজনক হবে তখন যেন আমার মৃত্যু হয়”।^{১১৯}

(৪) মানুষের দেনা পাওনা পরিশোধ করা। সম্ভব না হলে ওয়ারীশদেরকে এ ব্যাপারে অসিয়ত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَقْبَلُ فِيهِ بِنَارٍ وَلَا يَرْهَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি তার অপর কোন ভাইয়ের মান সম্মান অথবা মালের উপর যুলুম করেছে সে যেন অবশ্যই তা কিয়ামতের আগেই পরিশোধ করে দেয়। কেননা সেদিন কোন টাকা-পয়সা, দিনার-দেবহাম গ্রহণ করা হবে না। বরং তার যদি কোন নেক আমল থাকে সেগুলো তার পাওনাদার কে দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কোন নেক আমল না থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তির গুনাহ গুলো তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে”।^{১২০}

হাদীসে আরোও বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُقْسُ قَالَوا الْمُقْسُ فِينَا مَنْ لَا يَرْهَمُ لَهُ وَلَا مَتَاعٌ فَقَالَ إِنْ الْمُقْسُ مِنْ أَتَمَّتْ بِأَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ بِأَتَى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَتَفَ هَذَا وَكَلَّ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا يُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ إِنْ فَرِيتَ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خُطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা কি জান সবচেয়ে দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্রতো ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির দিনার-দেবহাম, টাকা-পয়সা নাই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে অনেক সালাত, সাওম, যাকাত

^{১১৯} সহীহ বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, সহীহ মুসলিম ৬৯৯০।

^{১২০} বায়হাকী ৬৭৪৮, ১১৭৮০।

ইত্যাদি নিয়ে উঠবে অথচ সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের মাল অন্যায়ভাবে খেয়েছে, অমুককে খুন করেছে, অমুককে প্রহার করেছে, অতঃপর ঐ ব্যক্তির নেক আমল থেকে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এভাবে যদি তার অন্যের হকু আদায় করা শেষ হবার পূর্বেই তার নেক আমলগুলো সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে ওদের গুনাহগুলো চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে”।^{১২১}

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরোও বলেন:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ وَلَكِنَّهَا حَسَنَاتٌ وَالسَّيِّئَاتُ

অর্থ: “যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেল (সে মরুক) ওখানে কোন দিনার-দেবহাম, টাকা-পয়সা থাকবে না। ওখানে থাকবে নেক আমল আর বদ আমল”।^{১২২}

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَخَذَ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عَلَيَّ دَيْنٌ فَأَقِضْ وَاسْتَوْصِرْ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا صَبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ

অর্থ: “জাবের (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হল তখন আমাকে আমার পিতা রাতের বেলায় ডাকলেন আর বললেন, ‘আগামী দিন যুদ্ধের ময়দানে আমি আমাকে সকল সাহাবাদের আগেই শহীদ বলে মনে করি। আর আমি আমার মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (সা:) ছাড়া অন্য কাউকে আমার নিকট তোমার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান রেখে যাচ্ছি না। সুতরাং তুমি যেনে রাখ যে, আমার কিছু ঋণ আছে। ঐ গুলো তুমি পরিশোধ করে দিবে। আর তোমার বোনদের সাথে সদাচারণ

^{১২১} সহীহ মুসলিম ৬৭৪৪।

^{১২২} মুসতাদরাকে হাকেম ২২২২ সনদ সহীহ।

করবে।’ এরপর সকাল বেলা যুদ্ধ হল এবং তিনিই ছিলেন প্রথম শহীদ”।^{১২৩}

(৫) এ জাতীয় অসিয়ত গুলো খুব দ্রুতই করা উচিত। হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَهَى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوَصِّي فِيهِ يَرِيثُ ثَلَاثَ أَيَّامٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَخْشُوبَةٌ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ذِيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

অর্থ: “সালেম তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তির অধিকার নাই যে, সে তার মালের ব্যাপারে অসিয়ত না করে তিন রাত কাটিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যখন থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এ কথা বলতে শুনেছি তখন থেকে এক রাতও এমনভাবে অতিক্রম করে নাই যে, আমার অসিয়তনামা আমার বালিশের নীচে ছিলনা”।^{১২৪}

(৬) যে সকল আত্মীয় স্বজন উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পায় না তাদের জন্য বিশেষভাবে অসিয়ত করা।

আল্গাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ الَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة : 180]

অর্থ: “তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায্যভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব”।^{১২৫}

এ আয়াতে নিকট আত্মীয়দের জন্য ন্যায্যভিত্তিক অসিয়ত করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে আয়াতে বর্ণিত পিতা-মাতা ও যে সকল আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু ব্যক্তির ওয়ারিস হিসেবে সম্পদ পায় তাদের জন্য অসিয়ত করা যাবে

^{১২৩} সহীহ বুখারী ১৩৫১।

^{১২৪} সহীহ মুসলিম ৪২৯৪।

^{১২৫} সূরা বাক্বারা ২:১৮০।

না। কেননা উহা মিরাসের আয়াতের মাধ্যমে মানসুখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্গাহ (সুব:) সকল পাওনাদারদের পাওনা (মিরাস বন্টনের আয়াতের মাধ্যমে) চুকিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা ওয়ারিস তাদের জন্য কোন অসিয়ত করা যাবে না”।^{১২৬}

(৭) অসিয়ত সম্পূর্ণ মালের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত করা যাবে। তার বেশী জায়েয নেই। বরং তার চেয়ে একটু কম করাই ভাল। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرَضْتُ فَمَرَضْتُ مَرَضًا شَفِيتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَا لَا كَذِيرًا وَلَيْسَ يَرُدُّنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي فَأَوْصِيْتُ لِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ يَشْطُرْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ لَأُتِلَّ لِي مَالِي قَالَ لَأُتِلَّ لَكَ كَذِيرًا ذَكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدْعَ وَرَدَّتْكَ غَدِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالِيَةً تَكْفُونَ النَّاسَ ذَكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَجْرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى الْأَقْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي أَمْرٍ أَتَكَ

অর্থ: “সা’আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি:) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম এমনকি মৃত্যুর আশংকাবোধ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অনেক মাল আছে অথচ আমার ওয়ারিস শুধুমাত্র আমার মেয়ে। আমি কি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল অন্যের জন্য অসিয়ত করে যাব? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যাঁ এক তৃতীয়াংশ আর তাও অনেক বেশী। এরপর তিনি বললেন, হে সা’আদ তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে ধনী রেখে চলে যাবে এটা তোমার

^{১২৬} সুনানে আবু দাউদ ২৮৭২, তিরমিযী ২১২০, আহমদ ২২২৯৪।

জন্য ভাল, তাদেরকে অসহায় অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় যে, তারা মানুষের কাছে হাত পেতে শিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করবে।”^{১২৭}

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَبَدَأَ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الرَّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّلَاثُ كَذِيرٌ أَكْبَرُ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রাযি:) বলেন, কতইনা ভাল হত যদি মানুষেরা অসিয়তের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশের তুলনায় এক চতুর্থাংশ করত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এক তৃতীয়াংশ কে বেশী বলে আখ্যায়িত করেছেন”^{১২৮}

(৮) অসিয়ত করার সময় দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। তা না পাওয়া গেলে দুইজন নির্ভরযোগ্য অমুসলিমকে সাক্ষী রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ تَوَّاهُ عَدْلٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآتِمِينَ فَإِنْ غُبِرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُولُ مَانٍ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا الْحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ • تِلْكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَوَّاهُ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَيْهَا وَ يَخَافُوا أَنْ تَرُدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ [المائدة : 106 - 108]

অর্থ: “হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়তকালে তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হবে, অথবা অন্যদের থেকে দু’জন, যদি তোমরা জমীনে সফরে থাক, অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যুর বিপদ পেয়ে বসে। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর অপেক্ষমাণ রাখবে। অতঃপর তারা উভয়ে আলগাহর নামে কসম করবে যে, ‘আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করব না, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর

^{১২৭} মুসনাদে আহমদ ১৫২৪।

^{১২৮} মুসনাদে আহমদ ২০৭৬, ইবনে মাজাহ ২৭১১।

আলগাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না, করলে অবশ্যই আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব’। কিন্তু যদি জানা যায় যে, তারা পাপে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যাদের স্বার্থহানী ঘটেছে— অন্য দু’ব্যক্তি প্রথমোক্ত দু’জনের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর তারা আলগাহর নামে কসম করে বলবে, ‘অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি; করলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব’। এটি নিকটতম যে, তারা সাক্ষ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে অথবা তারা (মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীরা) ভয় করবে যে, তাদের (নিকটাত্মীয়দের) কসমের পর (পূর্বোক্ত) কসম প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর আলগাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন! আর আলগাহ ফাসিক কওমকে হিদায়াত করেন না।”^{১২৯}

(৯) অসিয়তের মাধ্যমে কারো ক্ষতি সাধন করা যাবে না। যেমন: কোন ওয়ারিসকে তার প্রাপ্য থেকে বেশী অসিয়ত করা অথবা একজনের উপর আরেকজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। মেয়েদেরকে বধিত করার জন্য জমি-জমা ছেলেদের নামে লিখে দেওয়া। অথবা পবিত্র কুরআনে ছেলেদের জন্য যে অংশ দেওয়া আছে তার চেয়ে বেশী দেওয়া। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء : 7]

অর্থ: “পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ— তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক— নির্ধারিত হারে।”^{১৩০}

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [النساء : 12]

^{১২৯} সূরা মায়িদাহ ৫:১০৬-১০৮।

^{১৩০} সূরা নিসা ৪:৭।

অর্থ: “..... যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্গাছার পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্গাছা সর্বজন, সহনশীল।”^{১০১}

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

অর্থ: “নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না এবং কারো ক্ষতি করাও যাবে না। যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করল আল্গাছা তার ক্ষতি করবেন। যে ব্যক্তি অন্যের উপর কঠোরতা করবে আল্গাছা (সুব:) তার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন।”^{১০২}

(১০) যুলুম ও অন্যের হক্ক নষ্ট হয় এমন অসিয়ত বাতিল।

আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: “যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরী করবে যা ঐ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত”^{১০৩}

হাদীসে আরো বলা হয়েছে:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَتَقَ عَبْدَ مَوْلَاهُ سِتَّةَ رَجُلَةٍ لَهُ فَجَاءَ وَرَدُّهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ قَالَ وَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَدَّقْنَا عَلَيْهِ قَالَ فَاقرع بينهم فَاقرع عَتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ وَرَدَّ رُبْعَهُ فِي الرِّقِّ

অর্থ: “ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তার ছয়টি গোলামকেই আযাদ (মুক্ত) করে গেল। অতঃপর তার ওয়ারিসগণ রাসূলুল্লাহ (সা:)-র কাছে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, সে এমন কাজ করতে পারল? আমি যদি আগে জানতাম তাহলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) ঐ গোলামদের মাঝে লটারির মাধ্যমে দুইজনকে মুক্ত করে দিলেন বাকি চারজনকে গোলাম হিসেবে ফিরিয়ে দিলেন”^{১০৪} কেননা দুই তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করলে তা কার্যকর হয় না।

^{১০১} সূরা নিসা ৪:১২।

^{১০২} দারাকুতনী ৫২২, হাকেম ২/৫৭-৫৮।

^{১০৩} সহীহ বুখারী ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম ৪৫৮৯।

^{১০৪} আহমদ ২০০০৯।

(১১) যেহেতু বর্তমানে মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা, মুর্খতা ও অনেক বেদ'আত চালু হয়ে গেছে বিশেষ করে জানাযার ক্ষেত্রে। এ কারণে প্রতিটি মুসলিমের অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, কাফন-দাফন ও জানাযা যেন সুন্নত তরিকায় হয়। এবং দাফন যেন সুন্নত তরিকায় সম্পন্ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্গাছা (সুব:) ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ عَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحریم : 6]

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাখর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, যারা আল্গাছা তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।”^{১০৫}

এ কারণে সাহাবায়ে কিরামগণ সবসময় অসিয়ত করতেন। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসের দলিল অনেক। এখানে দুয়েকটি উল্লেখ করা হল:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بِنِ بَرٍّ وَفَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ بَرٍّ وَقَاصُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْأَحْذَوَالِي لَحْدًا وَأَنْصَبُوا عَلَى الْأَبْنِ نَصَبًا كَمَا صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ

অর্থ: “সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি:) মৃত্যু রুগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, তোমরা আমার জন্য 'লাহাদ' কবর তৈরী করবে এবং আমার উপর কাচা ইট বিছিয়ে দিবে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কবর তৈরী করা হয়েছে”^{১০৬}

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

খ)

أَنَّ بَابًا بِرَدِّ مَحْدَدَةٍ قَالَ أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ إِنَّا أَنْطَلَقْنَا جَنَازَتِي فَأَسْرَعُوا الْمَشْيَ وَلَا تَتَّبِعْنِي مُجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الثَّرَابِ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَيَّ قَبْرِي نِسَاءً

^{১০৫} সূরা তাহরীম ৬৬:৬।

^{১০৬} সহীহ মুসলিম ২২৮৪।

وَأَشْهَدُكُمْ نَبِيَّ بَرِيءٍ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوا أَوْ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: “আবু বুরদাহ (রাযি:) বলেন, আবু মুসা (রাযি:)—র যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন তিনি অসিয়ত করলেন, যখন তোমরা আমার লাশ নিয়ে যাবে তখন দ্রুতগতিতে চলবে। আমার সাথে কোন বংশিবাদক নিবে না। আমার কবরে এমন কিছু রাখবে না যাতে আমার মাঝে আর মাটির মাঝে পর্দা পড়ে যায়। আমার কবরের উপরে কোন কিছু নির্মাণ করবে না। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সকল প্রকার শোকে মাথা মুঁনকারিনী ও জুন্দনকারিনী অথবা কাপড়-চোপার ছেড়া-ফাড়াকারিনীদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন এসব বিষয় কি আপনি রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) এর কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) থেকে শুনেছি।”^{১৩৭}

تَقْوِينُ الْمُخْتَضِرِ

মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তালক্বীন করা

প্রশ্ন: মৃত্যু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তালক্বীন করা বলতে কি বুঝায়? এটা কিভাবে করতে হয়?

উত্তর: রোগীর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ‘কালিমায়ে শাহাদাত’ তথা আলগ্‌তাহর একত্ববাদের কালিমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ) পড়ানো কে তালক্বীন বলে।

রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) বলেন:

لَقَدْ نَوَّأْتُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ: “তোমরা তোমাদের মৃত্যু (রোগে আক্রান্ত) ব্যক্তিকে ‘লা-ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ’ এর তালক্বীন কর”।^{১৩৮}

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

^{১৩৭} আহমদ ১৯৫৪৭।

^{১৩৮} সহীহ মুসলিম ২১৬২, ২১৬৪, তিরমিযী ৯৭৬, আবু দাউদ ৩১১৯, নাসায়ী ১৮২৫, ইবনে মাজাহ ১৪৪৪, আহমদ ১০৯৯৩।

عَنْ بِلَالٍ هُرَيْرَةَ قَدْنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) বলেন, তোমরা তোমাদের মৃত্যু (রোগে আক্রান্ত) ব্যক্তিকে ‘লা-ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ’ এর তালক্বীন কর কেননা যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সর্বশেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ’ সে ব্যক্তি অবশ্যই কোন একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এর পূর্বে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়”।^{১৩৯} রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) আরো বলেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْظُمُ نَفَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে বিশ্বাস করে ‘আলগ্‌তাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।^{১৪০}

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “যে ব্যক্তি আলগ্‌তাহর সঙ্গে শিরক্ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।^{১৪১}

বি: দ্র: তালক্বীন মানে শুধুমাত্র মৃত্যু ব্যক্তির কাছে বসে ‘লা-ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ’ পড়া নয় বরং রোগীকে পড়তে আদেশ করা। যদিও কিছু লোকেরা এর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু অনেক হাদীসে পড়ানোর জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমন;

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا خَالُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: خَالُ أَمْ عَمَّ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ خَالُ قَالَ: فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ

অর্থ: “আনাস (রাযি:) বলেন, রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) একজন আনসার রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন, মামা! আপনি বলুন ‘লা-ইলাহা ইলগ্‌তালগ্‌তাহ’-লোকটি প্রশ্ন করল, মামা নাকি চাচা? রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:)

^{১৩৯} ইবনে হিব্বান ৭/২৭২ হা/৩০০৪, জামেউল আহাদীস ১৮৫৭৫।

^{১৪০} সহীহ মুসলিম ১৪৫।

^{১৪১} সহীহ বুখারী ১২৩৮, ৬৪৪৩, ৭৪৮৭, সহীহ মুসলিম ২৭৮, ২৭৯, ২৩৫২।

বললেন না। বরং মামা। লোকটি বলল, আমার জন্য কি ‘লা-ইলাহা ইলগ্গালগ্গাহ’ বলা উত্তম? রাসূলুলগ্গাহ (সা:) বললেন, হ্যাঁ।”^{১৪২}

قال سمعت حسين الجعفي يقول دخلنا على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقيه فقال الأعمش هكذا وأشار بالسبابة وحرك شفتيه

অর্থ: “হুসাইন আল-জু’ফী বলেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আ’মাশ যেদিন মারা গেলেন আমরা সেদিন তার কাছে গেলাম। পুরো ঘর মানুষে ভরা ছিল। হঠাৎ একজন বুড়ো লোক প্রবেশ করে বলল, সুবহানালগ্গাহ! তোমরা এ লোকটির এ অবস্থা দেখতে পাচ্ছ অথচ তোমাদের মধ্যে তাকে তালক্বীন করানোর মত কেউ নেই? এ সময় আ’মাশ আপুলের ইশারায় বললেন, এটাই ঠিক। এবং নিজে ঠোট নড়াচড়া করে ‘লা-ইলাহা ইলগ্গালগ্গাহ’ পাঠ করলেন।”^{১৪৩}

তালক্বীন এর সাথে করণীয় আরো কিছু কাজ:

মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দোআ করবে এবং তার প্রশংসা করবে। কেননা রাসূলুলগ্গাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَلْتَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ قَوْلًا وَخَيْرٌ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمُئِذٍ يَوْمُئِذٍ عَلَى مَا تَقُولُونَ

অর্থ: “উম্মে সালাম (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুলগ্গাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা যখন মৃত্ত রোগীর কাছে যাবে তখন তোমরা শুধুমাত্র তার ভাল কথাগুলো বলবে। কেননা ‘মালা’ইকা’-রা (ফেরেস্তারা) তোমাদের কথায় আমীন বলবেন।”^{১৪৪}

উল্লেখ্য যে, মৃত্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চেহারা কেবলামুখী করা ও তার কাছে বসে সূরায় ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। বরং সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা:) মৃত্তর সময় ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়া অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন:

^{১৪২} মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ১২৫৮৫, ইমাম মুসলিমের শর্তে এই সনদ সহীহ।

^{১৪৩} আল-ইলাল ওয়া মা’রিফাতির রিজাল ৩৬২৭।

^{১৪৪} সহীহ মুসলিম ২১৬৮।

حَدَّثَنِي زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فِي مَرَضِهِ ، وَعَنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَغَشِيَ عَلَى سَعِيدٍ، فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يَحْوِلَ فِرَاشَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَفَاقٍ، فَقَالَ : حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ : أَرَاهُ عَمَلُكَ ، فَقَالَ أَجَلُ : إِنَّا أَمَرْتُهُمْ ، فَقَالَ فَأَمَرَ سَعِيدًا أَنْ يُعَادَ فِرَاشَهُ

অর্থ: “তোমরা কি আমার বিছানা ঘুরিয়ে কেবলামুখী করে দিয়েছ? অত:পর তার বিছানা আগের অবস্থায় ঘুরিয়ে দেওয়া হল”^{১৪৫}

অমুসলিম ব্যক্তির মৃত্তর সময় কোন মুসলিমের সেখানে উপস্থিত হওয়া না জায়েয নয়। বরং তার মৃত্তর সময় ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য সেখানে হাজির হওয়া যাবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ نَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ سَلِّمْ نَظَرَ إِلَى بَرِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعَمَ بَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক (রাযি:) বলেন, একটি ইয়াহুদি গোলাম নবী করীম (সা:) এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুলগ্গাহ (সা:) তাকে দেখার জন্য গেলেন। এবং ঐ গোলামের মাথার কাছে বসলেন। আর বললেন তুমি ইসলাম কবুল কর। গোলাম তার কাছে বসা পিতার দিকে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকালো। তার পিতা বলল, তুমি আবুল ক্বাসেমের (মুহাম্মদ) (সা:) আনুগত্য কর। অত:পর সে ইসলাম কবুল করল। নবী করীম (সা:) সেখান থেকে বের হওয়ার সময় বললেন, সকল প্রশংসা কেবলমাত্র আলগ্গাহর জন্য যিনি ঐ গোলামকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিলেন।”^{১৪৬}

مَا عَلَى الْحَاضِرِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ
মৃত্তর পর উপস্থিত লোকদের করণীয়

^{১৪৫} মুহান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ্ ১০৯৮৩, সনদ সহীহ।

^{১৪৬} সহীহ বুখারী ১৩৫৬।

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে উপস্থিত লোকদের কি করা জরুরী?

উত্তর: (ক, খ) প্রথমে তার উভয় চক্ষু বন্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তার জন্য দোআ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أُسْلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيَّ بِرِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَعْصَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا بَرِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ «لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَئِذٍ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِرِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاعْفُ رَئَاؤُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْصَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَدَوِّرْ لَهُ فِيهِ

অর্থ: “উম্মে সালামা (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আবু সালামার (মৃত্যুর সময়) কাছে গেলেন। এসময় তার চক্ষু খোলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) তা বন্ধ করে দিলেন। এবং বললেন, যখন রুহ কবজ হয়ে যায় তখন চক্ষুও তার অনুসরণ করে। এরপর তার পরিবারের লোকেরা কান্না-কাটি জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমরা নিজেদের উপর ভাল ছাড়া কোন খারাপ দোআ কর না। কেননা তোমরা যা বলবে তার উপরে ‘মালা’ইকা’-রা (ফেরেস্তারা) আমীন বলবেন। অতঃপর রাসূল (সা:) বললেন, হে আল্লাহ তুমি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। তার মর্যাদা উঁচু করে তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন”^{১৪৭}

(গ) একটি চাদর বা কাপড় দিয়ে গোটা শরীর ঢেকে দেওয়া। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّ ثَوْبِي سَجِيءٍ بَرْدٍ جَبَرَةٍ

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাকে একটি সু-সজ্জিত চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়”^{১৪৮}

^{১৪৭} সহীহ মুসলিম ২১৬৯, আহমদ ২৬৫৪৩।

^{১৪৮} সহীহ বুখারী ৫৮১৪, সহীহ মুসলিম ২২২৬, আহমদ ২৪৫৮১।

(ঘ) তবে কোন ‘মুহরীম’ যদি ‘ইহরাম’ পরিহিত অবস্থায় মারা যান তাহলে তার মাথা ও চেহারা ঢাকা যাবে না। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِرْقَةً إِذْ وَقَعَ مِنْ رَأْسِهِ فَأَقْصَعْتُهُ وَقَالَ فَأَقْصَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْبِثُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّدُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنُطُوا وَ لَا تُحْمَرُوا رَأْسًا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রাযি:) বলেন, এক ব্যক্তি আরাফার ময়দানে রসূল (সা:) এর সাথে অবস্থান করছিল। হঠাৎ সে তার উটের পিঠ থেকে পড়ে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল করাও এবং দুই কাপড়ে তাকে দাফন কর। খবরদার! কোন খুশবু লাগাবে না এবং তার মাথা ও চেহারা ঢাকবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিবসে ‘তালবিয়া’ পাঠ করতে করতে উঠবে।”^{১৪৯}

(ঙ) মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেলে বিলম্ব না করে যতদ্রুত সম্ভব কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ بَرِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ إِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ ثَقُلْ مَوْنَهَا وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুত চল। কেননা যদি সে ভাল লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে দ্রুত ভাল জায়গায় পৌছে দাও। আর যদি এর বিপরীত হয়ে থাকে তাহলে তাকে তোমাদের ঘাড় থেকে মন্দকে নামিয়ে দাও।”^{১৫০}

(চ) যে শহরে মৃত্যুবরণ করেছে সেখানে দাফন করা। দূরে অন্য কোথাও স্থানান্তর না করা। কেননা ইহা একদিকে পূর্বে উল্লেখিত দ্রুত কাফন-দাফনের পরিপন্থী। অপর দিকে অন্য একটি হাদীসের সরাসরি পরিপন্থী। কেননা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

^{১৪৯} সহীহ বুখারী ১২৬৬, সহীহ মুসলিম ২৯৪৯।

^{১৫০} সহীহ বুখারী ১৩১৫, সহীহ মুসলিম ২২২৯, ২২৩১, তিরমিযী ১০১৫, আবু দাউদ ৩১৮৩।

لَمَّا كَانَ يَوْمًا خُذَ حِمْلُ الْقَتْلَى يُدْفَنُونَ بِالْبَقِيعِ فَتَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ بَعْدَ مَا حَمَلْتُمْ أُمَّيَابِي وَخَالِي عِيَالَيْنِ لِيَذْفِنَهُمْ فِي الْبَقِيعِ فَرُدُّوا

অর্থ: “যেদিন উহাদের যুদ্ধ হল সেদিন শহীদদেরকে মদীনার কবরস্থান ‘আল-বাকী’তে দাফন করার জন্য তুলে আনা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) আদেশ করেছেন শহীদদেরকে তাদের মৃত্যুর স্থানে দাফন করার জন্য। আমার মা-বাবা ও মামাকে এ ঘোষণার পূর্বেই একই বাহনে বহন করে মদীনা নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে ফেরত দিলেন।”^{১৫১}

এ কারনেই আয়েশা (রাযি:)—এর এক ভাইয়ের লাশ যখন হাবশা থেকে স্থানান্তর করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন,
مَاتَ الْحَبَشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِوَادِي الْحَبَشَةِ فَحُمِلَ مِنْ مَكَانِهِ فَأُتِينَاهَا نَعْرِيهَا قَالَتْ: مَا أَجْدُ فِي نَفْسِي أَوْ حَزْنِي فِي نَفْسِي إِلَّا نَفْسِي وَيَذُنَّ أَنْ كَانَ دُفُنَ فِي مَكَانِهِ

অর্থ: “..... আমার অন্তরে কোন আক্ষেপ নেই তবে এতটুকু আক্ষেপ যে, যদি তাকে ওখানেই দাফন করা হত?”^{১৫২}

ইমাম নববী (রা:) বলেন,
وَإِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُنْقَلَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ لَا تَنْفِذَ وَصِيَّتَهُ، فَإِنَّ النُّقْلَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَخْتَارِ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ.

قال الشافعي رحمه الله: إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فينقل إليها لبركتها

অর্থ: “যদি কেউ তার মৃত্যুর পরে তাকে অন্য শহরে স্থানান্তর করার জন্য অসিয়ত করে যায় তা কার্যকর হবে না। কেননা সহীহ মত অনুযায়ী এভাবে স্থানান্তর করা হারাম। এটাই অধিকাংশ আলেমদের মত। অবশ্য: ইমাম শাফেয়ী (রা:) বলেছেন; যদি মক্কা, মদীনা অথবা বায়তুল

^{১৫১} বায়হাকী ৭৩২১, আবু দাউদ ৩১৬৭।

^{১৫২} বায়হাকী ৭৩২৩, সনদ সহীহ।

মুকাদ্দাসের কাছাকাছি কোন এলাকায় কেউ মারা যায় আর তাকে বরকতের উদ্দেশে মক্কা মদীনা বা বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তর করা হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।”^{১৫৩}

(হ) মৃত্যু ব্যক্তির কোন ঋণ থাকলে তা তার মাল থেকে দ্রুত আদায় করার জন্য কেউ এগিয়ে আসা। যদিও তাতে তার রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ মাল চলে যায় তবুও তা আদায় করতে হবে। আর যদি তার নিজস্ব কোন মাল না থাকে অথচ সে ঋণ পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। তাহলে ইসলামিক রাষ্ট্র বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে কেউ যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিশোধ করে তাও জায়েয। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস পেশ করা হল :

عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأُطُولِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ نُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ مُحِبُّوسٌ بِدِينِهِ فَاقْضِ عَنْهُ قَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَذَيْتُ عَنْهُ إِلَّا بَيْنَارَيْنِ ادْعُهُمَا امْرَأَةً وَلَيْسَ لَهَا بَيْتَةٌ قَالِ فَأَعْطَاهَا بِأَنْفُسِهِمَا مُحَقَّةً

অর্থ: “সাআদ ইবনে আতুওয়াল বলেন, তার ভাই মাত্র তিনশত দেবহাম ও তার পরিবার-পরিজন রেখে মারা গেল। আমি তার পরিবার কে সহযোগীতা করতে চাইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমার ভাই ঋণের দায়ে আটকে আছে। তুমি তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার সকল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি। তবে এক মহিলা দুই দিনার দাবি করেছে অথচ সে কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তুমি তার পাওনা পরিশোধ করে দাও। কেননা সে সত্যিই পাওনাদার।”^{১৫৪}

প্রশ্ন: মৃত্যুর পরে জীবিত লোকদের করণীয় কি?

উত্তর: মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত লোকদের করণীয় কাজগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

^{১৫৩} আল-আযকার লিল ইমাম নববী ১/১৭৯।

^{১৫৪} মুসনাদে আহমদ ২০০৭৬, বায়হাকী ২১০০৩, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩।

গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। মাইয়েতকে গোসল দানকারীর জন্য অশেষ ছওয়াব রয়েছে। তবে তা দুটি শর্তে: এক: যদি তিনি স্বেচ্ছা আলগতাহর সম্ভ্রষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে গোসল করান এবং গোসল করানোর বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ না করেন।^{১৫৫}

মাইয়েতের কোন অপছন্দনীয় বিষয় থাকলে তা গোপন রাখা। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করালো। অতঃপর তার গোপনীয়তাসমূহ গোপন রাখলো, আলগতাহ (সুব:) তাকে চলিচশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিল, আলগতাহ তাকে ক্রিয়ামত দিন পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতের একটি বাড়ী প্রদান করবেন। যেখানে আলগতাহ তাকে রাখবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আলগতাহ তাকে ক্রিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন।^{১৫৬}

মাইয়েতকে দ্রুত গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া সুন্নাত।^{১৫৭} গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি বা সুগন্ধি সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে। সুন্নাত তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্তীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন। পুরুষ পুরুষকে ও মহিলা মহিলা মাইয়েতকে গোসল দিবেন। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল দিতে পারবেন।^{১৫৮} স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রা:) কে বলেছিলেন, যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহলে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পারাবো, জানাযা পড়াবো ও দাফন করবো।^{১৫৯} আবু বকর (রা:) কে তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রা:) এবং ফাতেমা (রা:)

^{১৫৫} সূরা কাহাফ ১৮:১০০।

^{১৫৬} বায়হাকী ৩৯৫।

^{১৫৭} বুখারী ১৩১৫।

^{১৫৮} ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৬৮।

^{১৫৯} ইবনে মাজাহ ১৪৬৫।

কে তার স্বামী আলী (রা:) গোসল দিয়েছেন।^{১৬০} শহীদদের গোসল দিতে হবে না।^{১৬১}

বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে ওয়ূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করাবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা নেকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে কর্পূর বা কোন সুগন্ধি লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হলে চুল খুলে দেবে। অতঃপর বেণী করে তিনটি ভাগে পিছন দিকে ছড়িয়ে দিবে।

مَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِينَ وَغَيْرِهِمْ

মৃত্যুর পর সাধারণ লোকদের জন্য যা করা জায়েয

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর সাধারণ লোকদের কি কি কাজ করা জায়েয আছে?

উত্তর: মৃত্যুর পর সাধারণ লোকদের জন্য মৃত্যু ব্যক্তির চেহারা দেখা, তাকে চুমু খাওয়া এবং তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করা জায়েয। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু হাদীস তুলে ধরা হল।

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلْتُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْجِ حَتَّى نَزَلَ فَنَزَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكْلَمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنِيمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِرِدِّ حَبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ قَبْلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّكَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর খবর শুনে আবু বকর (রাযি:) তার আবাসস্থল ‘সুন্হ’ থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। এবং কারো সাথে কোন কথাবার্তা না বলে সোজা আয়েশার হুজরায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে চলে গেলেন। তিনি তখন একটি চাদর দিয়ে ঢাকা ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাযি:) রাসূলুল্লাহ (সা:) এর চেহারা

^{১৬০} বায়হাকী ৩৯৭; দারাকুত্নী ১৮৩৩; সনদ হাসান।

^{১৬১} তালখীছ পৃ: ২৮-৩৩।

থেকে চাদর সরিয়ে ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন। অতঃপর কেঁদে ফেললেন আর বললেন, হে আলগাছার নবী! আপনার প্রতি আমার পিতা কোরবান হোন নিশ্চয়ই আলগাছা (সুব:) আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না। আপনার জন্য আলগাছার পক্ষ থেকে যে মৃত্যু বরাদ্দ ছিল তা আপনি বরণ করেছেন।”^{১৬২}

আরেকটি হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, আমি রাসূলুলগাছা (সা:) কে দেখেছি উসমান ইবনে মাজউন কে মৃত অবস্থায় চুমু খেয়েছেন এমনকি তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়ছিল।”^{১৬৩}

এসব হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিকে দেখা যাবে, চুমু খাওয়া যাবে, কাঁদা যাবে। তবে চিৎকার করে কাঁদা যাবে না এবং আলগাছার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যাবে না।

তিনদিন শোক পালন করার ক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرَأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْجِدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ بِإِذْنِهَا تَحْجِدُ عَلَيْهِ رُبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ: “যায়নাব বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি রাসূলুলগাছা (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোন মহিলা আলগাছা এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোন ক্রমেই তিন দিনের বেশী কারো মৃত্যুতে শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে।”^{১৬৪}

مَا يَجِبُ عَلَى أَقْرَابِ الْمَيِّتِ

মৃত্যুর পর আপনজনদের যা করতে হবে

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর আপন আত্মীয়-স্বজনদের কি কি কাজ করা জরুরী?

^{১৬২} সহীহ বুখারী ১২৪১, ১২৪২।

^{১৬৩} আবু দাউদ ৩১৬৫, তিরমিযী ৯৮৯, ইবনে মাজাহ ১৪৫৬, মুসনাদে আহমদ ২৪১৬৫, সনদ সহীহ।

^{১৬৪} সহীহ বুখারী ১২৮০।

উত্তর: মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যখন মৃত্যুর সংবাদ পৌছবে তখন তাদের দুটি কাজ করণীয়। প্রথমটি হল : ধৈর্যধারণ করা ও আলগাছার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। দ্বিতীয়টি হল : ‘ইন্না লিলগাছা’ পড়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (১৫৫) وَلَنَبْلُوَنَّكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة : ১৫৫ - ১৫৭]

অর্থ: “আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আলগাছার জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাভর্তনকারী। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।”^{১৬৫}

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيٍ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا : «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي .» فَقَالَتْ : إِيَّاكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّرْ مُصِيبَتِي - قَالَ - وَلَمْ تَعْرِفِي قِيلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا مِنْهُ الْمَوْتِ فَأَتَتْ بِأَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ وَابِينَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ .» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي إِيسَاسٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجِهِ عَنْ شُعْبَةَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ : «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ لَا وَلِيَّ

অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগাছা (সা:) একজন মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে মহিলা একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। রাসূলুলগাছা (সা:) তাকে বললেন, তুমি আলগাছা কে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলা বলল, আপনি এখান থেকে চলে যান। আমার যে মসিবত সে মসিবতে আপনি পড়েন নাই। সে

^{১৬৫} সূরা বাক্বারা ২:১৫৫-১৫৭।

মূলত: রাসূলুল্লাহ (সা:) কে চিনতে পরে নাই। পরে তাকে বলা হল ‘তিনিইতো আল্লাহর রাসূল (সা:)। একথা শুনে মহিলা মৃত্যু যন্ত্রনার মত ব্যাখ্যিত হল। এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দরজায় ছুটে এল। সেখানে কোন দারওয়ান ছিল না। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, নিশ্চয়ই সবার প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সময়ই করতে হবে।”^{১৬৬}

অর্থাৎ যখন প্রথম কোন বিপদ-আপদ বা মসিবত আসে তখনই সবার করতে হবে। তাহলেই সবার করার সওয়াব পাওয়া যাবে। নতুবা কয়েকদিন কান্নাকাটি করার পরতো এমনিতেই সয়ে যায়। আর তখন সবার করলে তাতে সবার করার বিশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে না। সুতরাং যে কোন বিপদ-আপদ, মসিবত এলে প্রথমে ধৈর্য্যধারণ করা তারপর ‘ইল্লা-লিল্লাহ’ ওয়া ইল্লা-ইলাহি রা-জিউ’ন’ পড়া। অতঃপর এই দোআ পড়া।

اللَّهُمَّ جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ: “আল্লাহ্‌ছা! আজুরনী ফী মুসিবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিনহা।”

অর্থ: “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার মসিবতের সওয়াব দাও। এবং আমাকে এর থেকে উত্তম বিনিময় দান কর।”

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَا مِنْ عِنْدِ ثُصْبِيهِ مُصِيبَةٌ يَقُولُ تَاللَّهِ وَإِنَّا لِيِهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا لَا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تَوَفَّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا مَرَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: “রাসূলুল্লাহ (সা:) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাযি:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তির কোন মসিবত আসে এবং সে বলে ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী’। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার মসিবতের সওয়াব দাও। এবং আমাকে এর থেকে উত্তম বিনিময় দান

^{১৬৬} বায়হাকী ৭৩৭৮, সহীহ বুখারী ১২৫২।

কর।’ তবে আল্লাহ (সুব:) তাকে অবশ্যই ঐ বিপদে সওয়াব দান করবেন। এবং উত্তম বিনিময় দান করবেন। আমার পূর্বের স্বামী আবু সালামা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন আমি উক্ত আমল করি, যেভাবে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা:) আদেশ করেছিলেন। ঠিকই আল্লাহ (সুব:) আমাকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আর তা হচ্ছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:)।”^{১৬৭}

অর্থাৎ আমার স্বামী আবু সালামার মৃত্যুর পরে আল্লাহ (সুব:) তার চেয়ে উত্তম স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা:) কে দান করেন।

তবে শোক পালন করা সবারের পরিপন্থী নয়। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجُلُ لَأَمْرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحْدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ بِأَنْهَا تُحْدَّ عَلَيْهِ رُبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থ: “যায়নাব বিনতে আবু সালামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যেকোন মহিলা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোন ক্রমেই তিন দিনের বেশী কারো মৃত্যুতে শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে।”^{১৬৮}

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বামী ছাড়া অন্য কেউ মারা গেলে তিন দিন পর্যন্ত সাজ-সজ্জা ত্যাগ করে শোক পালন করা যায়েজ। তবে কেউ যদি স্বামীর প্রয়োজনে শোক পালন না করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

প্রতিবেশীদের কর্তব্য :

মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হল, মৃতের পরিবারের লোকদেরকে (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত পেট ভরে

^{১৬৭} সহীহ মুসলিম ২১৬৬।

^{১৬৮} সহীহ বুখারী ১২৮০।

খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রা:) শহীদ হলে আলগাছার রাসূল (সা:) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সাম্প্রদায়িক প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো। রাসূলুলগাহ (সা:) তাদেরকে তিন দিনের বেশী কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেন।^{১৬৯}

রাসূলুলগাহ (সা:) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক দিতেন: নিজের সন্তানহারা কন্যা যয়নব (রা:) কে দেওয়া সর্বোত্তম সাম্প্রদায়িক না বাক্য হিসাবে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَىٰ وَكُلُّ عَذْبٍ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلَا تَحْتَسِبْ
উচ্চারণ: ইল্লা লিলগাহি মা আখায়া ওয়া লিলগাহি মা আ'ত্বা; ওয়া কুলগু শাইয়িন ইনদাহ্ ইলা আজালিম মুসাম্মা; ফালতাসবির ওয়াল তাহতাসিব।
অর্থ: 'নিশ্চয়ই সেটা আলগাছার জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও আলগাছার জন্য যেটা তিনি দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকটে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। অতএব তুমি সবর কর ও সওয়াবের আকাংখা কর।'^{১৭০}

ইমাম নববী (রহ:) বলেন, কাউকে সাম্প্রদায়িক দেওয়ার জন্য এটিই সর্বোত্তম হাদীস।

ফযীলত: রাসূলুলগাহ (সা:) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার কোন মুমিন ভাইয়ের বিপদে সাম্প্রদায়িক প্রদান করল, আলগাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সবুজ রেশমের ঈর্ষণীয় জোড়া পরিধান করাবেন।^{১৭১}

প্রশ্ন: মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের কি কি কাজ করা হারাম?

উত্তর: মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নিম্নে বর্ণিত কাজ গুলো হারাম।

(ক) **النَّيَّاهُ** (বিলাপ করে ক্রন্দন করা)। রাসূলুলগাহ (সা:) বলেন:

^{১৬৯} আবু দাউদ, নাসাই, মিশকাত হা/৪৪৬৩ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আচ্ছাদনো' অনুচ্ছেদ-৩: তালখীছ পৃ: ১৫, ৭৩।

^{১৭০} সহীহ বুখারী ১২৮৪, ৬৬৫৫, ৭৪৪৮, সহীহ মুসলিম ২১৭৪।

^{১৭১} তালখীছ পৃ: ৭০; বায়হাকী, মুহান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হাদীস হাসান- ইরওয়া হা/৭৬৪।

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهَا الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاغُ الدُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّازِحَةُ إِنَّا لَمْ نَتَّبِ قَبْلَ مَوْتِهَا ثَقَامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَذِيهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

অর্থ: “জাহিলিয়াতের চারটি কাজ আমার উম্মতের মধ্যে চালু রয়ে গেছে যা মুসলিমরা ত্যাগ করতে পারে নাই। গোত্রীয় গৌরব, বংশ নিয়ে তিরস্কার, তারকার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা এবং বিলাপ করে ক্রন্দন করা। রাসূলুলগাহ (সা:) বলেন, বিলাপ করে ক্রন্দনকারিনী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে। তাহলে তাকে আলকাতরার পায়জামা ও লোহার পোষাক পরিধান করিয়ে দেওয়া হবে।”^{১৭২}

হাদীসে আরো বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ائْتَانِ هُمَا كُفْرُ النِّيَاحَةِ وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুলগাহ (সা:) বলেন, দুটি কাজ যা কুফরী। বিলাপ করে ক্রন্দন করা আর বংশ নিয়ে তিরস্কার করা।”^{১৭৩}

(খ) **حَلْقُ الشَّعْرِ** (মাথা মুশানো)। কেউ মারা গেলে তার শোক প্রকাশের উদ্দেশে মাথা মুশন করা অথবা চুল এলোমেলো করা অথবা দাঁড়ি, গোফ একাকার করে ফেলা এসব কিছুই নিষিদ্ধ এবং হারাম। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

وَجَعَا أَبُو مُوسَى وَجَعَا فَعَثِيَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حَجَرٍ أَمْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا فَاقَ قَالَ إِنَّا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

অর্থ: “আবু মুসা (রাযি:) প্রচণ্ডভাবে মাথা ব্যাখায় আক্রান্ত হলেন। এবং তার স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। এতে তার স্ত্রী বিচলিত হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। কোন ভাবেই তাকে বারণ করা গেল না। যখন আবু মুসার হুঁশ ফিরে এল তিনি বললেন, আমি ঐ সমস্ত লোকদের

^{১৭২} সহীহ মুসলিম ২২০৩।

^{১৭৩} মুসনাদে আহমদ ৮৯০৫।

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যাদের থেকে রাসূলুল্লাহ (সা:) মুক্ত হয়েছেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা:) ‘বারাআহ’ (সম্পর্ক ছিন্ন) করেছেন চিৎকার করে বিলাপকারিণীদের থেকে, শোকে মাথা মুন্সনকারিণীদের থেকে, জামা-কাপড় ছিড়েফেড়ে শোক প্রকাশকারিণীদের থেকে।”^{১৭৪}

রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
অর্থ: “যারা শোক প্রকাশ করনার্থে গাল চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জাহেলি যুগের লোকদের মত চিৎকার করে তারা আমাদের কেউ নয়।”^{১৭৫}

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَحْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُو وَلَا نَشُقَّ جَنَابًا وَلَا نَنْشُرَ شَعْرًا
অর্থ: “যে সকল নারীরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বায়আত দিয়েছিলেন তাদের একজন মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের থেকে যেসকল সৎ কাজের বায়আত নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল আমরা তার অবাধ্য হব না। (শোক পালনার্থে) আমরা আমাদের চেহারায় দাগ দিব না। বিলাপ করে করে ক্রন্দন করব না। জামা-কাপড় বা তার পকেট ছিড়ে ফেলব না। চুল এলোমেলো করব না।”^{১৭৬}

অর্থ: “যে সকল নারীরা রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বায়আত দিয়েছিলেন তাদের একজন মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের থেকে যেসকল সৎ কাজের বায়আত নিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল আমরা তার অবাধ্য হব না। (শোক পালনার্থে) আমরা আমাদের চেহারায় দাগ দিব না। বিলাপ করে করে ক্রন্দন করব না। জামা-কাপড় বা তার পকেট ছিড়ে ফেলব না। চুল এলোমেলো করব না।”^{১৭৬}

(গ) মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের নামে বাড়াবাড়ি করা।

মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা প্রয়োজন অনুপাতে যোয়েজ, যদি তার সাথে কোন প্রকার কুসংস্কার বা বাড়াবাড়ি না থাকে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব। যেমন : গোসল করানো, কাফন-দাফন করানো এবং জানাযা পড়ার মত লোক যদি মৃত্যু ব্যক্তির কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে প্রচার করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ সাহাবাদের মাঝে প্রচার করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

^{১৭৪} সহীহ বুখারী ১২৯৬, সহীহ মুসলিম ২৯৮, বায়হাক্কী ৭৩৭০।

^{১৭৫} সহীহ বুখারী ১২৯৭।

^{১৭৬} সুনানে আবু দাউদ ৩১৩৩, বায়হাক্কী ৭৩৭২।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى الدَّجَاشِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خُرَجَ لِي الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যেদিন হাবশার বাদশা নাজ্জাশী মারা গেলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা:) তার মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করলেন এবং ঈদগাহে গেলেন। তারপর সকলকে নিয়ে কাতাবন্দী হলেন এবং চার তাকবীর দিলেন (অর্থাৎ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়লেন)।”^{১৭৭}

তবে প্রচারের উদ্দেশ্য হবে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দোআ করা, তার মাগফেরাত কামনা করা ও তার জানাযা পড়া। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
الدَّجَاشِي صَاحِبُ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لَأَخِيكُمْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالمُصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে হাবশার বাদশা যেদিন মারা গেল সেদিন তার মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। এবং বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মাগফেরাত কামনা কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) সকলকে নিয়ে ঈদগাহে গেলেন। এবং কাতাবন্দী হয়ে চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন।”^{১৭৮}

জাহেলি যুগের মানুষেরা যেভাবে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করত, রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে তার গুনকীর্তন করে বিলাপ করে ক্রন্দন করা। হায়! হায়!! বলে ডাকাডাকি করা এ ধরনের প্রচার না যোয়েজ ও হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ حُثَيْفَةَ ذَكَرَ أَنَّ إِذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ قَالَ لَا تُؤْنِسُوا بِهِ أَحَدًا لَنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ دُعَاءًا لَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الدُّعَا

^{১৭৭} সহীহ বুখারী ১২৪৫, ১৩৩৩, মুওয়াত্তা ৫৩২, মুসনাদে আহমদ ১০৮৫২, ।

^{১৭৮} সহীহ মুসলিম ২২৪৮, ২২৪৭।

অর্থ: “হুযায়ফা (রাযি:) হতে বর্ণিত, তার যখন কোন নিকটাত্মীয় মারা যেত তখন তিনি বলতেন, তোমরা এব্যাপারে কাউকে খবর দিও না। আমার ভয় হয় এটা “না’য়ী” এর অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা। আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে “না’য়ী” থেকে নিষেধ করতে শুনেছি।”^{১৭৯}

আর “না’য়ী” বলা হয় কারো মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া। এটা আমভাবে নাযায়েজ নয়। যেমন পূর্বে দলিল প্রমাণ সহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে জাহেলী যুগের মত “না’য়ী” বা অপ্রয়োজনীয় প্রচার অথবা প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, বিভিন্ন প্রকার বেদআত ও কুসংস্কারের আশ্রয় নেওয়া সম্পূর্ণভাবে নাযায়েজ ও হারাম।

(ঘ) মৃতের জন্য তিনদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশের অনুমতি রয়েছে, তার বেশী নয়।

(ঙ) দাফনে দেবী করা এবং জানাযা করে বা না করে নিকটাত্মীয় আসার অপেক্ষায় লাশ বরফ দিয়ে রেখে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ‘জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা ‘ভাল’ -কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহলে ‘মন্দ’ -কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও’।

(চ) জানাযার পরে বা দাফনের পূর্বে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সম্মানের নামে করুণ সুরে বিউগল বাজানো সহ যা কিছু করা হয়, সবটাই বেদআত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, ‘যে মৃতের উপর বিলাপধ্বনি করা হয়, কবরে ও ক্রিয়ামতের দিন এজন্য তাকে আযাব দেওয়া হবে। আর এটা নিঃসন্দেহে ঐ মাইয়েতের জন্য, যে এসব কাজ সমর্থন করে এবং এসব না করার জন্য মৃত্যুর আগে অসিয়ত না করে যায়’।

(ছ) তিনদিনা, চলিচশা ও মৃত্যু বার্ষিকীর মিলাদ দেওয়া।

(জ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতমে কুরআন, দুআ ও অজিফা পড়ানো।

عَلَامَاتُ حُسْنِ الدِّخْلَةِ

ভাল মৃত্যুর লক্ষণ

^{১৭৯} মুসনাদে আহমদ ২৩৪৫৫, সুনানে তিরমিযী ৯৮৬।

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি মারা গেলে কিভাবে ধারণা করা যায় যে লোকটি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে?

উত্তর: প্রথম লক্ষণ: মৃত্যুর সময় তাওহীদের বাণী ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে উচ্চারণ করা। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। কয়েকটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হল: (এক)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “মু’আজ বিন জাবাল (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{১৮০}

(দুই) মুসনাদে আহমদে একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ يَرْجِعُ نَأْمُ لِي قَلْبٍ مُوقِنٍ إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهَا

অর্থ: “যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল’ একথা আন্তরিক আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে, আল্লাহ (সুব:) তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন।”^{১৮১}

দ্বিতীয় লক্ষণ: মৃত্যুর সময় কপাল ঘামানো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ بِخُرَاسَانَ فَعَادَا خَالَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَجَدَهُ بِالمَوْتِ وَإِنَّا هُوَ يَغْرُقُ جَبِيضُهُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقٍ الْجَبِينِ

অর্থ: “ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা (রাযি:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি খুরাসানে ছিলেন। সেখানে তার এক ভাই অসুস্থ থাকায় তাকে দেখতে গেলেন। গিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখলেন। এবং তার ললাটে ঘামাচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ আকবার! আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছিলাম ‘মুমিনের মৃত্যু হয় ঘর্মাক্ত ললাটে’।”^{১৮২}

^{১৮০} আবু দাউদ ৩১১৮।

^{১৮১} মুসনাদে আহমদ ২১৯৯৮।

^{১৮২} মুসনাদে আহমদ ২৩০২২, নাসায়ী ১৮২৭।

অর্থ: “আব্দুলগাছ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগাছ (সা:) বলেছেন, যেকোন মুসলিম জুমু‘আর দিন বা জুমু‘আর রাতে মারা যাবে, আলগাছ (সুব:) তাকে কবরের ফেতনা থেকে হেফাজত করবেন।”^{১৮৩}

{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْذُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ حَيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (٥٨) فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٥٩) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } [آل عمران : ٥٨ - ٥٩]

অর্থ: “আর যারা আলগা হর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিয়ক দেয়া হয়। আলগা হর তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি। আর তারা উৎফুল হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের বিষয়ে। এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আলগা হর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয় আলগা হর মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।”^{১৮৪}

শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসও বহু বর্ণনা রয়েছে। যেমন :

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: لِشَهِيدٍ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِيهَا وَلَمْ يَدْفَعْهُ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ
الْجَنَّةِ وَيَجَارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْتِي مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى

^{১৮৩} মুসনাদে আহমদ ৬৫৮২, তিরমিযী ১০৭৪।

১৮৪ সুরা আলে ইমরান ৩:১৬৯-১৭১।

এক. তার প্রথম রক্তফোটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। দুই. তার জান্নাতের আসন তাকে দেখানো হয়। তিন. কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়। চার. ভয়াবহ ভীতিকর অবস্থা থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হয়। পাঁচ. তার মাথার উপরে মর্যাদার মুকুট পড়িয়ে দেওয়া হয়। যার একেকটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। ছয়. ‘হুন্ন ঈন্ন ঈন্ন’ থেকে বাহাউরজন হরের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। সাত. তার নিকটাত্মীয় থেকে বাহাউরজনের ব্যপারে তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। (তবে শর্ত হল ঈমানদার হতে হবে। কেননা বেঈমানের জন্য কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়।) ^{১৮৫}

শহীদদের এত মর্যাদার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজেও শাহাদাতের তামান্না করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُمًا حَيًّا دُمًا حَيًّا
دُمًا قُلُوبًا حَيًّا دُمًا قُلُوبًا حَيًّا

অর্থ: “.... সেই সত্তার শপথ: যার হাতে আমার প্রাণ আমার কাছে অত্যন্ত
পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আলগা হর পথে নিহত হই, অতপর আবার জীবিত
হই এবং আবার নিহত হই অতপর আবার জীবিত হই, এরপর আবার
নিহত হই। এরপর আবার জীবিত হই এবং এরপর আবার নিহত
হই।”^{১৮৬}

শহীদদের ফযিলত সম্পর্কে অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُقْتَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ
قَالَ كَفَرُوا بِإِرْقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رُئُسِهِمْ فَثَنَّهُ

অর্থ: “রাশেদ ইবনে স’আদ (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুললগাহ (সা:) কে জিজ্ঞাসা করল, ব্যপার কি? সকল মুমিনদেরকে

১৮৫ তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ ২৭৯৯, মুসনাদে আহমদ ১৭১৮২।

সহীহ বখারী ২৭৯৭, মুসলিম, আহমদ, নাসায়ী, মালিক, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান।

কবরে পরীক্ষা করা হবে অথচ শহীদদের কোন পরীক্ষা হবে না? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তার মাথার উপর তরবারীর বলকানি-ই পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট।”^{১৮৭}

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উচিত শহীদি মৃত্যু কামনা করা। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শহীদি মৃত্যু কামনা করে। এবং তার জন্য যে আমলের প্রয়োজন তাও করে, সে যদি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা যায় তারপরও তাকে আল্লাহ (সুব:) শহীদদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন :

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ دَعَّاهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

অর্থ: “যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের আবেদন করে, আল্লাহ (সুব:) তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌছিয়ে দেন। যদিও সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা যায়।”^{১৮৮}

পঞ্চম লক্ষণ: الْمَوْتُ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ আল্লাহর রাস্তায় গাজী হয়ে মৃত্যুবরণ করা। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে সরাসরি দুশমনদের হাতে নিহত হয় নাই বরং অন্য কোন উপায়ে মারা গেছে অথবা এখনো মারা যায় নাই বরং জীবিত থেকে যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে ইসলামের পরিভাষায় ‘গাজী’ বলা হয়। গাজীদের ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فَيُحْكَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُحَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا قُتِلُوا قَالُوا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى بَيْتِكَ فِي هَذَا الْحَبِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমরা শহীদ বলতে কাদেরকে বুঝ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া

^{১৮৭} নাসায়ী ২০৫২।

^{১৮৮} সহীহ মুসলিম ৫০৩৯, তিরমিযী ১৬৫৩, আবু দাউদ ১৫২২, নাসায়ী ৩১৬২, ইবনে মাজাহ ২৭৯৭।

রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় আমরা তাকেই শহীদ মনে করি। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা খুবই নগন্য। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে শহীদ কারা? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় (দুশমনদের আঘাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে) নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেণ্ডগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায় সে শহীদ।”^{১৮৯}

অন্য রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যে আগুনে পুড়ে মারা যায় সে শহীদ। যে ঘর চাপা পড়ে মারা যায় সে শহীদ। যে মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মারা যায় সে শহীদ। যে নিজের মাল হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে তার দ্বীন হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে তার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে তার জান বাঁচাতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,
مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بَأَى حُفٍّ شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنْ لَهُ الْجَنَّةُ

অর্থ: “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে মারা গেল বা নিহত হল। অথবা তার ঘোড়া বা তার উট তাকে পিষ্ট করল। অথবা বিষাক্ত প্রাণী দংশন করল অথবা বিছানায় মারা গেল। অথবা যেকোন উপায়ে মারা গেল সে শহীদ এবং তার জন্য জান্নাত।”^{১৯০}

ষষ্ঠ লক্ষণ : الْمَوْتُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ কোন নেক আমল করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ حُثَيْفَةَ قَالَ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي صَدْرِي فَقَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ حَسَنٌ أَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خْتِمٌ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ

^{১৮৯} সহীহ মুসলিম ৫০৫০, আবু দাউদ ৩১১৩, নাসায়ী ১৮৪৫, মুসনাদে আহমদ ৯৬৯৫।

^{১৯০} আবু দাউদ ২৫০১ আলবানীর নিকট এটি যরীফ। হাকেম এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُدِمَ لَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُدِمَ لَهَا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থ: “হুযায়ফা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে আমার বুকের সাথে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি বললেন, যার সর্বশেষ কথা হবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এবং এটা আলাদা হে সন্তুষ্ট করার জন্য বলবে, এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ কে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ‘সওম’ (রোজা) রাখল এবং সে অবস্থায় মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ কে সন্তুষ্ট করার জন্য কোন কিছু দান করল এবং সে অবস্থায় মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^{১১১}

ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃত্যু ব্যক্তির প্রশংসা করা

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার প্রশংসা করা যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ! করা যাবে বরং উত্তম। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازٍ فَأَتَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبَتْ لَهُمْ مَرْوِلٌ أَوْ خَرْقٌ فَأَتَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجِبَتْ لَهُمْ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجِبَتْ لَهُ هَذَا تَدِينُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا تَدِينُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক (রাযি:) বলেন, একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। লোকেরা তার খুব প্রশংসা করল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। অতঃপর আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। লোকেরা তার খারাপ সমালোচনা করল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি:) বললেন, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করেছ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির

তোমরা খারাপ সমালোচনা করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।”^{১১২}

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.. أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ دَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقَالُوا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا فَقَالُوا وَائْتَانِ قَالَ وَائْتَانِ ثُمَّ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ

অর্থ: “ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে কোন মুসলিমের পক্ষে চারজন লোক ভাল সাক্ষী দিবে আল্লাহ (সুব:) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন সাক্ষী দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যাঁ! তিনজন দিলেও। আমরা বললাম যদি দুইজন সাক্ষী দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হ্যাঁ! দুইজন হলেও। এরপর আমরা একজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি নাই।”^{১১৩}

অবশ্য : এক্ষেত্রে সাক্ষদাতাগণকে অবশ্যই দ্বীনদার মুসলিম হতে হবে।

কোন কোন হাদীসে আরো একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ هَلْ بَيَّاتٌ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَذْنَانِ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَبِلْتُ شَهَادَةَ عِبَادِي عَلَى مَا عَدَمُوا وَغَرَّتْ لَهُ مَا عَدَمَ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে কোন মুসলিম যদি মারা যায় এবং তার জন্য তার নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে তিন বাড়ীর মানুষ ভাল বলে সাক্ষী দেয় তাহলে আল্লাহ (সুব:) বলেন, আমি আমার বান্দাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যতটুকু তারা জানে ততটুকুর ক্ষেত্রে। আর যা আমি জানি অর্থাৎ তার গোপন দোষ-ত্রুটি যা মানুষ জানে না সেগুলো আমি ক্ষমা করে দিলাম।”^{১১৪}

এ হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য হল: যে কোন মানুষ মারা গেলে মানুষের মুখে মুখে তার চর্চা হয়। হয়তো ভাল গুনাবলী নয়তো মন্দ দোষ-ত্রুটি। কিন্তু বর্তমানে এ হাদীসকে অপব্যবহার করে জানাযার সময় লাশ সামনে রেখে জনতার কাছে প্রশ্ন করা, ‘লোকটি কেমন ছিল?’ তারপর সকলে সম্মুখে

^{১১২} সহীহ বুখারী ১৩৬৭, মুসলিম ২২৪৩, নাসায়ী ১৯৩১, মুসনাদে আহমদ ১২৯৩৮, বায়হাকী ৭৪৩৫।

^{১১৩} সহীহ বুখারী ১৩৬৮, ২৬৪৩, নাসায়ী ১৯৩৩, মুসনাদে আহমদ ১৩৯, ৩১৮, বায়হাকী ৭৪৩৭।

^{১১৪} মুসনাদে আহমদ ৯২৯৫।

^{১১১} মুসনাদে আহমদ ২৩৩২৪।

উত্তর দেওয়া, ‘লোকটি ভাল ছিল’। এটি একটি প্রচলিত বেদআত। উপরের হাদীসগুলোর মর্মকথা এটা নয়।

غَسْلُ الْمَيِّتِ

মৃত্যু ব্যক্তির গোসল, কাফন-দাফন

প্রশ্ন: মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল করানো ও কাফন-দাফন করার বিধান কী এবং কিভাবে গোসল করাতে হবে?

উত্তর: শহীদ ব্যতীত সাধারণ মৃত্যু ব্যক্তিকে গোসল করানো প্রয়োজন সংখ্যক মানুষের জন্য ওয়াজিব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ وكَفَنُوهُ

অর্থ: “তোমরা তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) পানি দিয়ে গোসল করাও এবং কাফন পরিধান করাও”^{১৯৫}

তবে শহীদদেরকে নতুন কাপড় পরিধান করাতে হবে না বরং রক্তমাখা কাপড়-চোপড় সহ দাফন করতে হবে।

গোসল করানোর সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা।

(এক) তিনবার করে ধোয়া। যদি এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় তাহলে তাই করবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজ মেয়ে যায়নাবের ব্যপারে হুকুম দিলেন,

اغسلته ثلاثاً أو خمساً وأكثر من ذلك إن رأى يثُنُّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور

অর্থ: “তোমরা তাকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী ধৌত করবে। এবং শেষের বারে ‘কপূর’ বা কপূরের কিছু অংশ দিবে।”^{১৯৬}

(দুই) বেজোড় সংখ্যায় ধৌত করা।

(তিন) বড়ই পাতা অথবা সাবান ব্যবহার করা।

(চার) শেষবারে কিছু সুগন্ধি অথবা ‘কাফুর’ মিশিয়ে ধৌত করা।

(পাঁচ) চুলের বেনী খুলে ভালভাবে ধৌত করা।

(ছয়) চুলগুলো খুলে দেওয়া।

(সাত) মেয়েলোকের চুলগুলোকে তিনভাগ করে পেছনে রেখে দেয়া।

(আট) ডানদিক থেকে শুরু করা। এবং অজুর স্থানগুলো প্রথমে ধৌত করা।

(নয়) পুরুষের গোসল পুরুষে এবং মেয়েলোকের গোসল মেয়েলোকে করানো। তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল করাতে পারবে। আলী (রা:) তার স্ত্রীকে গোসল করিয়েছেন।

এসবগুলোর দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীসটি লক্ষণীয়:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْتِيلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا لَثَاءً أَوْ خُمْسًا وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِنِّي فَارَعْنُ فَإِنِّي فَارَعْنَا أَنْذَانَا لَقَى لَيْنَا جَفْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَاهَا يَاءَهُ فَقَالَ يُؤَبِّ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وَثَرًا وَكَانَ فِيهِ لَثَاءٌ أَوْ خُمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنْ قَالَ ابْدُءُوا بِمِائِمَتِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَسَّطَاهُ لَثَاءً قُرُون

অর্থ: “উম্মে আ’তীয়া (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদের কাছে আসলেন, যখন আমরা তার মেয়ে যায়নাব কে গোসল করাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, ‘তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার অথবা ভাল মনে করলে তার অধিকবার ধৌত কর পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে। শেষের বারে কিছু ‘কাফুর’ (কপূর) মিশিয়ে দিবে। যখন তোমরা ফারেগ হবে তখন আমাকে জানাবে’। অতঃপর আমরা যখন ফারেগ হলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) কে অবগত করলাম। তিনি আমাদের কাছে তাঁর চাঁদরটা নিক্ষেপ করে দিলেন। আর বললেন, ‘এটা ইজার বানাও’। হাদীসের বর্ণনাকারী আয়ুব বলেন, মুহাম্মদের মত হাফসাও আমাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন। হাফসার বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, তোমরা বেজোড় সংখ্যকবার ধৌত কর। তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার’। সেখানে আরো বলা হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং অজুর স্থানগুলো থেকে শুরু কর’। সেখানে আরো উল্লেখ করা

^{১৯৫} সহীহ বুখারী ১২৬৬, ১২৬৭, ।

^{১৯৬} সহীহ বুখারী ১২৫৩ ।

হয়েছে, উম্মে আত্বীয়া বলেন, ‘আমরা তার চুলকে চিরশ্রী করে তিনভাগ করলাম’।^{১৯৭}

প্রচলিত ভুল : সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুর পরে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে দেখতে পারবে না। স্পর্শ করতে পারবে না। গোসল করাতে পারবে না। কেননা মৃত্যুর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। বরং মৃত্যুর পরেও প্রয়োজন হলে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাতে পারবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَنْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ نِسَائِهِ

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, আমি যা পরে জানলাম এটা যদি আগে জানতাম তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা:) কে তার স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য কেউ গোসল করাতে পরত না।”^{১৯৮}

যদি স্বামীকে গোসল করানো যায়েজ না হত তাহলে আয়েশা (রাযি:) এই আক্ষেপ করতেন না। কারণ নাযায়েজ কাজে আক্ষেপ করা যায় না।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاتٍ يَوْمَ مَنْ جَذَرَ الْقَبْعِ وَأَنَا جَذُ صَدَا عَافِي رَأْسِي وَأَنَا قَوْلٌ وَرَأْسَاهُ قَالَ بَلَّ نَا وَأَنَا قَوْلٌ مَا ضَرَكْتُ لَوْ مِتُّ فَبَلَّيْتُ وَكَفَّ نَتْنُكَ ثُمَّ صَدَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) একদিন ‘বাকী’ নামক কবরস্থান থেকে জানাযা শেষে আমার কাছে আসলেন। তখন আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। আর আমি কষ্টে ‘হায় আমার মাথা’ বলে বিলাপ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ‘বরং আমার হায় মাথা’ বলা দরকার ছিল। কেননা তোমার তো কোন সমস্যা নেই। তুমি যদি আমার আগে মারা যাও তাহলে আমি তোমাকে গোসল করাব, কাফন পড়াব, তোমার জানাযা পড়াব এবং তোমাকে দাফন করব।”^{১৯৯}

^{১৯৭} সহীহ বুখারী ১২৫৪।

^{১৯৮} বায়হাক্বী ৬৯১২, ইবনে মাজাহ ১৪৬৪।

^{১৯৯} মুসনাদে আহমদ ২৫৯০৮, ইবনে মাজাহ ১৪৬৫, বায়হাক্বী ৬৯০৪। হাদীসটি হাসান।

(দশ) যারা গোসলের সুন্নাহের ব্যপারে অবগত তারাই গোসল করাবার দায়িত্ব নিবে।

(এগার) গোসল করানোর সময় উপরে পর্দা দিয়ে নিবে। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দেখলে গোপন করবে।

(বার) সওয়াবের উদ্দেশ্যে গোসল করাবে। পার্থিব কোন বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

(তের) যারা মৃত ব্যক্তির গোসল করাবে তাদেরও গোসল করে নেওয়া উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ دَيْتُ غَسِلَ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلَيْتَوْضًا

অর্থ: “যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালো সে যেন গোসল করে। আর যে বহন করল সে যেন অজু করে।”^{২০০}

তবে এটা ওয়াজিব নয়। কেননা অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেন:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غَسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، فَإِنْ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجْسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ

অর্থ: “তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে তোমাদের গোসল করা জরুরী নয়। কেননা তোমাদের মৃত ব্যক্তি নাপাক নয়। তোমাদের হাত ধৌত করাই যথেষ্ট।”^{২০১}

(চৌদ্দ) কাফনের ক্ষেত্রে সাদা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন,

الْبَسُوا مِنْ يَابِغُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ يَابِغِكُمْ وَكَفَّ نَوَا فِيهَا مَوْتَكُمْ

অর্থ: “তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা উহা তোমাদের জন্য উত্তম কাপড়। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে উহাতে (সাদা কাপড়ে) দাফন কর।”^{২০২}

সারকথা :

সাদা সুতি ও সাধারণ মানের পরিস্কার কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হবে। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া কর্তব্য। তার ব্যবহৃত

^{২০০} সুন্নাহে আবু দাউদ ৩১৬৩, ইবনে মাজাহ ১৪৬৩, মুসনাদে আহমদ ১৮১৪৬।

^{২০১} মুসনাদে আহমদ ১৪২৬, বায়হাক্বী ১৫১৬, ইমাম বুখারীর শর্তে এই হাদীসটি সহীহ।

^{২০২} সুন্নাহে আবু দাউদ ৩৮৮০, তিরমিযী ৯৯৪, নাসায়ী ১৮৯৫, ইবনে মাজাহ ১৪৭২।

কাপড় দিয়েও কাফন দেওয়া যাবে। কেননা জীবিত মানুষ নতুন কাপড়ের অধিক মুখাপেক্ষী। পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি মাথা হতে পা ঢাকার মত বড় চাদর ও দুটি ছোট কাপড়। অর্থাৎ একটি লেফাফা বা বড় চাদর। একটি তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামিছ বা জামা। বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে। শহীদকে তার পরিহিত পোষাকে এবং মুহরিমকে তার ইহরামের দুটি কাপড়েই কাফন দিবে। কাফনের কাপড়ের অভাব ঘটলে এক কাফনে একাধিক মাইয়েতের কাফন দেওয়া যাবে। কাফনের পরে তিনবার সুগন্ধি ছিটাবে। তবে মুহরিমের কাফনে সুগন্ধি ছিটানো যাবে না। মাইয়েতের নিজস্ব সম্পদ না থাকলে কিংবা তাতে কাফনের ব্যবস্থা না হলে কেউ দান করবে অথবা বায়তুল মাল থেকে বা সরকারী তহবীল থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ যঈফ।

حَمْلُ الْجَنَازَةِ وَاتِّبَاعُهَا

লাশ বহন করা ও লাশের সাথে যাওয়া

প্রশ্ন: লাশ বহন করা ও লাশের সঙ্গে যাওয়া গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর: লাশ বহন করা ও লাশের সঙ্গে যাওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইয়ের উপর অধিকার। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন,

عَنْ بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خُمْسُ رَدِّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

অর্থ: “আবু হুরাইরা (র:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার। সালামের উত্তর দেওয়া। রোগীর সেবা করা। জানাযার সাথে যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা (ডাকে সাড়া দেওয়া)। হাঁচির জবাব দেওয়া।”^{২০৩}

^{২০৩} সহীহ বুখারী ১২৪০, সহীহ মুসলিম ৫৭৭৭।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ بِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ نَفْسِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ قِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قِيرَاطٍ

অর্থ: “আবু হুরাইরা (রাযি:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলিমের জানাযায় অংশ নিল এবং জানাযা ও দাফন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেই রইল, সে ব্যক্তি দুই ‘কীরাত’ সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। এক কীরাত হল উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। আর যে ব্যক্তি জানাযায় অংশ গ্রহণ করল এবং দাফনের পূর্বে ফিরে এলো সে ব্যক্তিও এক ‘কীরাত’ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল।”^{২০৪}

প্রশ্ন : জানাযা কাঁধে বহন করতে হবে নাকি গাড়ীতে বহন করা যাবে?

উত্তর : জানাযা কাঁধে বহন করা সুন্নাত। এ সময় মাথা সম্মুখ দিকে রাখবে। মৃতের পরিবারের লোকেরা ও নিকটাত্মীয়গণ এর প্রথম হকদার। এ দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, মেয়েদের নয়। জানাযার পিছে পিছে মেয়েদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ নয়। এই সময় সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না। ধূপ-ধূনা ইত্যাদি অগ্নিযুক্ত সুগন্ধি বহন করা যাবে না। যিকির ও তেলাওয়াত বা অহেতুক কথাবার্তা বলা যাবে না। বরং মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে চুপচাপ ভাবগম্ভীরভাবে মধ্যম গতিতে কবরের দিকে এগিয়ে যাবে। চলা অবস্থায় রাস্তায় (বিনা প্রয়োজনে) বসা যাবে না। লাশের পিছনে কাছাকাছি চলাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে আগে-পিছে ডানে-বামে চলা যাবে। কেউ গাড়ীতে গেলে তাকে পিছে পিছেই যেতে হবে।

কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা মুরব্বী আলেম জানাযায় যোগদানে সক্ষম না হলে তাঁর সামনে এনে রাখা যাবে। যাতে তিনি একাকী হলেও জানাযা পড়তে পারেন। যারা জানাযার পিছনে চলবেন, তাদের ওয়ু অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব। আবশ্যিক নয়।

^{২০৪} সহীহ বুখারী ৪৮, সহীহ মুসলিম ২২৩২, ২২৩৫।

বর্তমান যুগে জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা হচ্ছে। এটি সুন্নাত বিরোধী কাজ। নিতান্ত বাধ্য না হলে একাজ থেকে যেকোন মূল্যে বিরত থাকা উচিত। এটা ইহুদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَوَدُوا الْمَرْضَى وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تَتَكْرَّمُ الْآخِرَةُ

অর্থ: “তোমরা রোগীর সেবা কর এবং জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে বেবে।”^{২০৫}

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। একারণে আমি বাহনে সওয়ার হয়নি। এখন তাঁরা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হলাম।

الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ

জানাযার সালাত

প্রশ্ন: জানাযার সালাতের হুকুম বা শরয়ী বিধান কী?

উত্তর: কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযার সালাত আদায় করা অন্যান্য মুসলিমদের উপর ফরযে কিফায়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) অসংখ্য হাদীসে জানাযার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে একটি হাদীস তুলে ধরা হল। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

অর্থ: “তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সালাত আদায় কর।”^{২০৬}

তবে নাবালগ শিশু ও শহীদদের জানাযা ফরয হওয়ার ব্যপারে ফুকুহাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী আলেমগণ বলেন, এই দুই ক্ষেত্রেও জানাযা পড়া ফরয। অন্যান্য ইমামগণ ফরয বলেন না। তবে যায়েজ বলেন। তাদের দলিল:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَّةٍ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{২০৫} আহমদ হা/১১৪৪৫।

^{২০৬} সহীহ বুখারী ১৩২১, সহীহ মুসলিম ৪২৪২, তিরমিযী ১০৬৯।

অর্থ: “আয়েশা (রাযি:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পুত্র ইবরাহিম আঠারো মাস বয়সে মারা গেলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা:) তার জানাযা পড়েন নাই।”^{২০৭}

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল নাবালগ শিশুর জানাযার প্রয়োজন নেই। আর যারা এক্ষেত্রেও ফরয বলেন তারা নিম্নের হাদীসটিকে দলিল হিসাবে পেশ করেন:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي جَنَازَةَ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَفْعَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُذْرِكْهُ.....

অর্থ: “উস্মূল মু'মিনীন আয়েশা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কে এক আনসারী শিশুর জানাযার জন্য ডাকা হল। আমি বললাম, কতইনা সৌভাগ্য এই শিশুর! সেতো জান্নাতের একটি চিড়িয়া। কোন গুনাহ করে নাই, গুনাহ করার কোন সুযোগও পায় নাই।”^{২০৮}

এই হাদীসে নাবালগ শিশুর জানাযার দলীল পাওয়া গেল। অবশ্য যারা ফরয বলেন না তারা উত্তরে বলেন, এ হাদীস দ্বারা জায়েজ প্রমাণিত হয়। ফরজ নয়।

গর্ভচ্যুত শিশুর জানাযা : রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

وَالسُّفْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

অর্থ: “গর্ভচ্যুত বাচ্চার উপর জানাযা পড়া হবে এবং তার মাতা-পিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দোআ করা হবে।”^{২০৯}

উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে জানা গেল, শিশুদেরও জানাযা আছে। কতিপয় আলেমগণ এই হাদীসগুলোর কারণে ফরয বলেন। অন্যান্য আলেমগণ এ হাদীসগুলোর কারণে জায়েয বলেন। এখানে আরো একটি বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, আর তা হল গর্ভচ্যুত বাচ্চার জানাযা সম্পর্কে। কোন কোন আলেমদের মতে, বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়ে যদি নড়াচড়া করে অথবা

^{২০৭} সুনানে আবু দাউদ ৩১৮৯।

^{২০৮} সহীহ মুসলিম ৬৯৩৯, আবু দাউদ ৪৭১৫, নাসায়ী ১৯৪৬, ইবনে মাজাহ ৮২, আহমদ ২৫৭৪২।

^{২০৯} সুনানে আবু দাউদ ৩১৮২, মুসনাদে আহমদ ১৮১৭৪, বায়হাকী ৭০২৭।

আওয়াজ দেয় অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবিত ভূমিষ্ট হয়েছে বলে জানা যায় তাহলে জানাযা পড়তে হবে নতুবা নয়। তাদের দলিল:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى السَّقَطِ حَتَّى يَسْتَهْلَ

অর্থ: “নাফে” বলেন যে, ইবনে উমর (রাযি:) গর্ভচ্যুত বাচ্চার জানাযা পড়তেন না যতক্ষণ না সে আওয়াজ দিত।”^{২১০}

কিছু অন্যান্য উলামাগণ বলেন, গর্ভচ্যুত বাচ্চার ভিতরে যদি রুহ ফুঁকে দেওয়া হয় অর্থাৎ মায়ের পেটে চার মাস পূর্ণ হয়ে যায় তাহলেই তার জানাযা পড়া যাবে। আর তার পূর্বে যদি বাচ্চা পড়ে যায় তাহলে জানাযার প্রয়োজন নেই। কেননা তাকে মৃত্যু ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করা যায় না। যার প্রাণ নাই সে মরবে কি করে? তবে চার মাস পরে রুহ ফুঁকে দেওয়া হয়। সুতরাং তারপর মারা গেলে তাকে মৃত্যু ব্যক্তি বলা যায়। এরা মূলত: আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত নিম্নের মারফু’ হাদীসটি পেশ করেন। রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) বলেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ يَأْخُذُ بِرِجْلَيْهِ فَيُكْتَبُ عَلَيْهِ وَلَجُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিটি মানুষকে তার মায়ের পেটে চলিচশদিন পর্যন্ত (‘নুতুফা’ বা বীর্ষ আকারে) একত্রিত করা হয়। অত:পর ঐভাবে চলিচশদিন ‘আলাকু’ বা রক্তপি আকারে, অত:পর ঐভাবে চলিচশদিন ‘মুজগা’ বা গোসতের টুকরা আকারে তৈরী করা হয়। অত:পর চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছে একজন ফেরেস্‌তা প্রেরণ করা হয়। তার আমল, তার বয়স, তার রিযিক ও সে ভাল না মন্দ তা লিখে দেয়। অত:পর তার ভিতরে রুহ ফুঁকে দেয়।”^{২১১}

সারকথা

(১) বাচ্চা যদি ভূমিষ্ট হওয়ার পরে ক্রন্দন করে বা হাঁচি দেয় বা এমন আচরণ করে যাতে তার জীবন ছিল বলে বুঝা যায়, অত:পর মারা যায়।

^{২১০} সুনানে বায়হাকী ৭০৪০।

^{২১১} সহীহ বুখারী ৩৩৩২, ৭৪৫৪, সুনানে আবু দাউদ ৪৭১০।

তবে তার জানাযা পড়তে হবে। ‘এসময় তার বাপ-মায়ের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য আলগ্‌তাহর নিকট দোআ করতে হবে’।^{২১২}

(২) যদি বাচ্চা চার মাসের আগেই গর্ভচ্যুত হয়, তাহলে তাকে গোসল বা জানাযা কিছুই করতে হবে না। বরং কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করতে হবে। চার মাসের পরের কোন সন্তান যদি মৃত ভূমিষ্ট হয়, তবে তারও জানাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা হাদীসে বাচ্চার ‘চিৎকার করার’ কথা এসেছে।^{২১৩} গর্ভচ্যুত সন্তানের জানাযা করতে হবে মর্মের আম সহীহ হাদীসের^{২১৪} ভিত্তিতে একদল বিদ্বান গর্ভচ্যুত মৃত সন্তানের জানাযা করার জন্য বলেন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জবাবে শাওকানী বলেন, মায়ের গর্ভে চার মাস অতিক্রম করাটাই শিশুর জীবনের প্রমাণ নয়, বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর কান্নাটাই তার জীবনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মালেক, শাফেঈ, আওয়াজ ও জমহুর বিদ্বানগণ একথা বলেন।^{২১৫}

শহীদদের উপর জানাযা পড়ার দলিল:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحِمْرَةٍ فَسَجَّيَ بِرِدَائِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ تَبَيَّحَ الْقَتْلَى يَصْفُونَ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ مَعَهُمْ

অর্থ: “আব্দুলগ্‌তাহ বিন যুবাইর (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিবসে রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) হামযার লাশ উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। অত:পর তাকে তার নিজ চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়। অত:পর রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) তার জানাযা পড়েন তাতে নয় তাকবীর দেন। অত:পর অন্যান্য শহীদদের কাতারবন্দী করা হয়। তাদের উপর জানাযা পড়া হয়। তাদের সাথে হামযারও জানাযা পড়া হয়।”^{২১৬}

প্রশ্ন: জানাযার সালাত মসজিদে আদায় করা যাবে কি?

^{২১২} আহমদ. আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৬৬৭।

^{২১৩} ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩০৫০, ‘ফারায়েয ও অছিয়ত’ অধ্যায়: সিলসিলা সহীহাহ হা/১৫৩।

^{২১৪} السقاة يصلي عليه আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৬৬৭, ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।

^{২১৫} নায়ল ৫/৪৭; ফিকুহুস সুন্নাহ ১/২৭৭; মির’আত ৫/৪০৩-০৪, ৪২৪-২৫।

^{২১৬} শরহে মাআ’নী-ল আছার ২/৩৮৫।

উত্তর: রাসূলুল্লাহ (সা:) মসজিদের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে অধিকাংশ সময় জানাযার সালাত পড়াতেন। তবে প্রয়োজনে মসজিদেও জায়েয আছে। সুহায়েল বিন বায়যা ও তার ভাইয়ের জানাযা আলগাচহর রাসূল (সা:) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। আবু বকর (রাযি:) ও ওমর (রাযি:) এর জানাযা মসজিদের মধ্যে হয়েছিল। মেয়েরাও পর্দার মধ্যে জানাযায় শরীক হতে পারেন। আয়েশা (রাযি:) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাযি:) মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাহ (রাযি:) এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন। মহিলাগণ একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন। প্রাচীর বা পর্দা না থাকলে গোরস্থানের মধ্যে জানাযা না করা উচিত। জানাযা না পেলে পরে যেকোন দিন কবরে গিয়ে একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়া যাবে।

প্রশ্ন: জানাযার সালাত আদায়ের পদ্ধতি কী?

উত্তর: প্রথমে কাতার সোজা করা।

মাইয়েতকে উত্তর মাথা করে ক্রিবলার দিকে সামনে রাখবে। যদি মাইয়েত পুরুষ হন, তবে ইমাম মাইয়েতের মাথা বরাবর দাঁড়াবেন। আর যদি মহিলা হন, তবে মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। মাইয়েতের একত্রে একাধিক হলে এবং পুরুষ ও নারী হলে পুরুষের লাশ ইমামের কাছাকাছি সম্মুখে রাখবে। অতঃপর মহিলার লাশ থাকবে। যদি শিশু ও মহিলা হয়, তাহলে শিশুর লাশ প্রথমে ও পরে মহিলার লাশ থাকবে। ইমামের পিছনে তিনটি কাতার দেওয়া সুন্নাত। তবে মুক্তাদী একজন হলে তিনি ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন। চারজন হলে ইমামের পিছনে দুজন দুজন করে দাঁড়াবেন। ইমামের পিছনে মাইয়েতের উত্তরাধিকারীগণ এবং আলেম-উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন। ইমাম ব্যতীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা মুক্তাদী হলে ইমামের পিছনে পুরুষ ও তার পিছনে মহিলা দাঁড়াবেন। কোন লোক না পেলে একাকী জানাযা পড়বেন। পর্দা বা দেওয়াল ব্যতীত কবর সমূহের মাঝে জানাযার সালাত আদায় করা যাবে না এবং সেখানে মসজিদও করা যাবে না।

একই ব্যক্তি বিশেষ কারণে একাধিক বার জানাযার সালাত আদায় করতে পারে।

ইমামত :

মাইয়েত কাউকে অসিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন। নইলে 'আমীর' বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়েতের কোন যোগ্য নিকটাত্মীয়, নতুবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুত্তাকী আলেম জানাযার ইমামতি করবেন। মৃতব্যক্তি দুজন ব্যক্তির নামেও অসিয়ত করে যেতে পারেন।

জানাযার সালাতের চার তাকবীর

প্রশ্ন: জানাযার সালাত কয় তাকবীরে পড়তে হয় এবং কোন তাকবীরে কি পড়তে হয়?

উত্তর: জানাযার সালাত চার তাকবীরে পড়তে হয়।

প্রথম তাকবীর: মনে মনে জানাযার নিয়ত করে প্রথম তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঠিয়ে পরে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকে বাঁধবে। নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসটি দুর্বল। জানাযা বা অন্য কোন সালাতের নিয়তের দোআ নেই যা মুখে পড়তে হয়। বরং নিয়ত মানে হল মনের সংকল্প। 'আমি জানাযার সালাত আদায় করছি' এতটুকু নিয়ত মনে মনে থাকাই যথেষ্ট। অতপর 'আউযুবিল্লাহ' 'বিস্মিল্লাহ' সহ সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। তবে ছানা পড়ার প্রয়োজন নেই। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিবে।

দ্বিতীয় তাকবীর: দ্বিতীয় তাকবীরের পর অন্যান্য সালাতে তাশাহুদে পরে যে দুরুদ পড়া হয় সে দুরুদ পাঠ করবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণ: 'আলগাচহুমা ছালেগ্চ আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা ছালগায়াতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ। আলগাচহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইল্লাকা হামীদুম মাজীদ।'

অর্থ: "হে আলগাচহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও

ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত”।
তারপর তৃতীয় তাকবীর দিবে।

তৃতীয় তাকবীর: তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে দোআ করবে। হাদীসে অনেকগুলো দোআ বর্ণিত হয়েছে। যে কোন দোআ পাঠ করা যায়। আমরা এখানে প্রসিদ্ধ ও বিদ্বন্দ্ব কয়েকটি দোআ তুলে ধরলাম।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّئِنَا وَمَيِّئِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَيْبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُذُنَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مَدْنَا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مَدْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ. اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়্বিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া ডাকরিনা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাছ মিন্না ফাআহয়ইহী আলাল ইসলাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাছ মিন্না ফাতাওয়াফ ফাছ আ’লাল ইমান, আল্লাহুম্মা লা-তুহরিমনা আজরাছ ওয়ালা তুদিলিগনা বা’দাছ।

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, নর ও নারীদের ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাহার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে প্রথভষ্ট করো না।”^{২১৭}

আরেকটি দোআ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ ذُرِّيَّتَهُ وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ وَاعْبِلْهُ بِالْمَاءِ وَالذَّلِيجِ وَالْبَرْدِ وَتَوَفَّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَوَفَّيْتَ النَّوْبَ الْبَيْضَ مِنَ الذَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ

^{২১৭} সুনানে ইবনে মাজাহ ১৪৯৮।

وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

অর্থ: “হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার অতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটি প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও।”^{২১৮}

অথবা এই দোআটি পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنِي فُلَانٍ فِي نَمَتِكَ وَحَبْلُ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِئْتَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ: “হে আল্লাহ! উম্মকের পুত্র উমুক তোমার যিম্মায়, তোমার প্রতিবেশিত্বে তথা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে, অতএব তুমি তাকে কবরের ফিৎনা এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও, তুমিই তো অঙ্গিকার পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী, অতএব তুমি তাকে মাফ করো এবং তার উপর রহম করো, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।”^{২১৯}

জানাযা নাবালেগ শিশুর হলে উপরোক্ত দোআর শেষে নিম্নের দোআটি পড়া যায়।

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِنَفْسٍ طَيِّبَةٍ وَتَحْرَأَ وَأَجْرًا

অর্থ: “হে আল্লাহ! তুমি এই বাচ্চাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী নেকী ও সযত্নে সংরক্ষিত সম্পদ ও সওয়াব হিসেবে কবুল করুন।”^{২২০}

^{২১৮} সহীহ মুসলিম ২২৭৬, সুনানে নাসায়ী ১৯৮৩, মুসনায়ে আহমদ ২৩৯৭৫, মেশকাত ১৬৫৫।

^{২১৯} সুনানে আবু দাউদ ৩২০৪, ইবনে মাজাহ ১৪৯৯, মেশকাত : ‘মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন-দাফনের অধ্যায়।

^{২২০} মুসনাফে ইবনে আবি শাইবা ৩০৪৫৭।

তারপর চতুর্থ তাকবীর বলবে।

চতুর্থ তাকবীর : চতুর্থ তাকবীরের পর সামান্য বিরতি নিয়ে সালাম ফিরাবে। প্রথমে ডানে পরে বামে সালাম ফিরাবে। সহীহ হাদীস অনুযায়ী শুধুমাত্র ডানে একবার সালাম ফিরানোও যায়েজ আছে। পবিত্র মক্কা-মদীনায জানাযার শেষে ইমাম সাহেবগণ একবার শুধুমাত্র ডানদিকে সালাম ফিরা। তবে বিতর্কের থেকে বাঁচতে গিয়ে উভয় দিকে সালাম ফিরালে কোন অসুবিধা নেই।

সালাম ফিরানো : সালাম ফিরানোর পরে অন্যান্য সালাতের শেষে যেরকম ইমাম মুক্তাদী মিলে সম্মিলিতভাবে দুহাত তুলে প্রচলিত মুনাজাত একটি স্বীকৃত বেদআত, ঠিক তেমনিভাবে জানাযার সালাতের শেষেও এরূপ করা বেদআত কাজ।

বর্তমান যুগে জানাযার পরপরই সকলে মিলে পুনরায় হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দো'আ করছেন। আবার কেউ একই দিনে বা দু'একদিন পরে আল্লীয়- স্বজন ডেকে দো'আর অনুষ্ঠান করছেন, এগুলি নিঃসন্দেহে বেদ'আত। জানা আবশ্যিক যে, জানাযার সালাতই হল মৃত ব্যক্তির জন্য একমাত্র দো'আ অনুষ্ঠান। এটা ব্যতীত মুসলিম মাইয়েতের জন্য পৃথক কোন দো'আর অনুষ্ঠান ইসলামী শরীয়তে নেই। জানাযার শেষে মিলাদের ঘোষণা দেওয়া আরেকটি বেদ'আত। যেরকম বেদ'আত খোদ মিলাদ। মৃত্যুর পরে তিন দিনা মীলাদ, চলিগ্‌শা মীলাদ, মৃত্যুবার্ষিকীর মীলাদ এগুলো সবই বেদ'আত। রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে কখনো এগুলো করেন নাই। অথচ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ছোট মেয়ে ফাতেমা (রাযি:) ব্যতীত অন্য সব সন্তানগুলো মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর মৃত্যুর পরে কোন সাহাবী এসব করেন নাই। এগুলো কোরআনে নাই, হাদীসে নাই, রাসূলুল্লাহ (সা:) করেন নাই, সাহাবীগণ করেন নাই। সুতরাং এগুলো যত ভাল উদ্দেশ্যেই করা হোক না কেন অবশ্যই তা বেদ'আত।

প্রশ্ন: জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর: জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার বিষয় নিয়ে উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সহীহ হাদীস অনুযায়ী জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা উচিত। কিন্তু কোন কোন আলেমদের মতে

জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়া আবশ্যিক নয়। বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা উভয় পক্ষের দলীল প্রমাণ পেশ করে সঠিক বিষয়টি সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষের দলীল-প্রমাণ

জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলো:

প্রথম দলীল: জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:-

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

অর্থ: “তালহা ইবন আবদুল্লাহ ইবন আউফ (রা:) (আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এর ভাই) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করলেন এবং (সালাম শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা) সুন্নাহ।”^{২২১}

আর এখানে সুন্নাহ বলতে ফরয ওয়াজিবের বিপরীত যে সুন্নাহ তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ফরয ওয়াজিবের বিপরীতে যে সুন্নাহ এটা পরবর্তী যুগের ফকীহ ও ইমামদের তৈরী করা পরিভাষা। রাসূলুল্লাহ (সা:) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং কুরআন ও হাদীসে যেখানেই ‘সুন্নাহ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই শাস্তিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর শাস্তিক অর্থে সুন্নাহ অর্থ হচ্ছে তরিক্বা। আর কোন সাহাবী যখন কোন কাজ সম্পর্কে বলেন, ‘এটাই সুন্নাহ’ তখন তার অর্থ দাড়ায় এটা রাসূলের সুন্নাহ বা রাসূলের তরিক্বা। কেননা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা:) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির পথ, মত ও তরিক্বাকে সুন্নাহ

^{২২১} সহীহ বুখারী ১৩৩৫, তিরমিযী ১০২৭।

বলতেন না। এটা সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। আলী (রাযি:) হতে মদ পানকারীর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

.... فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَدْ أَجْلَدَهُ فَجَلَدَهُ وَعَلَى يَبْعُدُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أُمِّسْكَ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ

অর্থ: “.... আলী (রাযি:) বললেন, হে আব্দুল্লাহ্‌র ইবনে জাফর, তুমি উঠ! এই মদ পানকারীকে বেত্রাঘাত কর। অতঃপর সে বেত্রাঘাত করতে লাগল আর আলী (রাযি:) গণনা করতে লাগলেন। যখন চল্লিশ বেত্রাঘাত পূর্ণ হল তখন বললেন, থাম! রাসূলুল্লাহ (সা:) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বকর (রাযি:) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আর উমর (রাযি:) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। আর এসবই হলো ‘সুন্নাহ’।”^{২২২}

এ হাদীসে সুন্নাহ বলতে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকাকেই বুঝানো হয়েছে। কোন পীর-বুয়ুর্গের তরিকা অথবা কোন আলেমদের তরিকা বা পরিভাষাগত সুন্নাহকে বুঝানো হয় নাই। সুতরাং ইবনে আব্বাসের হাদীসে জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা পড়াকে সুন্নাহ বলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিকাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। আর এ হাদীসটি হাদীসের বহু কিতাবে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় দলীল: রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত হিসাবে নামকরণ করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী এসম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস একত্র করে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি বলেন :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ سَمَّاها صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ

^{২২২} সহীহ মুসলিম ৪৫৫৪, সুন্নাহে আবু দাউদ ৪৪৮২, ৪৪৮৩, ইবনে মাজাহ ২৫৭১, আহমদ ৬২৪, ১১৮৪, বায়হাকী ১৭৯৭২, ১৭৯৮৪।

অর্থ: “নবী (সা:) এক হাদীসে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করলো।’ অপর আরেক হাদীসে বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর।’ আরেক হাদীসে বলেছেন: ‘তোমরা নাজাসী বাদশার জানাযার সালাত আদায় করো’ এই হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলেই উল্লেখ করেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকু ও সিজদা নেই।”^{২২৩}

এই হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহর রাসূল (সা:) জানাযার সালাতকে ‘সালাত’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর অপর হাদীসে উল্লেখ আছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

অর্থ: “উবাদা ইবনে সামেত (রা:) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (সালাতের মধ্যে) সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার সালাতই বিশুদ্ধ হবে না।”^{২২৪}

উপরোক্ত দুই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল জানাযা একটি সালাত। আর কোন সালাত সূরা ফাতিহা ব্যতীত সহীহ হয় না। সুতরাং জানাযার সালাতও সূরা ফাতিহা ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে সহীহ হবে না।

তৃতীয় দলীল: হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَازِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي التَّكْوِينَةِ الْأُولَى

অর্থ: “যাবির (রাযি:) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা:) আমাদের জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা আল ফাতিহা পড়তেন।”^{২২৫}

চতুর্থ দলীল: হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهَا مِنْ السُّنَّةِ

^{২২৩} সহীহ বুখারী ১৩২১।

^{২২৪} সহীহ বুখারী ৮২৩।

^{২২৫} মুসতাদরাকে হাকীম ১৩২৫।

অর্থ:- “তালহা ইবনে আব্দুলগাছ (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের (রাযি:) পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি। তিনি জানাযার সালাতে সুরাহ ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন এটাই হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিক্বা)।”^{২২৬}

পঞ্চম দলীল:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِرَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, আলগাছর রাসূল (সা:) জানাযার সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করলেন।”^{২২৭}

ষষ্ঠ দলীল:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَرَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَجَّهَرُ حَتَّى أَسْمَعْنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَتْ بِرِيْدِهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগাছ ইবনে আওফ (রা:) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত পড়লাম, তিনি সুরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং অপর একটি সুরা পাঠ করলেন এবং এত উচ্চস্বরে পাঠ করলেন যে আমরা শুনতে পেলাম। সালাত শেষে আমি তাঁর হাত ধরে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ইহা সুন্নাহ এবং ইহাই হক।”^{২২৮}

সপ্তম দলীল :

عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْفٍ ، وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ ، وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بِذُرٍّ ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِرَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ

অর্থ: “ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আবু উমামা সাহল ইবনে হুনাইফ যিনি আনসারদের প্রথম সারির একজন নেতা এবং আলেম ছিলেন

^{২২৬} সুন্নাহ আবু দাউদ ৩১৯৮।

^{২২৭} সুন্নাহ ইবনে মাজাহ ১৪৯৫।

^{২২৮} নাসাঈ ১৯৮৭ শায়খ আলবানী বলেন হাদীসটি সহীহ।

ও রাসূলুলগাছ (সা:) এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি বলেন, রাসূলুলগাছ (সা:) এর একজন সাহাবী আমাকে জানিয়েছেন যে, জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে রাসূলুলগাছ (সা:) এর পদ্ধতি হলো: প্রথমে ইমাম তাকবীর বলবে এরপর মনে মনে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে এরপর তিন তাকবীর বলার পর সালাত শেষ করবে।”^{২২৯}

জানাযার সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে কমপক্ষে ৩৬ টি সহীহ হাদীস রয়েছে। এবং দুর্বল হাদীস রয়েছে অনেক। এ সব হাদীস সমূহ একথার উজ্জ্বল প্রমাণ যে, জানাযার সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত। আরো প্রমাণিত যে, কোন কোন সময় শিক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চ:স্বরেও পড়া যাবে। আইস্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, বিশ্ববরণ্য উলামায়ে কেরাম ও উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামা ও মুহাদ্দিসীনদের অনেকেই এই মত গ্রহণ করেছেন। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি যাঁরা বলতেন- জানাযার সালাতে সুরা আল-ফাতিহা পড়া উচিত। ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাযাহ, ইমাম বায়হাকী, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ইমাম নাসাঈ, আলগামা আইনী, মোলগা আলী ক্বারী, ইমাম কাস্তালানী, হাফিজ ইবনে হাযার আসক্বালানী, শাহ আব্দুর রাহীম দেহলবী, শাহ ওলীউলগাছ মুহাদ্দিসে দেহলবী, আলগামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আলগামা আব্দুল আযীয বিন বায, কা'বা শরীফ ও মদিনা শরীফের সম্মানিত ইমামগণ। এমনকি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের কিছু অঞ্চল ব্যতীত মুসলিম বিশ্বের সকল উলামা-মাশায়েখ, আইস্মাহ-খুতাবা সহ গোটা মুসলিম উম্মাহর বাস্তব আমল হলো জানাযার সালাতে সুরা আল-ফাতিহা পড়া। এছাড়াও হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই জানাযার সালাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে কিছু হাদীস কিতাবের নামসহ উল্লেখ করা হলো:

আবু দাউদ:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَرَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ ذَهَبَا مِنَ السُّنَّةِ

^{২২৯} শরহু মাআ'নিল আ-ছার।

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রহ:) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাযি:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং বললেন, এটাই হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিকা)।”^{২০০}

তিরমিযী:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَرَأَ فَلَحَاحَةَ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ (

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রহ:) হতে বর্ণিত, একবার ইবনে আব্বাস (রাযি:) জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং বললেন, এটাই হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিকা) অথবা এটাই সুন্নাহর পূর্ণতার অংশ।”^{২০১}

নাসায়ী:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ وَجَّهَرَ حَتَّى أَسْمَعُ أَفْئِدَةً مَا فَرَغَ أَخْتُ بِرَيْدٍ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রা:) হতে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং আরো একটি সূরা পাঠ করলেন এবং জোরে আওয়াজ করে পড়ে আমাদেরকে শুনালেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিকা) এবং এটা হক্ব (সত্য)।”^{২০২}

এ হাদীসে দেখা গেল ইবনে আব্বাস (রাযি:) সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন এবং পরে এটাকে সুন্নাহ এবং হক্ব বলে দাবী করলেন। কিন্তু কেউ তার বিরোধীতা করলেন না। বুঝা গেল এটাই সত্য। এ হাদীসে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানোর যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা ইবনে

^{২০০} সুনানে আবু দাউদ ৩২০০।

^{২০১} সুনানে তিরমিযী ১০২৭।

^{২০২} সুনানে নাসায়ী ১৯৮৬।

আব্বাস (রাযি:) থেকে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস ও অন্য সাহাবীদের হাদীসের দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। এ হাদীসে জোড়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা তা'লীমের জন্য ক্বেরাতের কিছু অংশ জোড়ে পড়া যায় বলে প্রমাণিত হয়।

বায়হাকী :

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : سُنَّةٌ وَحَقٌّ

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রা:) হতে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিকা) এবং এটা হক্ব (সত্য)।”^{২০৩}

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَالَ : إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ .

অর্থ: “তালহা ইবনে আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রা:) হতে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। এবং তিনি বললেন, এটা হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিকা)।”^{২০৪}

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা

عن أبي الفهان الحذاء قال صليت خلف الحسن بن علي علي جنازة فلما فرغ أخذت بيده فقلت كيف صنعت قال قرأت عليها بفاتحة الكتاب (المصنف-ابن أبي شعبة - (١٩ / ٣٠٨)

অর্থ: “আবুল ফাহ্‌হান আল হায্‌যা বলেন, আমি হাসান ইবনে আলী (রাযি:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, যখন তিনি সালাত

^{২০৩} বায়হাকী ৭২০৪।

^{২০৪} বায়হাকী ৭২০৫।

শেষ করলেন আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনি কি করলেন? তিনি বললেন, আমি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছি।”

عن مكحول أنه كان يقرأ في التكبيرتين الأوليين في الصلاة على الميت بفاتحة الكتاب وإن امهلوه أن يدعو فيها دعاء (المصنف-ابن أبي شيبة - (١٩ / ٣٥٥)

অর্থ: “মাকহুল হতে বর্ণিত তিনি জানাযার সালাতের প্রথম দুই তাকবীরে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। এরপর সুযোগ পেলে দোআ পাঠ করতেন।”
عن قتادة عن رجل من همدان أن عبد الله بن مسعود قال قرأت عليها بفاتحة الكتاب (المصنف لابن أبي شيبة - (8 / ١٦٧)

অর্থ: “ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন যে, আব্দুলগ্‌তাহ ইবনে মাসউদ (রাযি:) বলেছেন যে, আমি তার উপর (মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতে) সূরা ফাতেহা পাঠ করেছি।”

আল মুনতাক্বা লি ইবনিল জারুদ :

سمعت طلحة بن عبد الله قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فأخذت بيده فقلت تقرأ بها قال إنها سنة وحق (المنتقى لابن الجارود - ١ / ١٨٥)

অর্থ: “তালহা ইবনে আবদুলগ্‌তাহ ইবনে আওফ (রা:) হতে বর্ণিত, আমি ইবনে আব্বাস (রা:) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। আমি তার হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কি উহা (সূরা ফাতেহা) পাঠ করেন’? তিনি বললেন, এটাই হলো সুন্নাহ (রাসুলের তরিক্বা) এবং এটাই হলো হক্ব (সত্য)।”^{২৩৫}

নাইলুল আওতার:

عن فضالة بن أبي أيمة قال: قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب - رواه البخاري في تاريخه (بستان الاحبار مختصر نيل الاوطار - ٢ / ١٢٦)

অর্থ: “ফাজালাহ ইবনে আবি উমাইয়্যাহ বলেন, আবু বকর এবং উমরের (রাযি:) উপর যিনি জানাযার সালাত আদায় করেছেন তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন।”^{২৩৬}

^{২৩৫} আল মুনতাক্বা লি ইবনিল জারুদ ১/১৪০।

^{২৩৬} মুখতাসার নাইলুল আওতার ২/১২৬।

বলুগুল মারাম মিন আদিলগ্‌তাহিল আহক্বাম :

عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنازة ربيعاً ويفرد فاتحة الكتاب في التكبير الأولى - رواه الشافعي بإسناد ضعيف (بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ١ / ١٥٤)

অর্থ: “জাবের (রাযি:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) আমাদের জানাযার (সালাতের সময় লাশের) উপর চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন।”^{২৩৭}

عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير الأولى سرا في نفسه (تحفة الأحوذ - ٧ / ١٥٦)

অর্থ: “ইমাম জুহরী (রহ:) বলেন, আমাকে আবু উমামা ইবনে সাহাল জানিয়েছেন যে, তাকে রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) এর সাহাবীদের থেকে একজন বলেছেন, নিশ্চয়ই জানাযার সালাতের মধ্যে সুন্নাহ হলো ইমাম প্রথমে তাকবীর বলবে অত:পর প্রথম তাকবীরের পরে চুপিসরে মনে মনে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে।”^{২৩৮}

মোদ্দা কথা : সহীহ দলীল ও মুসলিম উম্মাহর বাস্তব আমল অনুযায়ী সূরাহ ফতিহা পড়া ব্যতিত জানাযার সালাত পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয় না। জানাযার সালাতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা আল-ফতিহা পড়া উচিত। দুনিয়ার বুকে সালাত (الصلاة) নামে যত ইবাদাত আছে সেই ইবাদাতের অর্থাৎ সেই সালাতের অস্তিত্বই হচ্ছে সূরা আল-ফতিহা। কেননা আলগ্‌তাহ (সুব:) সূরাহ আল ফাতিহার নাম রেখেছেন সালাত। সেই সালাত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, নফল যাই হোকনা কেন। যেমন: ছালাতুল ঈদাইন, ছালাতুল ইস্তিষ্কা, ছালাতুল জানাযা এ সকল সালাতেও সূরা আল-ফতিহা পড়া উচিত।

^{২৩৭} বলুগুল মারাম মিন আদিলগ্‌তাহিল আহক্বাম ১/১৫১, ইমাম শাফী (রহ:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব ‘কিতাবুল উম্ম’ এ দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

^{২৩৮} তুহফাতুল আহওয়ামী ৮/১০৮।

যারা সূরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে তাদের দলীল

প্রশ্ন: যারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন না তাদের দলীল কী?

উত্তর: যারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিরোধীতা করেন, তারা সহীহ হাদীস এবং সাহাবাদের আমলের বিরুদ্ধে কিয়াস বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা দলিল পেশ করেন।

তাদের প্রথম দলীল:

عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت

অর্থ: “নাফে’ (রহ:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুলগাছ ইবনে উমর (রাযি:) জানাযার সালাতে ক্বিরাত পড়তেন না।”^{২৭৯}

আমাদের জবাব :

মূলত: ইবনে উমর ‘জানাযার সালাতে ক্বিরাত পড়তেন না’ এর দ্বারা সূরা ফাতেহা পড়াকে না করা হয় নাই। বরং সূরা ফাতেহার সাথে অন্য ক্বেরাত পড়া না করা হয়েছে। এর দলীল এই যে, ইবনে আব্বাস (রাযি:) যখন সূরা ফাতেহা পড়াকে সুন্নাহ বলে আখ্যায়িত করলেন তখন ইবনে উমর বা অন্য কোন সাহাবী এর বিরোধীতা করেন নাই। এতে বুঝা গেল যে, জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামদের ইজমা’ হয়ে গেছে। আমাদের এই বক্তব্য মেনে নিলে ইবনে আব্বাস (রাযি:) ও ইবনে উমর (রাযি:) এর হাদীসের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা অসামঞ্জস্যতা থাকে না। আর যখন দুই হাদীসে ‘তাআ’রুয’ বা সংঘর্ষ দেখা যায় তখন সর্বপ্রথম এই চেষ্টা (অর্থাৎ দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য করে আমল করা) করাটাই সমস্ত ফুকুহা ও মুহাদ্দিসীনদের মূলনীতি। তাছাড়া এখানে বলা হয়েছে ইবনে উমর ‘জানাযার সালাতে ক্বিরাত পড়তেন না’ এখানে ইবনে উমর এটাকে সুন্নাহ বলে দাবি করেন নাই। অথবা রাসূলুলগাহ (সা:) এরকম করতেন বা করতে বলেছেন এরকম কোন দাবিও করা হয় নাই। সুতরাং অনেকগুলো মারফু’ হাদীসের বিপরীতে একমাত্র ইবনে উমরের আমলকে দলীল হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়।

^{২৭৯} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১১৪০৪।

তাদের দ্বিতীয় দলীল : যুক্তি।

তাদের দ্বিতীয় দলীল হল যুক্তি। যেমন: ইমাম তিরমিযী (র:) তাদের মতামত বয়ান করতে গিয়ে বলেন,

وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة

অর্থ: “কতিপয় আহলুল ইল্ম বলেন, জানাযার সালাতে ক্বেরাত পড়বে না। কেননা জানাযার সালাত হলো আলগাহর প্রশংসা, নবীর প্রতি দুরুদ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ। এটাই ইমাম সাওরী ও কুফাবাসীদের বক্তব্য।”^{২৮০}

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ (রহ:) এর দলিল হিসেবে পেশ করেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا صلاتكم على الميت فإخلصوا له الدعاء

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুলগাহ (সা:) বলেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় কর তখন তোমরা তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দোআ করো।”^{২৮১}

আমাদের জবাব: এ হাদীস দ্বারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা না পড়ার দলীল পেশ করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ হাদীসে বলা হয়েছে ‘তোমরা তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দোআ করো’। এতে সূরা ফাতেহা না পড়ার কথা কোথায় আছে? বরং সূরা ফাতেহার পরে দুরুদ পাঠ করে তারপর যে দোআ পাঠ করা হয়, সেই দোআর কথা-ই এ হাদীসে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে :

عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تخلص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ، ثم تسلم في نفسك

^{২৮০} সুন্নাহে তিরমিযী : জানাযার অধ্যায়।

^{২৮১} সুন্নাহে আবু দাউদ ৩২০১, ইবনে মাজাহ ১৪৯৭, বায়হাকী ৭২১৫।

অর্থ: “যুহরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু উমামা (রাযি:) কে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের নিকট বর্ণনা করতে শুনেছি তিনি বলেন, নিশ্চয়ই জানাযার সালাতের সুন্নাহ (তরিক্বা) হলো প্রথমে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। তারপর নবী (সা:) এর উপর দুরূদ পড়বে। তারপর মৃত ব্যক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে সালাতের শেষ পর্যন্ত দোআ করবে। ... অতঃপর সালাম ফিরাবে।”^{২৪২}

এভাবে জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ও একনিষ্ঠভাবে দোআ করা দুটোকেই এক হাদীসে একত্র করে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পরেও জানাযার সালাতকে দোআ বলে আখ্যায়িত করে সহীহ হাদীস থেকে দূরে সরে থাকা কোন ভাল মুমিনের লক্ষণ নয়। সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও যুক্তি ক্রিয়াস দিয়ে দলীল পেশ করা কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না।

ইমাম তিরমিযি (র:) বর্ণিত কতিপয় লোকদের বক্তব্যের জবাব:

ইমাম তিরমিযি (র:) কতিপয় কুফাবাসীদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে না। কেননা জানাযার সালাত মূলত: আলগাচাহর প্রশংসা ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ ছাড়া কিছুই নয়। তাদের এই বক্তব্য যেহেতু সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে ক্রিয়াস বা যুক্তি পেশ করার শামীল তাই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূলুলগাচাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সকল প্রকার সালাতের ভিতরে সূরা ফাতেহা পড়া আবশ্যিক। তাছাড়া জানাযার সালাত আলগাচাহর প্রশংসা ও মৃতব্যক্তির জন্য দোআ হওয়াতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার সাথে কোন বিরোধ নেই। কেননা সূরা ফাতেহার মধ্যেই আলগাচাহর প্রশংসা রয়েছে। আবার তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য দোআর ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে কোন বাধা নেই। একারণেই হানাফী মাযহাবের অনেক বড় বড় আলেম দোআ হিসাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন। বরং অনেকে মুস্তাহাব বলেছেন। যদি উপরোক্ত কতিপয় লোকদের বক্তব্য অনুযায়ী সাংঘর্ষিক কিছু থাকতো তাহলে আবার দোআ হিসাবে অনুমতি দেন কিভাবে? এ

^{২৪২} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১১৪৯৭, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৮।

কারণেই সম্ভবত ইমাম তিরমিযি (র:) তাদের বক্তব্য বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ‘بعض اهل الكوفة’ বা কতিপয় কুফাবাসী বলে তিরস্কার মূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম তিরমিযি (র:) এর এই চালাকী না বুঝতে পেরে কিছু লোক মনে করে তিরমিযি শরিফে জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে দলীল রয়েছে। মূলত: বিষয়টি তা নয়। বরং ইমাম তিরমিযি (র:) ঐ লোকগুলোর দলীল প্রমাণ-বিহীন, যুক্তিনির্ভর ভ্রান্ত মতবাদকে তুলে ধরেছেন মাত্র।

তাদের তৃতীয় দলীল :

কোন কোন ব্যরিষ্টার উকিল সূলভ দলীল পেশ করে বলেন :

واستدل ... علي ترك القراءة في التكبير الأولى بتركها في باقي التكبيرات و ترك التشهد

অর্থ: “যেহেতু জানাযার সালাতে শেষের তাকবীর গুলোর পরে সূরা ফাতেহা নেই, সেহেতু প্রথম তাকবীরের পরেও সূরা ফাতেহা থাকবে না।”^{২৪৩}

আমাদের জবাব :

এটি একটি শিশু সূলভ যুক্তি। কারণ শেষের তাকবীর গুলোতে সূরা ফাতেহা না থাকা যদি প্রথম তাকবীরের পরেও না থাকাকে আবশ্যিক করে তাহলে যত প্রকার ফরয, ওয়াজিব ও নফল সালাত রয়েছে তাতেও সূরা ফাতেহা পড়া উচিত নয়। কেননা তাতেও রসূলুর তাকবীরের পরে, সিজদার তাকবীরের পরে সূরা ফাতেহা নেই। অতএব প্রথম তাকবীরের পরেও থাকবে না। অথচ এক্ষেত্রে তারা এরকম যুক্তি পেশ করেন না। তাহলে জানাযার সালাতে এই যুক্তি কেন? যেখানে সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা:) এর হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ করা হয়েছে **وَأَجِدُ وَاحِدَةً** “শুধুমাত্র একবারই পাঠ করবে”। এটাকি হাদীসের বিরুদ্ধে হঠকারিতা নয়?। হাদীসের বিরুদ্ধে এ ধরনের চক্রান্ত না করে নিজেদের ভুল স্বীকার করে সহীহ হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং জানাযার সালাতে

^{২৪৩} ‘তুহ’ফাতুল আহ’ওয়াযী মুহাম্মদ আর মুবারকপুরি ৮ম খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা।

প্রথম তাকবীরের পরে নিয়মিতভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করার অভ্যাস করুন।

ইবনে আব্বাস (রাযি:) এর হাদীসের অপব্যখ্যা : যারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিপক্ষে তারা ইবনে আব্বাসের (রাযি:) হাদীস সম্পর্কে বলেন, **أَنَّهُ قَرَأَهَا عَلَيَّ قَصْدَ الثَّانَاءِ لَا عَلَيَّ قَصْدَ الْقِرَاءَةِ**, অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রাযি:) জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন ছানা বা দোআ হিসেবে, কেরাত হিসেবে নয়”^{২৪৪}

আমাদের জবাব : এটি একটি অমূলক দাবী, যার কোন ভিত্তি নেই। নষ্ট মনের ব্যর্থ চেষ্টা। এদিকে কোন ভ্রমক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম ‘আত-তা’লীকুল মুমাজ্জাদ’ নামক কিতাবের লেখক বলেন,

قد صنف حسن الشرنبلالي من متأخري أصحابنا يعني الحنفية رسالة سماها بالنظم المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأمر الكتاب ورد فيها علي من ذكر الكراهة بدلائل شافية, وهذا هو الأولي لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

অর্থ: “আমাদের (হানাফীদের) মুতাআখিরীনদের মধ্যে হাসান শারামবুলালী একটি কিতাব লিখেছেন ‘আন-নয়মুল মুসাতাতাব বি-হুকমিল ক্বিরাত ফি সালাতিল জানাযা বি-উম্মিল কিতাব’। এই কিতাবে তিনি যারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করাকে নাযায়েজ বা মাকরুহ বলেন, তাদেরকে যথাযথভাবে প্রতিহত করেছেন। অতঃপর বলেন, ‘জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা’ এটাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) এবং তার সাহাবাদের থেকে ইহা প্রমাণিত।”^{২৪৫}

ইবনে আব্বাস (রাযি:) এর হাদীসের আরো একটি অপব্যখ্যা : যারা জানাযার সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার বিপক্ষে তারা ইবনে আব্বাসের (রাযি:) হাদীসে বর্ণিত ‘এটাই সুন্নাহ’ এর ব্যখ্যা করে বলেন যে, এখানে সুন্নাহ বলতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর তরিক্বা নয় বরং

^{২৪৪} শরহে আবু দাউদ লিল আইনী ৬/১৪২।

^{২৪৫} শরহ সুন্নাহু-তিরমিযী ১৯/১৩৪।

আমভাবে সমস্ত তরিক্বাকে শামিল করা হয়েছে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ ও মুস্তাহাব যেকোনটাই হতে পারে। সুতরাং ইবনে আব্বাসের হাদীস দ্বারা সূরা ফাতেহা পাঠ করা কে জরুরী বা আবশ্যিক বলা যায় না বরং মুস্তাহাবও হতে পারে।

আমাদের জবাব : হ্যাঁ! এটি একটি বৈধ ব্যখ্যা বটে, যদি এরকম ব্যখ্যার প্রয়োজন হতো অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা:) এর হাদীসের বিপরীতে কোন হাদীস থাকত তাহলে এ জাতীয় ব্যখ্যা করার প্রয়োজন মিলত। কিন্তু সেরকম কোন হাদীস এখানে নেই। যদি তারা বলেন, সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হয় সালাতের ভিতরে যেমন হাদীসে বলা হয়েছে :

عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

অর্থ: “উবাদা ইবনে সামেত (রাযি:) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (সালাতের মধ্যে) সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার কোন সালাত নাই।”^{২৪৬}

আর জানাযার সালাতে রুকু-সিজদাহ না থাকার কারনে এটাকে সালাত বলা যায় না বরং দোআ বলা যায়। যেহেতু সালাত বলা যায় না তাই সূরা ফাতেহাও পড়া যাবে না। আর পড়া গেলেও দোআ হিসেবে পড়া যেতে পারে, কেরাত হিসেবে নয়।

এর প্রতি উত্তরে আমরা বলব, জানাযার সালাতকে আপনারা সালাত না বললেও রাসূলুল্লাহ (সা:) সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ ... وَقَالَ ... صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ... وَقَالَ ... صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ ... سَمَّاها صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ

অর্থ: “নবী (সা:) বলেছেন ... যে ব্যক্তি জানাযার উপর অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উপর (জানাযার) সালাত আদায় করল ...। অপর হাদীসে বলেছেন ... তোমরা তোমাদের সঙ্গীর উপর (জানাযার) সালাত আদায় কর ...। অপর হাদীসে বলেছেন ... তোমরা নাজ্জাশীর উপর (জানাযার) সালাত আদায়

^{২৪৬} সহীহ বুখারী ৮২৩।

কর ...। ইমাম বুখারী বলেন, এই সবগুলো হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন অথচ এর মধ্যে রুকু ও সিজদা নেই।”^{২৪৭}

এবারে আমরা আমাদের প্রতিপক্ষের কথার সূত্র ধরে বলতে চাই যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর ইসলামে যত সালাত আছে ফরয, ওয়াজিব, নফল, মুস্তাহাব, জুমু’আ, ঈদ, তাহাজ্জুদ সব সালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হয়। সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে কোন সালাত পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করে না। অতএব জানাযার সালাতেও সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে জানাযার সালাত পূর্ণ সালাত হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করবে না।

প্রশ্ন: জানাযার সালাতে রুকু-সেজদাহ নাই কেন? রুকু সিজদাহ বিহীন সালাত হয় কি করে?

উত্তর: জানাযার সালাতে রুকু-সেজদাহ নাই কেন সেটা আলগা (সুব:) ও তাঁর রাসূল (সা:) -ই ভাল জানেন। রুকু-সেজদাহ বিহীন সালাত হয় কি করে সেটাও আলগা (সুব:) ও তাঁর রাসূল (সা:) -ই ভাল জানেন। কেননা পূর্বে আমরা অনেকগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর পরেও যদি কারো আপত্তি থাকে সে আপত্তি আমাদের বিরুদ্ধে নয় বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বিরুদ্ধে আপত্তি করা হবে যে, কেন তিনি রুকু-সেজদাহ বিহীন জানাযার সালাতকে সালাত বলে আখ্যায়িত করলেন? এ জাতীয় প্রশ্ন করা কোন মুমিন-মুসলিমের কাজ নয়। মুমিনদের কাজ কুরআন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন কিছু জানা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ‘সামি’না ওয়া আত্বা’না’ অর্থাৎ শুনলাম এবং মানলাম বলে মেনে নেওয়া।

জানাযার সালাতে রুকু-সেজদাহ না থাকার বাহ্যিক কারন হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ‘যেহেতু জানাযার সালাতের সামনে লাশ থাকে তাই

রুকু-সেজদাহ করলে আলগা ছাড়া গাইরুল্লাহকে সেজদাহ করার মত মনে হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানুষকে সেজদাহ করা যায়েজ বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সুরেশ্বরের পীর লিখেছেন : “সিজদা দুই প্রকার। সিজদাতুল ইবাদাহ বা ইবাদতের নিয়তে সিজদা এবং সিজদাতুত-তাহিয়াহ সম্মান প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে সিজদা। ইবাদতের নিয়তে সিজদা আলগা তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। সিজদায়ে তাহিয়াহ আলগা তাআলা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে পাঁচ অবস্থায় করা যায়েজ। নবীর প্রতি উম্মতের, পীরের প্রতি মুরীদের, বাদশাহর প্রতি প্রজার, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, মনিবের প্রতি দাসের ইত্যাদি সব অবস্থায় সিজদা জায়েয।”^{২৪৮}

অথচ আলগা ছাড়া কাউকে সেজদাহ করা হারাম। চাই ইবাদতের উদ্দেশ্যে হোক অথবা সম্মান প্রদর্শনের জন্য হোক। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সেজদা করার জন্য যখন সাহাবায়ে কিরাম অনুমতি চাইলেন তখন তিনি বললেন, ‘আলগা ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যদি সেজদা করা যায়েজ হত তাহলে আমি মহিলাদেরকে বলতাম, তাদের স্বামীদের উদ্দেশ্যে সেজদা করার জন্য’। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা:) সেজদাকে কোনন ভাগে ভাগ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা:) কে যখন সেজদা করা যায়েজ না হওয়া সত্ত্বেও যারা সেজদাকে দুইভাগে ভাগ করে মানুষের জন্য সেজদা করা যায়েজ করল নিশ্চয়ই তারা শয়তানের চেয়েও জঘন্য বিভ্রান্তকারী ও ধোঁকাবাজ। জানাযার সালাতে রুকু-সেজদা থাকলে এ জাতীয় লোকেরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলতো এইতো মানুষকে সেজদা করার দলীল পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত সে কারনেই জানাযার সালাত থেকে রুকু-সেজদাহ বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রকৃত রহস্য আলগা (সুব:) ভাল জানেন।

^{২৪৭} সহীহ বুখারী ১৩২১।

^{২৪৮} সিররে হকু জামে নূর পৃষ্ঠা ৮৫। লিখক: মৌলানা মোর্শেদানা শাহ সূফী সৈয়দ আহমদ আলী ওরফে হযরত জানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী রা:।?

الدَّقْنُ وَتَوْبَةُ ٤٠

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ও তার আনুসঙ্গিক বিষয়

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব, যদিও সে কাফের হয়। কেননা বদরের যুদ্ধে যে সত্তরজন কাফের নিহত হয়েছিল তাদের সকলকেই টেনে হিঁচরে ‘কালীবে বদর’ বা বদরের একটি গর্তে নিক্ষেপ করা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَذَبَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُلْقُوا لِي بِدَرْفَانَا هُمَيْرًا وَرَوَافًا قَرِيشَ... فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخِذَ أَرْجُلُهُمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلْبِ بَدْرٍ

অর্থ: “আনাস (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবায়ে কিরামদের কে ডাকলেন এবং তারা বদরের দিকে রওয়ানা করলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে কুরাইশের নেতৃবৃন্দের মুখোমুখি হলেন। ... রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদের ব্যাপারে হুকুম জারি করলেন। অতঃপর তাদেরকে পা ধরে টেনে হিঁচরে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা হল।”^{২৪৯}

প্রশ্ন: কবর কিভাবে তৈরী করতে হবে? এবং তাতে মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে রাখতে হবে?

উত্তর: কবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও মধ্যস্থলে বিঘত খানেক উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা নাজায়েয। ‘লাহদ’ ও ‘শাকু’ দু’ধরনের কবর জায়েয আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে ‘পাশখুলি’ ও ‘বাক্স কবর’ বলা হয়। তবে ‘লাহদ’ উত্তম। মাইয়েতকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পুরুষদের। মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নিকটবর্তীগণ ও সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিগণ এই দায়িত্ব পালন করবেন, যিনি পূর্বরাতে (বা দাফনের পূর্বে) স্ত্রী সহবাস করেননি। পায়ের দিক দিয়ে মুরদা কবরে নামাবে (অসুবিধা হলে যেভাবে সুবিধা সেভাবে কবরে নামাবে)। মুরদাকে ডান কাতে ক্রিবলামুখী করে শোয়াবে। এই সময় কাফনের কাপড়ের গিরাগুলি খুলে দেবে। কবরে শোয়ানোর সময় এই দোআ বলবে:

^{২৪৯} সুনানে আবু দাউদ ২৬৮৩, মুসনাদে আহমদ ১৩২৯৬, বায়হাকী ১৮৯০৪।

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিলল্লাতি রাসূলিল্লাহ সালাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ: “আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের দ্বীনের উপরে”^{২৫০}
‘মিলল্লাতি’ এর স্থলে ‘সুল্লাতি’ বলা যাবে। কবর বন্ধ করার পরে উপস্থিত সকলে (বিসমিল্লাহ বলে) তিন মুষ্টি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে।

একটি ভুল মাসআলা :

কবরে তিন মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় নিম্নের আয়াতটির তিন অংশ তিনবার পড়া হয়। ইসলামী শরিয়তে এই আয়াত পাঠ করার কোন সহিহ দলিল নেই। আয়াতটি হলো:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থ: “মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব”^{২৫১}

এমনিভাবে নিম্নের দোআটিও পাঠ করা হয়। এরও কোন সহীহ দলীল নেই।

اللَّهُمَّ أَجْرِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণ: “আল্লাহুম্মা আজিরহা মিনাশ শায়টানি, ওয়া মিন ‘আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়া মিন ‘আযা-বিন্ না-র”।

হাদীসটি ‘ইবনে মাজাহ’-তে দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য বায়হাকী-তে ‘মাক্বুল’ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন: যদি কেউ সাগরে মারা যায় অথবা বন্যার সময় মারা যায় যখন দাফন করার কোন ব্যবস্থা না থাকে তখন কি করা যাবে?

উত্তর: সাগরবক্ষে মৃত্যুবরণ করলে অথবা বন্যার সময় মারা গেলে যদি কবর দেওয়ার ব্যবস্থা না করা যায় এবং স্থলভাগ না পাওয়া যায় তাহলে

^{২৫০} মুসনাদে আহমদ ৪৮১২, ইবনে মাজাহ ১৫৫০, বায়হাকী ৬৮৪৮।

^{২৫১} সূরা ত্বা-হা ২০:৫৫।

গোসল, কাফন ও জানাযা শেষে কবরে শোয়ানোর দোআ পড়ে লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেবে।^{২৫২}

কিছু মাসআলা:

কবরে যতদিন মুমিনের লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সম্মান করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না। যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও মাটি হয়ে যায়, তাহলে সেখানে পুনরায় দাফন করা যাবে ও সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। কিন্তু তাই বলে যেকোন সাধারণ অজুহাত কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু নির্মাণ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।^{২৫৩}

কবর খুঁড়তে গিয়ে যদি প্রথম দিকেই মৃত ব্যক্তির হাড় পাওয়া যায়, তাহলে কবর খনন বন্ধ করবে। কিন্তু যদি খনন শেষে পাওয়া যায়, তবে হাড়টিকে কবরের একপাশে রেখেই সেখানে নতুন লাশের কবর দিবে। কেননা এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয আছে।^{২৫৪}

যদি বিনা জানাযায় কারো দাফন হয়ে যায়, তাহলে কবরের সামনে তার জানাযার সালাত আদায় করা যাবে।

যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যান এবং তার পেটে জীবিত বাচ্চা আছে বলে অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত হন, তাহলে পেট কেটে বাচ্চা বের করে আনা জায়েয আছে।

শরঈ ওয়র বশত: জরুরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উঠানো ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে।^{২৫৫}

زِيَارَةُ الْقُبُورِ

কবর যিয়ারত

প্রশ্ন: যিয়ারত শব্দের অর্থ কী? ইসলামে কবর যিয়ারতের বিধান কী?

^{২৫২} বায়হাকী ৪/৭।

^{২৫৩} ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩০১। তালখীস পৃ: ৯১।

^{২৫৪} ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩০১।

^{২৫৫} ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩০১-২।

উত্তর: যিয়ারত শব্দের অর্থ : দেখা-সাক্ষাত করা, ভ্রমন করা, সফর করা। কবর যিয়ারত বলতে, কারো কবর দেখতে যাওয়া কে বুঝায়। চাই ভাল মানুষের কবর হোক অথবা খারাপ মানুষের কবর হোক, মুমিনের কবর হোক কিংবা কাফেরের কবর হোক, যেকোন কবর দেখতে যাওয়া কে কবর যিয়ারত বলে।

ইসলামে কবর যিয়ারতের বিধান :

কবর যিয়ারত করা সুন্নত। এর দ্বারা মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। কবরের আযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বিগলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই কেবল কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নাহলে ইসলামের প্রথমে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهُمَا إِنَّمَا تَنْكُرُ الْآخِرَةَ

অর্থ: “রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর কেননা উহা আখেরাতকে স্বরণ করিয়ে দেয়।”^{২৫৬}

নারী-পুরুষ সবার জন্য এই অনুমতি রয়েছে। তবে ঐসব নারীদের জন্য লা'নত করা হয়েছে, যারা কবর যিয়ারতের সময় সরবে কান্নাকাটি ও বিলাপ ধ্বনি করে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

অর্থ: “আবু হুরায়রা (রাযি:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আলগা (সুব:) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন।”^{২৫৭}

যিয়ারতের সময় এমন কাজ করা নিষেধ, যা করলে আলগা নাখোশ হন। যেমন: কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা, সেখানে বসা, সালাত আদায়

^{২৫৬} মুসনাদে আহমদ ২৩০০৫, তিরমিযী ১০৫৪, নাসায়ী ৪৪৪২, সামান্য ভিন্ন পরিবর্তনে সহীহ মুসলিম ২৩০৫, আবু দাউদ ৩২৩৭।

^{২৫৭} বায়হাকী ৭৪৫৫।

বা সিজদা করা, তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা, সেখানে দান-ছাদাকা ও মানত করা, গর-ছাগল, মোরগ ইত্যাদি ‘হাজত’ দেওয়া বা কুরবানী করা প্রভৃতি।

উপরোক্ত শিরকী আকীদা ও আমল থেকে মুক্ত মন নিয়ে কেবল মৃতের জন্য দোআ এবং আখেরাতকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করতে হবে। নইলে ঐ যিয়ারত গোনাহের কারণ হবে। তাছাড়া যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও নেকীর জন্য কা’বা গৃহ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র সফর করা নিষিদ্ধ। (তবে ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেখা-পড়ার জন্য সফর করা যাবে)।

বর্তমানে ওরসের নামে এবং মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তির নেশায় মানুষ যেভাবে বিভিন্ন মাযারে ছুটছে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, এর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই হারাচ্ছেন। কেননা আলগ্‌তাহ ও রাসূল (সা:) এর আদেশের বিরোধিতা করলে কেবল আলগ্‌তাহর গযব লাভ হয় ও তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

যিয়ারতের আদব : এই সময় নিজের মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করবে এবং কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে খালেছ মনে নিম্নোক্ত দোআ সমূহ পাঠ করবে। দোআর সময় দু’হাত উঠানো যাবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

... حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ طَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: “... বাকী গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরে দোআ করার সময় রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন।^{২৫৮}

এই সময় শ্রেফ দোআ ব্যতীত সালাত-তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দান-সাদাকা ইত্যাদি করার কোন সহীহ দলীল নেই। সুতরাং যা ইসলামে নাই এমন কোন নতুন ইবাদত তৈরী না করে কোরআন ও হাদীসে যা আছে তা আমল করা উচিত। যেসকল দোআ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিম্নে পেশ করা হল।

১ম দোআ : এটি রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) আয়েশা (রা:) কে শিক্ষা দিয়েছিলেন:

^{২৫৮} মুসলিম হা/২৩০১, মুসনাদে আহমদ ২৫৮৫৫, ‘জানায়ের’ অধ্যায়, ৩৫ অনুচ্ছেদ; তালখীস পৃ: ৮৩।

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنُحَافِظُونَ

উচ্চারণ: আসসালামু ‘আলা আহলিদ দিয়ারি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুলগ্‌তাহুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা’খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আলগ্‌তাহ্ বিকুম লা লা-হেকুনা।

অর্থ: মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আলগ্‌তাহ রহম করুন! আলগ্‌তাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।^{২৫৯}

২য় দোআ : এটি রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:) অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنُحَافِظُونَ سَأَلَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَظِيمَةَ

উচ্চারণ: আসসালামু ‘আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আলগ্‌তাহ্ লা লা’হিকুনা। আস্ ‘আলুলগ্‌তাহা লানা ওয়া লাকুমুল আ’ফিয়াতা।

অর্থ: মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক! আলগ্‌তাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আলগ্‌তাহর নিকটে মঙ্গল কামনা করছি।^{২৬০}

তিরমিযী বর্ণিত ‘আসসালামু’ আলায়কা ইয়া আহলাল কুবুরে! ইয়াগফিরলগ্‌তাহ্ লানা ওয়া লাকুম’ বলে প্রসিদ্ধ হাদীসটি ‘যঈফ’।^{২৬১}

জ্ঞাবত : কাফির-মুশরিক বাপ-মায়ের কবর যিয়ারত করা যাবে। ক্রন্দন করা যাবে। কেননা এর মাধ্যমে মৃত্যুকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সালাম করা যাবে না। তাদের জন্য আলগ্‌তাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূলুলগ্‌তাহ (সা:)-কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য অতটুকুই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।^{২৬২} পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

^{২৫৯} সহীহ মুসলিম হা/২৩০১।

^{২৬০} মুসলিম হা/২৩০২।

^{২৬১} তিরমিযী হা/১০৫৩।

^{২৬২} মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة : ১১৩]

অর্থ: “নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।”^{২৬৩}

مَا يَحْرُمُ عِنْدَ الْقُبُورِ

কবরের কাছে যা করা হারাম

- (১) কবর উঁচু করা, পাকা ও চুনকাম করা, সমাধি সৌধ নির্মাণ করা, গায়ে নাম লেখা, কবরের উপরে বসা, কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা।
 - (২) কবরে মসজিদ নির্মাণ করা, সেখানে মেলা বসানো, ওরস করা, ধুয়ে-মুছে সুন্দর করা ও কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করা।
 - (৩) কবরের নিকটে গরু-ছাগল, মুরগী ইত্যাদি যবেহ করা। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের কবরের পাশে এগুলি করা হত।
 - (৪) কবরে ফুল দেওয়া, গেলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টাঙ্গানো ইত্যাদি।
 - রাসূল (সা:) বলেন, আলগাছ আমাদেরকে ইট, পাথর ও মাটি ইত্যাদিকে কাপড় পরিধান করাতে নির্দেশ দেননি।
 - (ক) রাসূলুলগাছ (সা:) প্রার্থনা করেছেন,
- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنًا يَعْبُدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ "

অর্থ: “হে আলগাছ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করো না। আলগাছের গযব কঠোরতর হয় ঐ জাতির উপরে, যারা তাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করে।”^{২৬৪}

(খ) আজকাল কবরকে ‘মাযার’ বলা হচ্ছে। যার অর্থ: পবিত্র সফরের স্থান। অথচ রাসূলুলগাছ (সা:) বলে গেছেন, ‘(নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে)

^{২৬৩} সূরা তাওবা ৯:১১৩।

^{২৬৪} মেশকাত।

তিনটি স্থান ব্যতীত সফর করা যাবে না, মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকাসা ও আমার এই সমজিদ।

তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সফর করা যাবে।

তিনি তার উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন:

لَا تَجْعَلُوا بَيْوتكم قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا

অর্থ: তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানাইও না এবং আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না।

(গ) মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি উম্মতকে সাবধান করে বলেন:

عَنْ جَنْدَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْهُمْ أَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ " . رواه مسلم

عَنْ جَنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنْهُمْ أَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ

অর্থ: ‘.... সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি।’

(ঘ) কবরে মসজিদ নির্মাণকারী ও সেখানে মৃতব্যক্তির ছবি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে রাসূলুলগাছ (সা:) বলেন: **أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** অর্থ: “এরা ক্রিয়ামতের দিন আলগাছের নিকটে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে।”

কবরে প্রচলিত শিরক সমূহ:

- (১) কবরে সিজদা করা।
- (২) সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করা।
- (৩) সেখানে বসা ও আলগাছের কাছে সুপারিশের জন্য তাঁর নিকটে প্রার্থনা করা।
- (৪) সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা।
- (৫) কবরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা।
- (৬) তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা।
- (৭) তাকে খুশী করার জন্য কবরে নযর-নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেওয়া।
- (৮) সেখানে মান্নাত করা।

- (৯) ছাগল-মোরগ ইত্যাদি হাজত দেওয়া।
 (১০) সেখানে বর্ষিক ওরস ইত্যাদি করা।
 (১১) মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত পীরের বদ দোআয় ধবংস হয়ে যাবে, এই ধারণা পোষণ করা।
 (১২) সেখানে নযর-মান্নত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।
 (১৩) খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা না দিলে পীরের বদ দোআ লাগবে, এমন ধারণা করা।
 (১৪) নদী ও সাগরের মালিকানা খিযিরের (আ:) মনে করে তাকে খুশী করার জন্য সাগরে বা নদীতে হাদিয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।
 (১৫) মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজাল মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতালালী মনে করা।
 (১৬) এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত পীর কবরে জীবিত আছেন ও ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন।
 (১৭) তিনি ভক্তের ডাক শোনে এবং তার জন্য আলগতাহর নিকট সুপারিশ করেন।
 (১৮) বিপদে কবরস্থ পীরকে ডাকা ও তার কবরে গিয়ে কান্নাকাটি করা।
 (১৯) সু:খে-দু:খে পীরের কবরে পয়সা দেওয়া।
 (২০) কবরস্থ ব্যক্তি খুশী হবেন ভেবে তার কবরে সৌধ নির্মাণ করা, তার সৌন্দর্য বর্ধন করা ও সেখানে সর্বদা আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
 (২১) কবর আযাব মাফ হবে মনে করে পীরের কবরের কাছাকাছি কবরস্থ হওয়া।
 (২২) কবরস্থানের পাশ দিয়ে কোন মুত্তাক্বী আলেম হেঁটে গেলে এ কবরবাসীদের চলিগশ দিনের গোর আযাব মাফ হয় বলে বিশ্বাস রাখা।
 (২৩) কবরে বা ছবি ও প্রতিকৃতিতে বা স্মৃতিসৌধে বা বিশেষ কোন স্থানে ফুলের মালা দিয়ে বা কিছুক্ষণ দাড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে বা স্যালাউ জানিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা অথবা একই উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে কুরআনখানী করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা পিছনে লেগে থাকে। এজন্য সে অনেক সময় নিজেই মানুষের রূপ ধারণ করে অথবা অন্য মানুষের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাসিল করে। যেমন হঠাৎ করে শুনা যায় অমুক স্থানে স্বপ্নে পাওয়া শিকড়ে বা তাবীযে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে। অমুক দুধের বাচ্চা কিংবা পুরষ বা মহিলার ফুঁক দানের মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করে চোখের পলকে চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে রোগী বাড়ী ফিরছে। দু'পাঁচ মাস লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে মানুষের ঈমান হরণ করে ঐ আলৌকিক চিকিৎসক উধাও হয়ে যায় অথবা তার তথা কথিত আলৌকিক ক্ষমতা আর থাকে না। এগুলি সবই শয়তানী কারসাজি। সাময়িকভাবে এরূপ করার ক্ষমতা আলগতাহ ইবলীসকে দিয়েছেন। কিন্তু শত প্রতারণার জাল বিছিয়েও শয়তান আলগতাহর কোন মুখলেস বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না।

জানা আবশ্যক যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হল মৃত মানুষের পূজা। যা নূহ (আ:) এর যুগে শুরু হয়। অথচ তাওহীদের মূল শিক্ষা ছিল মানুষকে মানুষের পূজা হতে মুক্ত করে সরাসরি আলগতাহর দাসত্বের অধীনে স্বাধীন মানুষে পরিণত করা। কিন্তু মৃত সৎ লোকের অসীলায় আলগতাহর নৈকট্য হাছিল করা ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার ভিত্তিহীন ধারণার উপর ভর করে শয়তানের কুমন্ত্রণায় নূহ (আ:) এর সমাজে প্রথম শিরকের সূচনা হয়। যা মূর্তিপূজা, কবরপূজা, স্থানপূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা, গাছপূজা, মাছপূজা, কুমিরপূজা, কচ্ছপপূজা ইত্যাদি আকারে যুগে যুগে সমাজে চালু হয়েছে। অথচ এই শিরক থেকে তওবা না করার করণেই নূহ (আ:) এর জাতিকে আলগতাহ সমূলে ধবংস করেছিলেন। এ যুগেও যদি আমরা তওবা না করি, তাহলে আমরাও আলগতাহর গযবে ধবংস হয়ে যাব। আলগতাহ বলেন:

لَمْ يَرَوْا كَمَا هُكِّنَا فَبَدَّ لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ دَهْرُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ { إيس : 31 ، 32 }

অর্থ: “তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আর তাদের সকলকে একত্রে আমার কাছে হাযির করা হবে।”^{২৬৫}

প্রশ্ন: শিরক সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য কি?

উত্তর: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلَا تَدْعُوا لِلْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج : ২৬]

অর্থ: “আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুলগাতহর) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, ‘আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য’।”^{২৬৬}

বুঝা গেল মুশরিকের জন্য বাইতুলগাতহর অংশগ্রহণ করার কোন অনুমতি নাই। পবিত্র কুরআনে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}

অর্থ: “হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।”^{২৬৭}

সুতরাং যেসকল পীর-পুজারী, মাজার-পুজারী পীরের মূর্তি অন্তরে লালন করেন, যারা পীরকে আলগাতহকে পাওয়ার জন্য সুপারিশকারী ও ভায়া-মাধ্যম বিশ্বাস করেন তাদের মক্কায যাওয়ার অনুমতি নেই। কেননা আলগাতহ সুব। শিরকযুক্ত ইবাদত কবুল করেন না। এজন্য পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}

অর্থ: “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।”^{২৬৮}

^{২৬৫} সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩১-৩২।

^{২৬৬} সূরা হজ্জ ২৬।

^{২৬৭} সূরা তাওবা ২৮।

এ আয়াতে জুলুম বলতে সাধারণ অন্যায়-অত্যাচারকে বুঝানো হয় নাই বরং এখানে জুলুম বলতে ‘শিরক’ কে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ إِلَّا تَسْمَعُ لِي قَوْلَ لِقَمَانٍ لَا بُدَّ لَهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: “আবদুলগাতহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরামদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। অথচ এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে কোন না কোনভাবে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই। (এ কারণে তারা বিষয়টি রাসূল সালগাতলগাতহু আলাইহি ওয়া সালগাম এর কাছে উপস্থাপন করলো) তিনি বললেন, এখানে জুলুম বলতে তোমরা যা মনে করেছ তা নয়। বরং এখানে জুলুম বলতে ‘শিরক’ কে বুঝানো হয়েছে। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না যে লোকমান (আ:) তার ছেলেকে কি বলেছেন? তিনি তার ছেলেকে বলেছেন, “নিশ্চয়ই শিরক হলো বড় জুলুম।” (সূরা লোকমান ১৩ নং আয়াত)।”^{২৬৯}

শিরক এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যা আলগাতহ সুব। তওবা ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء :

8৮]

অর্থ: “নিঃসন্দেহে আলগাতহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর (আলগাতহর) সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ে পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।”^{২৭০}

^{২৬৮} সূরা আন’আম: ৮২।

^{২৬৯} সহীহ বুখারী ৪৭৭৬; সহীহ মুসলিম ৩৪২;

^{২৭০} সূরা নিসা ৪:৪৮।

অপর আয়াতে আলগা হ সুব. বলেন:

{لَنْتَهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة : ৭২]

অর্থ: “নিশ্চয় যে ব্যক্তি আলগা হর সাথে অংশীদার স্থির করে, আলগা হ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।”^{২৭১}

পবিত্র কুরআনে মহান আলগা হ সুব. ১৮-জন নবীদের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} [الأنعام : ৮৮]

অর্থ: “তারা যদি শিরক করতো তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত।”^{২৭২}

এমনকি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম কে উদ্দেশ্য করেও আলগা হ সুব. ইরশাদ করেছেন,

{لَنْ أَشْرَكَتُ لِيَحْبُطَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر : ৬৫]

অর্থ: “তুমি আলগা হর সাথে শরীক করলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।”^{২৭৩}

মোটকথা যতগুলো অপরাধ আছে তার মধ্যে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। এবং এর শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

অর্থ: “মুআজ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি ‘উফাইর’ নামক একটি গাধার পিঠে নবী সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম এর পেছনে বসেছিলাম। নবী সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম আমাকে জিজ্ঞেস

^{২৭১} সূরা মায়দা ৫:৭২।

^{২৭২} সূরা আন’আম ৬:৮৮।

^{২৭৩} সূরা যুমার ৩৯:৬৫।

করলেন: “তুমি কি জান বান্দার নিকট আলগা হর হক কি আর আলগা হ নিকট বান্দার হক কি?” আমি বললাম, আলগা হ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বলেন: “বান্দার নিকট আলগা হর হক হল বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আলগা হর নিকট বান্দার হক হলো: যে বান্দা তাঁর (আলগা হর) সাথে কাউকে শরীক করবে না আলগা হ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না।”^{২৭৪}

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي ثَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي أَتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

অর্থ: “আবু থর রা. রাসূলুলগা হ সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুলগা হ সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম বলেন- “জিবরাঈল (আ:) এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আলগা হর সাথে শরীক স্থাপন না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে।” আবু থর রা. বলেন, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও কি? রাসূলুলগা হ সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম বলেন, “হ্যাঁ যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে তবুও।”^{২৭৫}

রাসূল সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম আরো ইরশাদ করেন:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَاتُ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ »

অর্থ: “জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নবী সালগালাগা হ আলাইহি ওয়া সালগাম এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বস্তু দু’টি কি কি? তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি

^{২৭৪} সহীহ বুখারী ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম ১৫৩।

^{২৭৫} বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ২৮২।

আলগাহর সাথে কাউকে অংশীদার না বানিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি আলগাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মারা গেল সে জাহান্নামী।”^{২৭৬}

উল্লেখ্য যে, শিরক এত জঘন্য অপরাধ যে, মুশরিকের জন্য দু’আ করাও জায়েজ নাই।

পবিত্র কুরআনে আলগাহ সুব. ইরশাদ করেছেন:

{ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } [التوبة : ১১৩]

অর্থ: “আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু’মিনদের জন্য সংগত নয়, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী।”^{২৭৭}

এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল যখন আবু তালেবের মৃত্যুর পরে রাসূলুলগাহ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম তার মুক্তির জন্য দু’আ করছিলেন। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে মুশরিকদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রানী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [البينة : ৬]

অর্থ: “আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফেররা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।”^{২৭৮}

অপর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ধ্বংস ও বিপর্যয়ে পতিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تَخُطُّهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } [الحج : ৩১]

^{২৭৬} মুসলিম ১৭৭।

^{২৭৭} সূরা তাওবাহ ৯:১১৩।

^{২৭৮} সূরা বাইয়েনাহ ৯৮:৪৬।

অর্থ: “যে কেউ আলগাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।”^{২৭৯}

যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলো তাকে আলগাহ সুব. কখনো ক্ষমা করবেন না। রাসূলুলগাহ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম ইরশাদ করেন:

{ عَنْ أَبِي ثَرٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَغْفِرُ لِعَبْدٍ مَا لَمْ يَقْعِ الْحَبَابُ ، قِيلَ : وَمَا الْحَبَابُ ؟ قَالَ : أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ }

অর্থ: “আবু থর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুলগাহ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম বলেছেন- “বান্দার জন্য সর্বদাই ক্ষমা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হিয়াব বা পর্দা পতিত না হয়।” বলা হলো, “হে আলগাহর রাসূল! হিয়াব বা পর্দা কি?” তিনি বললেন, “আলগাহর সাথে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।”^{২৮০}

শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। রাসূলুলগাহ সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম ইরশাদ করেছেন:

{ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّسَاءِ عَظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ قُلْتُ }

অর্থ: “আবদুলগাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি বলল, “হে আলগাহর রাসূল সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?” রাসূল সালগালগাছ আলাইহি ওয়া সালগাম বললেন, “আলগাহর সাথে শরীক করা, অথচ আলগাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”^{২৮১}

^{২৭৯} সূরা, হাজ্জ ২২:৪৩।

^{২৮০} আদাবুল বাইহাকী ৮৪১; মুসনাদে আহমদ ২১৫২৩; হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে একই অর্থ অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত।

^{২৮১} সহীহ বুখারী ৬০০১; সহীহ মুসলিম ২৬৭; সুনানে নাসায়ী ৪০২৪; সুনানে আবু দাউদ ২৩১২।

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে শিরক এর পরিনতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। আল্গাহ সুব. আমাদেরকে সকল ধরণের শিরক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন!

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ :

১. মাইয়েতকে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।
২. মাইয়েতের শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন বা কুরআন তেলাওয়াত করা।
৩. মাইয়েতের নখ কাটা ও গুণ্ডাঙ্গের লোম ছাফ করা।
৪. কাঠি দিয়ে (বা নির্দিষ্ট সংখ্যক নিম কাঠি দিয়ে) দাঁত খিলাল করানো।
৫. নাক-কান-গুণ্ডাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা।
৬. দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা।
৭. বাড়ীতে বা কবরস্থানে এই সময় ছাদাকা বিলি করা।
৮. চিৎকার দিয়ে কান্নাকটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুড়ানো ইত্যাদি।
৯. তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদত পালন করবেন।
১০. কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের জন্য দোআ করা।
১১. শোক দিবস পালন করা, শোকসভা করা ও এজন্য খানাপিনার আয়োজন করা ইত্যাদি।
১২. মসজিদের মিনারে বা বাজারে 'শোক সংবাদ' প্রচার করা।
১৩. কবরের উপরে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেওয়া। যাতে লোকেরা তা নিয়ে যায়।
১৪. মৃতের ঘরে তিন রাত, সাত রাত (বা ৪০ রাত) ব্যাপী আলো জ্বেল রাখা।
১৫. কাফনের কাপড়ের উপরে দোআ কালেমা ইত্যাদি লেখা।
১৬. এই ধারণা করা যে, মাইয়েত জান্নাতী হলে ওয়নে হালকা হয় ও দ্রুত কবরের দিকে যেতে চায়।
১৭. মাইয়েতকে নেককার লোকদের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া।
১৮. জানাযায় পিছে পিছে উচ্চ:স্বরে যিকির ও তেলাওয়াত করতে করতে চলা।

১৯. জানাযা গুরুর প্রাক্কালে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের কাছ থেকে সমস্বরে সাক্ষ্য নেওয়া।
২০. জানাযার সালাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাথা বর্ণনা করা।
২১. জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার সালাতে জুতা খুলে দাঁড়ানো।
২২. কবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো।
২৩. কবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ও পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অত:পর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢালা।
২৪. তিন মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় প্রথম মুষ্টিতে 'মিনহা খালাকুনাকুম' দ্বিতীয় মুষ্টিতে 'ওয়া ফীহা নু'ঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুষ্টিতে 'ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তা'রাতান উখরা' বলা।
২৫. অথবা 'আল্গাহুমা আজিরহা মিনাশ শয়তান' পাঠ করা।
২৬. কবরে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে ফাতিহা ও পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে বাক্বার-র গুরুর অংশ পড়া।
২৭. সূরায়ে ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরুন, নসর, ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস এই সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দোআ পড়া।
২৮. কবরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও খতম করা।
২৯. কবরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো।
৩০. প্রতি জুম'আয় কিংবা সোম ও বৃহস্পতিবারে নির্দিষ্ট করে পিতা-মাতার কবর যেয়ারত করা।
৩১. এতদ্ব্যতীত আশূরা, শবে মে'রাজ, শবেবরাত, রমযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কবর যেয়ারত করা।
৩২. কবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো ও সূরায়ে ফাতিহা ১ বার, ইখলাস ১১ বার কিংবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া।
৩৩. কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা-পিনা ও টাকা-পয়সা দেওয়া বা এ বিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া।
৩৪. কবরকে সুন্দর করা।
৩৫. কবরে র'মাল, কাপড় ইত্যাদি বরকত মনে করে নিক্ষেপ করা।
৩৬. কবরে চুম্বন করা।

৩৭. কবরের গায়ে মৃতের নাম ও মৃত্যুর তারিখ লেখা।
৩৮. কবরের গায়ে বরকত মনে করে হাত লাগানো এবং পেট ও পিঠ ঠেকানো।
৩৯. ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন) পড়ে এর সওয়াব সমূহ মৃতের নামে বখশে দেয়া। যাকে এদেশে ‘কুরআনখানী’ বলে।
৪০. কাফেরন, ইখলাস, ফালাক ও নাস এই চারটি ‘কুল’ সূরার প্রতিটি ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে ‘কুলখানী’ বলে।
৪১. কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ১ লক্ষ বার পড়ে মৃতের নামে বখশে দেওয়া, যাকে এদেশে ‘কালেমাখানী’ বলে।
৪২. ১ম, ৩য়, ৭ম (বা ১০ম দিনে) বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চলিণ্ডশার অনুষ্ঠান করা।
৪৩. খানার অনুষ্ঠান করা।
৪৪. যারা কবর খনন করে ও দাফনের কাজে সাহায্য করে, তাদেরকে মৃতের বাড়ী দাওয়াত দিয়ে বিশেষ খানার ব্যবস্থা করা। যাকে এদেশে ‘হাত ধোয়া খানা’ বলা হয়।
৪৫. আযান শুনে নেকী পাবে বা গোর আযাব কম হবে ভেবে মসজিদের পাশে কবর দেওয়া।
৪৬. কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ‘ফাতিহা’ পাঠ করা।
৪৭. কাফন-দাফনের কাজকে নেকীর কাজ না ভেবে পয়সার বিনিময়ে কাজ করা।
৪৮. উচ্চ-স্বরে কুরআন খতম করা।
৪৯. মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।
৫০. সালাত, ক্বিরাআত ও অন্যান্য দৈহিক ইবাদত সমূহের নেকী মৃতদের জন্য হাদিয়া দেওয়া। যাকে এদেশে ‘ছওয়াব রেসানী’ বলা হয়।
৫১. আমল সমূহের ছওয়াব রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নামে (বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে) বখশে দেওয়া। যাকে এদেশে ‘ঈছালে ছওয়াব’ বলা হয়।
৫২. নেককার লোকদের কবরে গিয়ে দোআ করলে তা কবুল হয়, এই ধারণা করা।

৫৩. মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা।
৫৪. জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা।
৫৫. ঐ সময় মৃতের ক্বাযা সালাত সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফ্ফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।
৫৬. মৃত্যুর পরপরই ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা।
৫৭. দাফনের পরে কবরস্থানে গবাদি পশু যবহ করে গরীবদের গোশত বিতরণ করা।
৫৮. লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনবার নামানো।
৫৯. কবরে মাথার কাছে ‘মক্কার মাটি’ নামক আরবীতে ‘আলগ্গাহ’ লেখা মাটির ঢেলা রাখা।
৬০. মাইয়েতের কপালে আতর দিয়ে ‘আলগ্গাহ’ লেখা।
৬১. কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেওয়া।
৬২. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বদনায় পানি দিয়ে যাওয়া এই নিয়তে যে, মৃতের রুহ এসে ওয়ু করে সালাত আদায় করে যাবে।
৬৩. মৃতের ঘরে ৪০ দিন যাবৎ বিশেষ লৌহজাত দ্রব্য রাখা।
৬৪. মৃত্যুর ২০ দিন পর রসূটি বিলি করা ও ৪০ দিন পর বড় ধরনের ‘খানা’র অনুষ্ঠান করা।
৬৫. মৃতের বিছানা ও খাট ইত্যাদি ৭ দিন পর্যন্ত একইভাবে রাখা।
৬৬. মৃতের পরকালীন মুক্তির জন্য তার বাড়ীতে মীলাদ বা ওয়ায মাহফিল করা।
৬৭. নববর্ষ, শবেবরাত ইত্যাদিতে কোন বুয়র্গ ব্যক্তিকে ডেকে মৃতের কবর যিয়ারত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা।
৬৮. শবেবরাতে ঘরবাড়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রুহের আগমন অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্র সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদত-বন্দেগী করা।
৬৯. ঈছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান করা।

৭০.নিজের কোন একটি বা একাধিক সমস্যা সমাধানের নিয়তে কবরের গায়ে বা পাশের কোন গাছের ডালে বিশেষ ধরনের সুতা বা ইটখন্ড ঝুলিয়ে রাখা।

৭১.মাযার থেকে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা।

৭২.মৃত্যুর আগেই কবর তৈরী করা।

৭৩.কবরে মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তু সমূহ রাখা এই ধরণায় যে, সেগুলি তার কাজে আসবে।

৭৪.কবরে কাঁবা গৃহের কিংবা কোন পীরের কবরের গেলাফের অংশ কিংবা তাবীয লিখে দাফন করা এই ধারণায় যে, এগুলি তাকে কবর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

৭৫.কবরে ‘ওরস’ উপলক্ষে বা অন্য সময়ে রান্না করা খিচুড়ী বা তৈরী করা রুটি বা মিষ্টি ‘তাবাররুস্ক’ নাম দিয়ে বরকতের খাদ্য মনে করে ভক্ষণ করা।

৭৬.আজমীয়ে খাজাবাবার কবরে টাকা পাঠানো বা অন্য কোন পীর বাবার কবরে গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য হাদিয়া পাঠানো।

৭৭.কবরের মধ্যবর্তী স্থানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে মৃতের জন্য দোআ পড়া।

৭৮.কবরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে কবর আযাব হালকা হবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও মৃত ব্যক্তি ও কবরকে কেন্দ্র করে হাজারো রকমের শিরকী আকীদা ও বিদ’আতী রসম-রেওয়াজ উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে চালু আছে। অতএব প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হবে এসকল শিরক ও বিদ’আতী কর্মকাণ্ড হতে দূরে থাকা। আল্গাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

জানা আবশ্যিক যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) দুটি কবরের উপরে যে খেজুরের দুটি কাঁচা ডাল পুঁতেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জন্য ‘খাছ’। তাঁর বা কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে পরবর্তীতে এমন কোন আমল করার নযীর নেই। বুরাইদা আসলামী (রা:) ব্যতীত। কেননা তিনি এটার জন্য অছিয়ত

করেছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র আল্গাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমলের কারণেই কবর আযাব মাফ হতে পারে। ফুল দেওয়া বা ডাল রোপনের কারণে নয়। কেননা এসবের কোন প্রভাব মাইয়েতের উপর পড়ে না। যেমন আব্দুর রহমান (রা:) এর কবরের উপর তাঁরু খাটানো দেখে ইবনু ওমর (রা:) বলেন, ওটাকে হটিয়ে ফেল হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে বা বাধা সৃষ্টি করছে।

কবরে আলোকসজ্জা করা :

কবরে বাতি দেওয়ার হাদীসটি যঈফ। তবে এটি কয়েকটি কারণে নিকৃষ্টতম বিদ’আত। (১) এটি নবআবিষ্কৃত বিষয়, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না। (২) এটি অগ্নি উপাসক মজুসীদের অনুকরণ। (৩) এতে শ্রেফ মালের অপচয় হয়, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (৪) এটাকে ধর্মীয় বিধান মনে করা হয় এবং একে আল্গাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম বলে ধারণা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, প্রত্যেক বিদ’আতই ভ্রষ্টতা এবং ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। আল্গাহ (সুব:) বলেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا { [الكهف : 103 ، 104]

অর্থ: “বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে’!”^{২৮২}

প্রশ্ন: বিদআত সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য কি?

উত্তর: দ্বীনে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্গাহ সুব. স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন তা স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিধায় আমাদেরকে তা অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ’আত বা নতুন কোন প্রথার সংযোজন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নবী করীম সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ: “আয়শা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।”^{২৮৩}

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন:

عَنْ الْعَرَبِيَّاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَيْذُكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَنْهَا بِالدُّوَابِّ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ: “ইরবাদ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরবর্তী খেলাফাতে রাশেদীনের সুন্নাহ পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও ধর্মে (দ্বীনে) নব প্রবর্তিত কোন বিষয় গ্রহণ করবে না। কেননা প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআ’ত এবং প্রত্যেক বিদআ’তই পথভ্রষ্ট।”^{২৮৪}

রাসূলুল্লাহ (স:) জুমু’আর দিন খুৎবায় বলতেন

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ ... أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْأَلْحِيَةِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থ: “জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই খুতবা দিতেন বলতেন, ‘নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ’ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদআ’ত-ই পথভ্রষ্ট।’”^{২৮৫}

^{২৮৩} সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সুন্নাহে আবু দাউদ ৪৬০৭।

^{২৮৪} সুন্নাহে আবু দাউদ ৪৬০৯; সুন্নাহে ইবনে মাজাহ ৪২।

^{২৮৫} সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুন্নাহে নাসায়ী ১৫৭৭; মুসনাদে আহমদ ১৪৩৩৪।

বিদআ’তের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন:

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةٍ فِي بَيْنِهِمْ إِلَّا لَانْزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ: “যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ সুব. তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমাণ সুন্নাহ তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।”^{২৮৬}

এর বাস্তব প্রমাণ হলো, আজকে আমরা একটি বিদআতে সবাই লিপ্ত আর তা হলো ফরজ সালাতের পর সম্মিলিত মুনাযাত। এই বিদআত প্রচলনের পর সবচেয়ে ভয়ংকর পরিণতি হলো, আপনি যদি এখন কাউকে জিজ্ঞেস করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ সালাতের পর কি আমল করতেন সে বলতে পারবে না। এটাই হাদীসে বলা হয়েছে, “যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ সুব. তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমাণ সুন্নাহ তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।”

তাছাড়া বিদআত হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ পরিপন্থি। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে আকড়ে ধরতে বলেছেন। সুতরাং সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজ করলে সেটা আল্লাহর আদেশের বিপরিতে কাজ হবে। যা অত্যন্ত গুনাহ এবং গর্হিত পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেছেন:

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : ৭]

অর্থ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।”^{২৮৭}

আল্লাহ সুব. আরও বলেন

{إِذْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَكَرَّ اللَّهُ كَثِيرًا} [الأحزاب : ২১]

^{২৮৬} সুন্নাহে দারিমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮; হাদীসটি সহীহ।

^{২৮৭} সূরা হাশর ৫৯:৭।

অর্থ: “প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মধ্যে যারা পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে।”^{২৮৮}

বিদাআত বা দ্বীনে নতুন কিছু যোগ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ সুব. এই উম্মতের জন্য ধর্ম (দ্বীন) কে পূর্ণতা দান করেননি বা আল্লাহ সুব. পূর্ণতা দিয়েছেন কিন্তু রাসূল সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের নিকট তা সঠিকভাবে পৌঁছাননি। তাই, পরবর্তীকালের লোকেরা এসে তাতে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন পরলো। নিঃসন্দেহে এটি মারাত্মক ভয়ের কারণ এবং রাসূল সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল।

এজন্য ইমাম মালেক (র:) বলেন,

وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ إِلَّا مِمَّا مَلَكَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ قَالَ : (مَنْ ابْتَدَعَ فِي
إِلْسَانِهِ دَعَا يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
خَانَ الرِّسَالَةَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فَمَا لَمْ يَكُنْ
يَوْمَئِذٍ يَدِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا)

অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে কোন বিদআত প্রবেশ করালো আবার সেটিকে বিদআতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করলো সে যেন দাবী করলো যে মুহাম্মদ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা আল্লাহ সুব. বলছেন, “আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম”। আর বিদআতী বিদআত তৈরী করার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে ইসলাম পরিপূর্ণ হয় নাই। বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই সে বিদআত তৈরী করে পরিপূর্ণ করছে। জেনে রেখ, আল্লাহ সুব. যখন দ্বীনকে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন তখন যা কিছু দ্বীনের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা এখনও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। কেননা আল্লাহ সুব. বলছেন, “আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম”।”^{২৮৯}

জরুরী জ্ঞাতব্য সমূহ

^{২৮৮} সূরা আহযাব ৩৩:২১।

^{২৮৯} মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিফায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী’ ১/২৮৪।

মৃতের ক্বাযা সালাত ও সিয়াম

ইবনু ওমর (রা:) বলেন, একজনের সিয়াম ও সালাত অন্যজনে করতে পারেনা।^{২৯০} কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলো জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃতের পরেও তেমন সম্ভব নয় এবং এগুলোর সওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না কেবল মাত্র দোআ ও সাদাকা ব্যতীত।^{২৯১}

আল্লাহ (সুব:) বলেন: {النجم : 39} وَإِنْ لَدَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

অর্থ: “মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে”^{২৯২}। অবশ্য মানতের সিয়াম থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা রাখতে পারেন। অথবা প্রতি সিয়ামের বদলে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) চাউল বা গম মিসকীনকে দিতে পারেন, যদি মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা ওয়ারিসের জন্য ওয়াজিব নয়।^{২৯৩} জানাযাকালে মৃতের ক্বাযা সালাতের কাফফারা স্বরূপ টাকা-পয়সা দান করা সম্পূর্ণরূপে বিদআতী প্রথা।

মৃতের প্রতি আদব :

মৃতের প্রতি সাধ্যমত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। হাদীছে মৃতের হাড়িভ ভাঙ্গাকে জীবিতের হাড়িভ ভাঙ্গার সাথে তুলনা করা হয়েছে।^{২৯৪} অন্য হাদীছে মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে নিষেধ করা হয়েছে।^{২৯৫} অতএব জরুরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেড়া বা পোষ্ট মর্টেম করা অন্যায়। আজকাল পোষ্ট মর্টেম-এর বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও লাশের প্রতি সেখানে অসম্মান করা হয় বলে শোনা যায়। যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা কর্তব্য।

^{২৯০} বায়হাকী ৪/২৫৪; মুওয়াত্তা, মিশকাত হা/২০৩৫, ‘সওম’ অধ্যায়, ‘ক্বাযা’ অনুচ্ছেদ।

^{২৯১} মির’আত হা/১৭৩১- এর বায়হাকী’র হাদীস দ্রষ্টব্য ৫/৪৫৩ পৃ:।

^{২৯২} সূরা নজম ৫৩:৩৯।

^{২৯৩} বায়হাকী ৪/২৫৪; মির’আত ৭/৩২; তালখীস পৃ: ৭৫।

^{২৯৪} আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪, অনুচ্ছেদ ৬।

^{২৯৫} বুখারী, মিশকাত হা/২৯৪১, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ।

মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, “তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে।”^{২৯৬} তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। নতুবা বিরত থাকতে হবে।^{২৯৭} কেননা সুন্দর মুসলমানের পরিচয় হ’ল অনর্থক বিষয় সমূহ হ’তে বিরত থাকা।^{২৯৮} তাছাড়া ‘সন্দেহযুক্ত বিষয়াবলী থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়ার’ জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে।^{২৯৯}

গায়েবানা জানাযা

গায়েবানা জানাযা জায়েয আছে।^{৩০০} তবে সকলের জন্য ঢালাওভাবে এটা জায়েয নয় বলে ইমাম খাত্তাবী, ইবনু আদিল বার, হাফেয যায়লাঈ, ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

গায়েবানা জানাযার জন্য হাবশার (আবিসিনিয়া) বাদশাহ আছহামা নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা আদায়ের ঘটনাই হ’ল একমাত্র বিস্মক দলীল, যিনি ৯ম হিজরী সনে মারা যান। নাজ্জাশী খৃষ্টনদের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু নিজে মুসলমান ছিলেন। সেকারণ তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবীদের নিয়ে জামা’আত সহকারে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন এবং বলেন, ‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়। যিনি তোমাদের দেশে ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন।’^{৩০১} আবু দাউদ নাজ্জাশী বিষয়ক হাদীসের বর্ণনায় অধ্যায় রচনা করেছেন *باب في الصلاة علي المسلم يموت في بلاد الشرك* ‘মুশরিক দেশে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমের জানাযা’ অনুচ্ছেদ। এতে বুঝা যায় যে, মুশরিক বা অমুসলিম দেশে মৃত্যু হওয়ার কারণে যদি কোন মুসলমানের জানাযা হয়নি বলে নিশ্চিত ধারণ

^{২৯৬} বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪ ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।

^{২৯৭} ফিক্বুছ সুন্নাহ ১/৩০০।

^{২৯৮} ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬: ঐ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ।

^{২৯৯} তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৭৭৩ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ।

^{৩০০} মুত্তাফাফু ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২ ‘জানায়েয’ অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।

^{৩০১} আহমাদ হা/১৬৫৭৭: ইবনু মাজাহ হা/১৫৩৭: উভয়ের

হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ মুসলমান ভাই বা বোনের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দলীল হিসাবে মু’আবিয়া বিন মু’আবিয়া লায়ছী আল-মুযানী (রা:) এর গায়েবানা জানাযা পড়ার কথা বলা হয়। মদীনায় তাঁর মৃত্যু হলে তারুকের যুদ্ধে অবস্থানকালে জিব্রীল মারফত এই সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়েন।^{৩০২} ইবনু আদিল বার ও ইবনু হাজার প্রমুখ বলেন যে, হাদীসটি ‘সহীহ’ নয়। দ্বিতীয়ত : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, জিব্রীল (আ:) স্বীয় পাখার ঝাপটায় সব পর্দা উঠিয়ে দেন ও জানাযা উঁচু করে ধরেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা:) জানাযা দেখতে পান ও সালাত আদায় করেন (*حتى نظر اليه وصلي عليه*)। ফলে সেটা আর গায়েবানা থাকে না। সেকারণে ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন যে, এই হাদীস দ্বারা গায়েবানা জানাযার দলীল গ্রহণ বাতিল যোগ্য।

ইবনু আদিল বার বলেন, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েয হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিশ্চয়ই নিজের সাহাবীদের গায়েবানা জানাযা আদায় করতেন (যাদের জানাযায় তিনি শরীক হতে পারেননি)। অনুরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানেরা তাদের প্রিয় চার খলীফার গায়েবানা জানাযা পড়ত। কিন্তু এরূপ কথা কারো থেকে কখনো বর্ণিত হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, গায়েবানা জানাযা নিঃসন্দেহে জায়েয ঐসব ক্ষেত্রে, যাদের জানাযা হয়নি বলে জানা যায়। কিন্তু যাদের জানাযা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেক্ষেত্রে গায়েবানা জানাযা না পড়ায় কোন দোষ নেই। বিশেষ করে আজকাল যেখানে গায়েবানা জানাযা নোংরা রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আরও বেশী হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানো অথবা দোআ-অজিফা পড়ানোর বিধান কি?

^{৩০২} বায়হাকী ৪/৫০।

উত্তর: ঈসালে সওয়াব এর উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানো বা দোআ অজিফা পড়ানো সম্পূর্ণ হারাম। এ প্রসঙ্গে আলগ্‌তাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ • وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة : 41 ، 42]

অর্থ: “আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর। আর তোমরা হক্কে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হক্কে গোপন করো না।”^{৩০০}

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে।

“ঈসালে সওয়াব উপলক্ষ্যে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয : আলগ্‌তাহা শামী ‘দুররে মুখতারের শরাহ’ এবং ‘শিফাউল-আলীল’ নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। কেননা পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমন্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুল মাল (ইসলামী ধনভান্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমন্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে-মেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেক্বাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। -- (দুররে-মুখতার, শামী)

^{৩০০} সূরা বাক্বারা ২:৪১-৪২।

সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যিক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদেহের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোআ-কালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়েই গোনাহগার হবে। বস্তুত: যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ’আত।”^{৩০৪}

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যাপারে ইসলামের বিধান কি?

উত্তর: মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি হক সম্পৃক্ত আছে। এ বিষয়ে ফারায়জের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘সিরাজী’তে বলা হয়েছে:

تَتَعَلَقُ بِتَرَكَةِ الْمَيِّتِ حَقُوقٌ أَرْبَعَةٌ مَرْتَبَةٌ،

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সাথে ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রমে চারটি হক সম্পৃক্ত হয়। ধারাবাহিকভাবে পর্যায়ক্রম বলতে প্রথম কাজটি করতে গিয়ে যদি সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। আর যদি প্রথম কাজটি সম্পন্ন করার পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে দ্বিতীয় কাজটি করতে হবে। দ্বিতীয় কাজটি করতে গিয়ে যদি সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত। মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া এরকম চারটি কাজ হলো নিম্নরূপ:

প্রথম কাজ: কাফন-দাফন। মৃত ব্যক্তির মাল দ্বারা প্রথম যেই কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে তার কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করা। তাতে যদি তার সম্পূর্ণ মাল খরচ করতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। আর যদি কিছু বেচে যায় তাহলে দ্বিতীয় কাজটি করতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ: ঋণ পরিশোধ করা। ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির যদি সমস্ত মাল খরচ করতে হয় তাহলে তাই করবে। আর যদি সমস্ত ঋণ

^{৩০৪} তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) পৃষ্ঠা ৩৫, সূরা বাক্বারা ৪১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

পরিশোধ করার পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা দিয়ে অসিয়ত পূর্ণ করবে। তবে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাল ব্যয় করবে না। বরং সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। তাতে যদি তার অসিয়তকৃত অংশ পরিমাণ পূর্ণ হয় তবে ভাল। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ মাল যে পরিমাণ হয় অসিয়তকৃত মালের পরিমাণ তার চেয়ে বেশী হয় সেক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ মালে যে পরিমাণ অসিয়ত আদায় করা যায় তাই করবে। এই নিয়মে অসিয়ত আদায় করার পরে যা থাকবে তা সম্পূর্ণভাবে আলগতাহর কালামে বর্ণিত ফারায়েজ অনুযায়ী ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। কোন হের-ফের করা যাবে না। এমনকি যদি কোন ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির নামে দান-খয়রাত করতে চায় তাহলেও তা নিজের ভাগ থেকে করতে হবে। এ হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সম্পদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় ঋণ পরিশোধ কিংবা অসিয়ত পূর্ণ করা অথবা ওয়ারিশদের অংশ ভাগ করে দেয়ার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বরং বিভিন্ন বিদআত ও কুসংস্কারমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাবার সম্পত্তি থেকে ভাইয়েরা বোনদেরকে ঠকায়। কোরআনে বর্ণিত তাদের ন্যায্য হিস্যা তাদেরকে দেয়া হয় না। ছোট ভাই-বোনদেরকে ঠকানো হয়। অথবা মৃত ব্যক্তি নিজেই এধরনের অপকর্মের ব্যবস্থা করে যান। তিনি মেয়েদেরকে বঞ্চিত অথবা কম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছেলেদের নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান। অনেকে আবার এসব করার পরে মনে মনে একটু ভয় পেয়ে মক্কায় হজ্জ করতে চলে যান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অন্যের হক নষ্ট করে এসব করলে তা আলগতাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত সুরায়ে বাকারার ২৮২ নং আয়াত ঋণ সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের প্রথম দিকে বাইতুল মাল গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুলগতাহ (সা:) এর কাছে জানাযা আসালে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতেন, তার কোন ঋণ আছে কি? যদি বলা হতো হ্যাঁ আছে। তাহলে আবার প্রশ্ন করতেন। তার ঋণ পরিশোধযোগ্য কোন সম্পদ রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো, হ্যাঁ! রেখে গেছেন। তাহলে তিনি জানাযা পড়তেন। আর যদি বলা হতো, তার ঋণ আছে কিন্তু পরিশোধ করার মতো কোন মাল রেখে যায় নাই। তাহলে বলতেন, তোমরা জানাযা

পড়ে নাও। অতপর যখন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাইতুল মাল গঠন করা হলো। তখন তিনি ঘোষণা করলেন: যদি কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায় তা তার ওয়ারিশদের জন্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় অথবা অসহায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মারা যায়। তাহলে তার সকল দায়-দায়িত্ব আমি আমার নিজ কাঁধে তুলে নিলাম। সুবহানালগতাহ! ঋণ পরিশোধের বিষয়টি কত মারাত্মক। তেমনি ভাবে ওয়ারিশদের পাওনা হিস্যা প্রাপকদের কাছে সঠিকভাবে তুলে দেওয়া কতোবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এসব দায়িত্ব আঞ্জাম না দিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম পড়ানো, মীলাদ পড়ানো, তিনদিনা, চলিগতশা, মৃত্ত বার্ষিকী ইত্যাদি করা সম্পূর্ণভাবে অন্যায়, কু-সংস্কার, বেদআত ও হারামকাজ। আলগতাহ (সুব:) আমাদের সকলকে সকল প্রকার শিরক-বিদআত বর্জন করে তাওহীদ ও সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَّا أَتُغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَلِلَّهِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا الصَّبْرَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،

একটি আবেদন

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

“মারকাজুল উলূম আল-ইসলামিয়া, মেট্রো হাউজিং, বহিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা”- একটি খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সহীহ আক্বীদাহ ও মানহাজ প্রচার-প্রসারসহ নানাবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনা করা, বই-পুস্তক রচনা করা, বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা, সিডি-ভিসিডি, মেমোরী কার্ড ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা যার অন্যতম কাজ। মারকাজের এই বহুমুখী কাজে আপনার অংশগ্রহণ একান্ত কাম্য।

-মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী।

AvCwb gviKv#Ri Rb..
gviKvR mK#ji Rb..